অষ্টাদশ বিদ্যা।

অর্থাৎ

বেদবেদাঙ্গাদি শাস্ত্রের স্থূল মর্ম্ম।

শ্রীগোবিন্দমোহন রায় বিদ্যাবিনোদ-বারিধি

কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

দ্বিতীয় খণ্ড।

AUSTADUSBIDDYA,

BY

RAY GOBINDA MOHUN BIDDYABINOD-BARIDH

PART II.

CALCUTTA:
PRINTED BY I. C. BOSE & CO., STANHOPE PRESS, 24
BOW-BAZAR STREET, AND PUBLISHED BY THE
AUTHOR AT KAKINA.

1885.

বিজ্ঞাপন।

পরমেশ্বরের অনুকম্পাবশতঃ অষ্টাদশ-বিদ্যার দ্বিতীয় খণ্ড সম্পাদিত হইল, ইহাতে অদ্বৈত ও দ্বৈতবাদ, বেদের নিত্যতা ও অপৌরুষেয়তা, বেদের শাখাবিভাগ, বৈদিক ধর্ম্ম, পুরাণ ও তাহার রূপকতার তাৎপর্য্যার্থ, তন্ত্র, গোস্বামি-শাস্ত্র ও বৈষ্ণব-সংহিতা এই কয়েকটী বিষয় লিখিত হইয়াছে, দ্বিতীয় খণ্ড যদিও প্রথম খণ্ডের ন্যায় সংক্ষিপ্ত হয় নাই তথাপি যেরূপ করিয়া লিখিবার ইচ্ছা ছিল সেরূপ হয় নাই, বৃহৎ পুস্তকের মুদ্রাঙ্কণব্যয়-নির্ব্বাহে অশক্তি ইহার প্রধান কারণ। কোন ধনহীন মহাত্মা নিতান্ত দুঃখিতভাবে যাহা বলিয়াছেন, আমরা সর্ব্বান্তকরণে তাঁহার অভিনন্দন করিতেছি, যথা,—

"ধিগস্ত্বেতা বিদ্যা ধিগপি কবিতা ধিক্ সুজনতা
য়োরূপং বা ধিক্ ধিগপি চ যশো নির্দ্ধনবতাং।
অসৌ জীয়াদেকঃ সকলগুণহীনোপি ধনবান্
বহির্দ্বারে যস্য তৃণ-লবসমাঃ সন্তি গুণিনঃ॥"

অর্থাৎ যাহাদিগের ধন নাই তাহাদিগের বিদ্যা, কবিতা, সৌজন্য, প্রাচীনতা, রূপ ও যশে ধিক্ থাকুক, গুণিগণ, যাহার বহির্দ্বারে তৃণের ন্যায় পড়িয়া থাকেন, সেই ধনবান্, গুণহীন হইলেও চিরজীবী হউন।

অষ্টাদশ-বিদ্যার প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইবার পরেই কোন আশ্রিত ও উপকৃত ব্রাহ্মণ-যুবক-কর্ত্তৃক স্বর্ণ-রৌপ্যাদিতে আট নয় সহস্র টাকা অপহৃত হওয়ায় অর্থ-ব্যয়সাধ্য কার্য্যে অধিকতর অশক্ত হইয়া পড়িয়াছি। প্রায় বিংশতিবৎসর পূর্ব্বে আমি রঙ্গপুর কাকিনীয়া রাজ-সংসারে অন্যতম প্রধানামাত্য-পদে নিযুক্ত হইয়াছি, সেই হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত স্বার্থপর জনগণের অনেক শাঠ্যমিশ্র শ্রুতি-মধুর তোষামোদ বাক্য শ্রবণ করিয়াছি, অনেকের কপট সৌহার্দ্দে মুগ্ধ হইয়াছি এবং উপকৃত ব্যক্তির কৃতঘ্নতা-বিষেও জর্জ্জরিত হইয়াছি; কিন্তু এই ব্রাহ্মণাপসদের তোষামোদ, কপট সৌহার্দ্দ ও কৃতঘ্নতার যে, বিষময় ফলভোগ করিয়াছি এরূপ আর এ জীবনে সংঘটিত হয় নাই। ভ্রমবশতঃ কার্য্যক্ষেত্রে কখন স্বার্থপর কপট দুর্জ্জনের পুরস্কৃ

ও নিরপরাধ সরল সজ্জনের তিরস্কাররূপ অজ্ঞানকৃত পাপ করি নাই এরূপ বলিতে পারিনা; কিন্তু উপর্য্যুক্ত দুর্ঘটনাতে আমার নিমিত্ত যে,কতিপয় নিরপরাধ ব্যক্তি, মিথ্যাপবাদে তিরস্কার ও যাতনাভোগ করিয়াছে, এ পাপমূর্ত্তি আর আমার হৃদয় হইতে অপসৃত হইতেছে না। ধন-নাশদুঃখ বিস্মৃত হইয়াছি; কিন্তু এ দুঃখ এ মনস্তাপ আর এ জীবনে যাইবে না।

ইদানীং যাহা আমার প্রায়সমুদায় অভীষ্ট ও উন্নতি-পথের ভয়ানক প্রতিবন্ধক, সেই শারীরিক-মানসিক অসুখবশতঃ দ্বিতীয় খণ্ডের লিপিকার্য্য একেবারে সম্পন্ন করিয়া যন্ত্রস্থ করিতে পারি নাই, সময়-বিশেষে ক্রমে ক্রমে লিখিয়া মুদ্রিত করিতে হইয়াছে, একারণ এবং যন্ত্রালয়ের কার্য্য বাহুল্য-বশতঃ এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কণকার্য্যে এক বৎসরেরও অধিক কাল অতীত হইয়া গিয়াছে। যাহাই হউক নানা বিপদের মধ্যেও যে সঙ্কল্পিত কার্য্য কোনরূপে সম্পন্ন হইল, ইহাই যথেষ্ট।

অনেক দেশহিতৈষী ব্যক্তিই আর্য্য-শাস্ত্রের তাৎপর্য্য প্রকাশে যত্ন করিতেছেন. এমতাবস্থায়

আমার ন্যায় অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির এই ক্ষুদ্র পুস্তক দ্বারা দুরূহ আর্য্য-শাস্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ প্রকাশের চেষ্টাকে অসমসাহসিকতা বলিতে হইবে; তথাপি আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধিদ্বারা যাহা কিছু উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি কেবল সদুদ্দেশ্যেই তাহা প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই উদ্দেশ্য যদি কিয়ৎ পরিমাণেও সিদ্ধ হয় সমুদায় শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক বোধ করিব।

বলা বাহুল্য যে, প্রস্থানভেদ নামক সংস্কৃত পুস্তকই প্রথমখণ্ডের মূল; কিন্তু দ্বিতীয়খণ্ডের সহিত প্রস্থানভেদের সাক্ষাৎসম্বন্ধ নাই, এ খণ্ডে শ্রুতি-স্মৃতি আদি নানা শাস্ত্রের প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে। পরন্তু স্থলবিশেষে ইউরোপীয় পণ্ডিত-গণের সুসিদ্ধান্তও সাদরে গ্রহণ করা গিয়াছে, এই পুস্তকে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য* ও রামানুজস্বামী প্রভৃতি সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক মহাত্মাগণের বিদ্যমানকাল সম্বন্ধে প্রায় ইউরোপীয় সিদ্ধান্তেরই অনুসরণ করা

---

* শঙ্করাচার্য্য, শিবাবতার মধ্যে পরিগণিত, এ কারণ তাঁহার নামের পূর্ব্বে "ভগবৎ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অবতারগণের নামের পূর্ব্বে ভগবৎ-শব্দ-ব্যবহার করা প্রাচীন আর্য্য-রীতি। কপিল, নারদ, ব্যাস প্রভৃতির নামের পূর্ব্বেও ভগবৎ শব্দ

হইয়াছে। আর্য্যশাস্ত্র বা আর্য্য-ইতিহাসসম্বন্ধে বিদেশীয় সিদ্ধান্তের সমুদয়ই যে, সুসিদ্ধান্ত এ কথা স্বীকার করা যাইতে পারে না, কিন্তু সুবিবেচক বুকানন (Buchanan) প্রমুখ, দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন গ্রন্থ ও শিল্প-লিপির সাহায্যে উক্ত বিষয়ে যে, সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহের কারণ নাই। যাঁহারা কেবল বিদেশীয় গ্রন্থাদিতে বিদেশীয় মতেরই অনুশীলন করেন, ঘৃণা বা সংস্কৃতানভিজ্ঞতাবশতঃ স্বদেশীয় শাস্ত্রের যথাযথ অনুশীলন করেন না, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই বিদেশীয় গ্রন্থাদিতে স্বদেশের কথা অধ্যয়ন বা শ্রবণ করিয়া তৎপ্রতি এমত বিশ্বাসী হন যে, উহার দোষ-গুণ বিচারে একান্ত বিমূঢ়

ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয়টীকে "ভগ" বলা যায়, যথা—

ঐশ্বর্য্যশ্চ সমগ্রশ্চ বীর্য্যশ্চ যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব যন্নাং ভগ ইতীর্য্যতে॥

ষড়ৈশ্বর্য্যবিশিষ্ট ব্যক্তিই ভগবান্ শব্দের বাচ্য হয়েন। স্বয়ং পরমেশ্বর এবং তাঁহার অবতার উভয়ত্রই ভগবৎ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, অসাধারণ গুণ ও বীর্য্যবত্তাই অবতারের প্রমাণ। যথা—

যস্যাবতারাঃ জায়ন্তে শরীরিষ্বশরীরিণঃ।
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্ব্বীর্য্যৈ দেঁহিষ্বসঙ্গতৈঃ॥

১০ম স্কন্ধ, ১০অঃ, ভাগবত।

হইয়া পড়েন, বাস্তবিক অসূয়াবর্জ্জিতভাবে সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া সত্যানুসন্ধান করাই প্রকৃত জ্ঞান লাভের হেতুভূত হয়।

এই পুস্তকের পৌরাণিক প্রসঙ্গে পৌরাণিক রূপকতার যে,কতিপয় তাৎপর্য্যার্থ লিখিত হইয়াছে, ইহা যদি সহৃদয় পাঠকসমাজের হৃদয়গ্রাহী হয়, অতঃপর অষ্টাদশ বিদ্যার পরিশিষ্টে অথবা পৃথক্ পুস্তকে অধিকতর রূপকার্থ প্রকাশ করিতে যাত্নিক হইব। রূপকালঙ্কার বাস্তবিকই অনেক সত্যের আবরক হইয়া রহিয়াছে ; কেবল আবরক নয়, নানা কুসংস্কারেরও সৃষ্টি করিয়াছে, অতএব রূপকার্থ প্রকাশ করিয়া কুসংস্কার বিনাশ এবং আর্য্য-শাস্ত্রের গৌরব রক্ষা করা অতীব আবশ্যক হইয়াছে,জানি না ভগবান্ আমাদিগের অভীষ্টসিদ্ধ করিবেন কি না।

এই পুস্তকে পরমাণুসম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবত, তাহার প্রমাণ। অনেকেই জানেন যে, দুই পরমাণুকে এক দ্ব্যণুক বলা যায় ; কিন্তু ভাগবতে দ্ব্যণুক স্থলে অণুও লিখিত হইয়াছে।

বঙ্গাব্দা ১২৯১। ফাল্গুন।

শ্রীগোবিন্দমোহন রায়।

দ্বিতীয় খণ্ডের সূচীপত্র ।

দ্বিতীয় খণ্ডের শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	২	বিবর্ত্তবাদ	অদ্বৈতবাদ
৬	২০	এয	এষ
১৭	৪	পরমাণু	পরমাণু
১৮	১০	ঐ	ঐ
২১	১৬	সারুপ্য	সারূপ্য
২১	১৮	ঐ	ঐ
২২	১৪	ঐ	ঐ
২২	১৫	সামীপ্যেকত্ব	সামীপ্যৈকত্ব
৩৮	২২	বৃষ্টিরেবচ	দন্নসম্ভবঃ
৪৯	১৪	উপসনা	উপাসনা
৫৪	৩	নদনদী	নদ-নদী
৫৭	১২	বিষয়াশক্ত	বিষয়াসক্ত
৫৯	২২	দারূণ	দারুণ
৬৩	১০	যস্ত্বং	যস্তং
৬৬	১০	মহত্তত্ত্বের	মহত্তত্ত্বের
৭৯	১৮	স্বামীকৃত	স্বামিকৃত
১০৯	১৯	মহত্ব	মহত্ত্ব
১১৩	১১	গতাগতি	যাতায়াত
১১৪	১৪	অদাম্যঃ	অদাভ্যঃ

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১৮	১৯	পরেষুষাং	পরেষুষাং
১২১	৫	প্রজ্জলিত	প্রজ্বলিত
১২২	৩	সাঙ্খো	সাঙ্খ্যো
১৩০	৬	বিযয়	বিষয়
১৩৩	১২	প্রজ্জলিত	প্রজ্বলিত
১৩৩	২১	র্বষ্ণেব	বষ্ণের্ব
১৩৭	১১	শাস্ত্রকার্ত্তা	শাস্ত্রকর্ত্তা
১৩৮	১১	শিষ্যত্ব	শিষ্যত্ব
১৩৮	১৭	রুপেশ্বর	রূপেশ্বর
১৩৯	১৫	পূত্রের	পুত্রের
১৪০	১৩	গোস্বামীকর্ত্তৃক	গোস্বামিকর্ত্তৃক
১৪০	১৯	হরভক্তি	হরিভক্তি
১৪১	১৮	লঙ্কা	উত্তর
১৪৩	১	বিষেশ	বিশেষ
১৪৪	১৫	নিষদ্ধ	নিষিদ্ধ
১৫৬	১২	সম্ভবনা	সম্ভাবনা
১৫৮	৫	বিশেয	বিশেষ

ভ্রমসংশোধন।

এই পুস্তকের ৩৮ পৃষ্ঠার ২২ পংক্তিতে যে, ভগবদ্গীতার "যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যঃ পর্জ্জন্যাদ্বৃষ্টিরেবচ" এই শ্লোকার্দ্ধ উদ্ধৃত হইয়াছে, ইহার শেষে "বৃষ্টিরেবচ" না হইয়া "অন্নসম্ভবঃ" পাঠ হইবে। পরন্তু ১৪১ পৃষ্ঠার ১৮।১৯ পংক্তির "লঙ্কাকাণ্ডে" এই কথার পরিবর্ত্তে "উত্তরকাণ্ডের ৪২ অধ্যায়ের টীকাতে" এই কথা পাঠ করিতে হইবে।

অষ্টাদশ বিদ্যা।

দ্বিতীয় খণ্ড।

অদ্বৈত ও দ্বৈতবাদ।

ভারতবর্ষে আর্য্যজাতির (১) যত ধর্ম্মমত প্রচলিত আছে সমস্তই সামান্যতঃ অদ্বৈত ও দ্বৈতবাদমূলক। অদ্বৈত ও দ্বৈতবাদ আর্য্যদিগের ধর্ম্ম-

(১) প্রাচীন ঋষিগণ বৈদিক জনগণকে আর্য্য এবং অবৈদিক অর্থাৎ বেদবিরোধীদিগকে অনার্য্য বা ম্লেচ্ছ নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর্য্য ও ম্লেচ্ছ এই দুইটি সামান্যতঃ জাতিবাচক শব্দ। "ম্লেচ্ছাশ্চার্য্যাশ্চ বিপর্য্যয়েন বর্ত্তমানাঃ প্রজাঃ ক্ষপয়িষ্যন্তি।" (বিষ্ণুপুরাণ ৪র্থ অংশ।) পরন্তু বশিষ্ঠোক্তিতেও প্রকাশ আছে যথা,—

কর্ত্তব্যমাচরন্ কামমকর্ত্তব্যমনাচরন্।
তিষ্ঠতি প্রাকৃতাচারে। যঃ স আর্য্য ইতি স্মৃতঃ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি যথাসাধ্য কর্ত্তব্য আচরণ করেন, অকর্ত্তব্য আচরণ করেন না তিনি আর্য্য। শাস্ত্রমতে বেদবিধিই বাস্তবিক কর্ত্তব্য, সুতরাং এমতেও বৈদিক জনগণই আর্য্যপদবাচ্য

মতের বীজস্বরূপ, অদ্বৈতবাদে ব্রহ্ম ও জীবের একত্ব এবং দ্বৈতবাদে তদুভয়ের পার্থক্য প্রতিপাদিত

হইতেছেন। এরূপ হইলেও আর্য্যশব্দ সর্ব্বত্রই জাতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয় না। জাতিবাচকভিন্ন অর্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা—"মহাকুলকুলীনার্য্য-সভ্য-সজ্জন-সাধবঃ।" (অমরকোষঃ) অর্থাৎ আর্য্যশব্দ; মহাকুল, কুলীন, সভ্য, সজ্জন, এবং সাধু শব্দের অপর পর্য্যায়।

পুরাণাদি শাস্ত্রানুসারে জানা যায় বহুকাল হইতেই ভারতবর্ষে আর্য্য ও ম্লেচ্ছজাতির বসবাস আছে। অতি পূর্ব্বকালে আর্য্যজাতি একবিধই ছিল, পরে কর্ম্ম ও স্বভাবানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে *।

---

* ন বিশেষোস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতঃ॥
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মাঃ রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যঃ বৃত্তং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতক্রিয়ালুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥

(মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ১৮৮ অধ্যায়।)

অতি পূর্ব্বকালে যে, জাতিভেদ ছিলনা মানবমাত্রই একজাতি ছিল, এতদ্দারা তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, এবং ইহাও জানা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাহারা নিতান্ত শৌচাচারভ্রষ্ট হইয়াছিল তাহারাই শূদ্রনামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা;—

হইয়াছে। এই উভয় বাদ হইতে আবার বিবর্ত্তবাদ ও পরিণামবাদ প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়াছে। বিবর্ত্ত-

এই চারি জাতিই বেদবিধি অনুসারে কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করিতেন বলিয়া আর্য্য এবং এতদ্বহির্ভূত জাতি অনার্য্য অথবা ম্লেচ্ছ-নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সত্যযুগে মনুষ্যমাত্রই যে এক জাতি ছিল তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়*। কালসহকারে প্রাগুক্ত চারি প্রকার আর্য্যজাতির স্ত্রীপুরুষের সহযোগে যে সকল সন্তানসন্ততির উৎপত্তি হয় তাহারা বর্ণসঙ্কর নামে

সর্ব্বভক্ষরতির্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মকরোঽশুচিঃ।
ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ॥
(শান্তিপর্ব্বমোক্ষধর্ম্ম ১৮৯ অধ্যায়।)

ইহারা বেদ বেদাঙ্গাদি শাস্ত্রাভ্যাস পরিত্যাগ করাতে এবং ক্রমশঃ অধিকতর নীচভাবাপন্ন হওয়াতে পরিশেষে কি রাজনীতি কি সমাজ-নীতি কি ধর্ম্মনীতি সকল বিষয়েই উচ্চাধিকারবর্জ্জিত হইয়া পড়িয়া-ছিল, উল্লিখিত সংস্কৃত প্রমাণ বচনে শূদ্রজাতি কৃষ্ণবর্ণ, বৈশ্য পীতবর্ণ, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ এবং ব্রাহ্মণ শুক্লবর্ণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, এস্থলে কেহ কেহ সত্যসত্যই উক্ত চারি জাতিকে উক্ত পৃথক্ পৃথক্ চারিবর্ণের বলিয়া বিশ্বাস করেন, ইহাঁরা মনে করেন পূর্ব্বে চারি জাতি পৃথক্ চারি বর্ণের ছিল, ইদানীং উহার ব্যত্যয় হইয়াছে। বাস্তবিক ইহা এক বিষম ভ্রম, এস্থলে কৃষ্ণবর্ণের অর্থ তমোগুণ, পীতের রজতম-মিশ্রগুণ, রক্তের রজঃ সত্ব-মিশ্রগুণ এবং শুক্লের শুদ্ধ-সত্ত্বগুণ, অতএব উল্লিখিত চারি জাতি যে উক্ত চারিপ্রকার গুণবিশিষ্ট, ইহাই প্রকৃত শাস্ত্রার্থ।

* এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ।
দেবো নারায়ণো নান্য একোঽগ্নির্বর্ণ এবচ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ৯ স্কন্ধ, ১৪ অধ্যায়।)

বাদ বা মায়াবাদ অদ্বৈতবাদের এবং পরিণামবাদ ও আরম্ভবাদ দ্বৈতবাদের অন্তর্নিবিষ্ট। এইরূপ

অভিহিত হইয়াছে। এই সঙ্করজাতি সামান্যতঃ অনুলোম ও প্রতিলোমভেদে দ্বিবিধ। ইহার মধ্যে অনুলোম শ্রেষ্ঠ, প্রতি-লোম নিকৃষ্ট। উত্তম বর্ণের পিতা ও অধম বর্ণের মাতা হইতে যাহাদিগের জন্ম তাহারা অনুলোম, আর অধম বর্ণের পিতা ও উত্তম বর্ণের মাতাতে যাহারা জাত তাহারাই প্রতিলোম। এই অনুলোম ও প্রতিলোম বর্ণ বহুবিধ, তন্মধ্যে সংক্ষেপে কতিপয় বর্ণের পরিচয় লিখিত হইতেছে যথা;—

মূর্দ্ধাবসিক্ত—ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয় কন্যাতে এই জাতির উৎপত্তি, সুতরাং অনুলোম মধ্যে এই জাতিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হস্তী ও অশ্বদিগকে শিক্ষা দেওয়া এবং যুদ্ধ করা এই জাতির ব্যবসায়। ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্য-কন্যাতে সমুৎপন্ন সন্তান অম্বষ্ঠনামে অভিহিত। অম্বষ্ঠজাতি চিকিৎসাবৃত্তিদ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন, এই জাতির প্রচলিত নাম বৈদ্য। এতদ্দেশে বৈদ্যজাতিকে দুই ভাগে বিভক্ত দেখা যায়। একতর বৈশ্য, অন্যতর শূদ্রবৎ ব্যবহৃত হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্র-কন্যাতে জাত সন্তান নিষাদ (পারসব) নামে নির্দ্দিষ্ট হয়েন, এই জাতির বৃত্তি দ্বিজসেবা, ধনধান্যাদি রক্ষা ও রাজসেবা প্রভৃতি। ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্য-কন্যাতে সমুৎপন্ন সন্তান মাহিষ্য নামে কথিত হয়। ক্ষত্রিয় হইতে শূদ্র-কন্যাতে জাত সন্তানের নাম উগ্র। বৈশ্য হইতে শূদ্র কন্যাতে

উভয়বাদাত্মক বিশিষ্টাদ্বৈতবাদপ্রভৃতি আরও কতিপয় বাদ আছে। বিবর্ত্তবাদ মতে স্বপ্রকাশ

প্রসূত সন্তান করণনামে নির্দ্দিষ্ট হয়। লিপি-কার্য্যই করণের জাতীয় ব্যবসায়। বহুকাল যাবৎ কায়স্থজাতিও লিপিকার্য্য করেন বলিয়া কেহ কেহ অনভিজ্ঞতাবশতঃ কায়স্থজাতিকেই করণ বলিয়া অনুমান করেন, ফলতঃ এই অনুমান নিতান্ত ভ্রমাত্মক। অনুমানদ্বারা শাস্ত্রপ্রমাণের অপলাপ হইতে পারে না। পদ্মপুরাণ ও স্কন্দপুরাণাদিতে কায়স্থজাতির উৎপত্তিসম্বন্ধে যে প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে স্পষ্ট জানা যায়, কায়স্থজাতি ব্রাত্যক্ষত্রিয় *। অতএব কোনমতেই যে, কায়স্থজাতি অনু-

---

* শব্দকল্পদ্রুমের কায়স্থশব্দ ও কায়স্থ-কৌস্তুভ প্রভৃতি গ্রন্থ দৃষ্টি করিলেই কায়স্থজাতির উৎপত্তিসম্বন্ধে অনেক বিষয় পরিজ্ঞাত হইবে। এস্থলে দাল্‌ভ্য মুনিকর্ত্তৃক পরশুরাম হইতে চন্দ্রসেন রাজার স্ত্রী ও তাঁহার গর্ভস্থ সন্তান পরিরক্ষিত হইয়া কায়স্থনামে পরিচিত ও ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম হইতে পতিত হইবার স্কন্দপুরাণের কয়েকটি প্রমাণ মাত্র লিখিত হইল। যথা ;—

পরশুরাম উবাচ—তবাশ্রমে মহাভাগ সগর্ভা স্ত্রী সমাগতা।
চন্দ্রসেনস্য রাজর্ষেঃ ক্ষত্রিয়স্য মহাত্মনঃ ॥
তন্মে ত্বং প্রার্থিতং দেহি হিংসেয়ং তাং মহামুনে।
ততো দাল্‌ভ্যঃ প্রত্যুবাচ দদামি বরমীপ্সিতং ॥
স্ত্রিয়ং গর্ভমমুং বালং তন্মে ত্বং দাতুমর্হসি।
প্রার্থিতশ্চ ত্বয়া বিপ্র কায়স্থোগর্ভ উত্তমঃ।
তস্মাৎ কায়স্থ ইত্যাখ্যা ভবিষ্যন্তি শিশোঃ শুভাঃ ॥

অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই, তাঁহা হইতেই চরাচর বিশ্ব-সংসার কল্পিত হইয়াছে,

---

লোম সঙ্কর বর্ণ নহে, ইহা নিঃসন্দেহে স্বীকার করিতে হইতেছে। তবে কায়স্থজাতি মূলক্ষত্রিয়বর্ণ হইলেও পাতিত্য নিবন্ধন ইহাদের শূদ্রত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু এরূপ হইলেও প্রকৃত শূদ্রে ও কায়স্থে অনেক অবান্তরভেদ আছে, যেহেতু শূদ্র ও শূদ্রত্ব এক পদার্থ নহে। পাতিত্বনিবন্ধন যে সকল দ্বিজাতির শূদ্রত্ব হইয়াছে বিদ্যা, বুদ্ধি, আচার, ব্যবহার সকল বিষয়েই যে তাহারা আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রায় অনুরূপ একথা বলা বাহুল্য। এইহেতু অনেক বিষয়েই মহদ্‌বংশীয় কায়স্থগণের আচারব্যবহার অতি পবিত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে, এমন কি ব্রাহ্মণজাতির আচারব্যবহার হইতে কায়স্থজাতির আচারব্যবহার কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে। প্রকৃত শূদ্র হইলে কায়স্থজাতির এতাদৃশ সদাচার কখনই লক্ষিত হইত না। কোন কারণে উচ্চ জাতি পতিত হইলেও তাহার উচ্চ ভাবের অভাব হয় না। জ্যোতিঃশাস্ত্রে কায়স্থজাতির সম্পূর্ণ অধিকার থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। জ্যোতিষ্, বেদের অঙ্গবিশেষ, অতএব বেদাঙ্গের অধিকার ও কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্বের একটি বিশেষ প্রমাণ।

কায়স্থ এষ উৎপন্নঃ ক্ষত্রিয়্যাং ক্ষত্রিয়াত্ততঃ।
রামাজ্ঞয়া স দাল্‌ভ্যেন ক্ষত্র ধর্ম্মাদ্‌বহিষ্কৃতঃ।
কায়স্থধর্ম্মবিধিনা চিত্রগুপ্তশ্চ যঃ স্মৃতঃ॥ ইত্যাদি।
(কায়স্থকৌস্তভধৃত স্কন্দপুরাণ।)

এই কল্পিত-জগৎ হইতে পরমেশ্বরকে বিবর্ত্ত অর্থাৎ পৃথক্ করিলে ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই থাকে না।

অভিধানবিশেষে করণশব্দ, কায়স্থের অপরপর্য্যায়রূপে লিখিত থাকাতেও অনভিজ্ঞতাবশতঃ কেহ কহ কায়স্থজাতিকে বর্ণসঙ্কর করণজাতি বলিয়া বিশ্বাস করেন। বাস্তবিক করণশব্দ নানার্থক, এই শব্দে করণজাতি ও কায়স্থজাতি উভয়ই বুঝায়, যথা;—

"করণং কারণে কায়ে সাধনেন্দ্রিয়কর্ম্মসু।
কায়স্থে কচবন্ধে না তথা শূদ্রাবিশৎ সুতে॥"

(রভসকোষ।)

অর্থাৎ করণশব্দে কারণ, শরীর, সাধন, ইন্দ্রিয়, কর্ম্ম, কায়স্থ, কেশবন্ধন এবং বৈশ্য হইতে শূদ্রা-গর্ভজাত-সন্তান এই আট প্রকার অর্থ বুঝায়। কায়স্থ ও করণজাতি যদি একই হইবে তবে রভসকোষে পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশ করিবে কেন? ইত্যাদি প্রচুর প্রমাণ সত্ত্বেও যাহারা কায়স্থজাতির সঙ্করত্ব প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পান, আমরা তাহাদিগকে হয় অনভিজ্ঞ না হয় কায়স্থজাতির ও সমাজের শত্রু বলিতে বাধ্য হইতেছি। অদ্যাপি যে পাশ্চাত্য লালাকায়স্থগণ উপবীত গ্রহণ করেন, এবং তাঁহারা ক্ষত্রিয়বৎ দ্বাদশ দিন মাত্র অশৌচ পালন করিয়া থাকেন, ইহাও কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্বের একটি বিশেষ প্রমাণ। ক্ষত্রিয়প্রধান মহারাজ আদিশূরের আনীত সাত্বিক ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে গুরুশুশ্রূষাপরায়ণ যে কায়স্থগণ এতদ্দেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা পাশ্চাত্য—লালাকায়স্থ; সুতরাং

বস্ত্র হইতে সূত্রকে পৃথক্ করিতে গেলে বস্ত্র বলিয়া যেমন আর কিছুই থাকে না, জগৎ হইতে ব্রহ্মকে

ব্রাত্যক্ষত্রিয়। অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন, ইহারা ব্রাহ্মণগণের ক্রীত বা বেতনভোগী দাস ছিলেন। বাস্তবিক তাহা নহে, সেই ধর্ম্মপরায়ণ কায়স্থগণ বিপ্রগণের শিষ্য ছিলেন। গুরুসেবা নিন্দিত কর্ম্ম নহে। বিশেষতঃ "বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।" এতদ্দ্বারা কেবল কায়স্থ কেন ব্রাহ্মণ, সকল বর্ণেরই গুরু। যে জাতি একথা স্বীকার না করে সে জাতিকে শাস্ত্রপ্রমাণে অনার্য্য বলা যাইতে পারে। বিপ্রগণের সেবাপরায়ণ কায়স্থপঞ্চক নিকৃষ্ট দাস্যবৃত্তিপরায়ণ হইলে মহারাজ আদিশূর তাহাদিগকে "আপনারাই ধন্য" ইত্যাদি বাক্যে কখনই স্তুতি করিতেন না। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত গ্রন্থ এবং কুলপঞ্জিকা পাঠ করিলেই একথার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। যদিও সংস্কৃত ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত এবং কুলপঞ্জিকা নিতান্ত আধুনিক পুস্তক, জনশ্রুতি অনুসারে এই পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে, তথাপি যে সকল ব্যক্তি উক্ত পুস্তকানুসারে কায়স্থদিগকে ভৃত্য বা দাস বলেন, তাঁহাদিগের পক্ষে ইহা প্রচুর প্রমাণই হইবে।

সম্প্রতি প্রতিলোম জাতির বিষয় লিখিত হইতেছে। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, নিকৃষ্ট বর্ণের পিতা হইতে উৎকৃষ্ট বর্ণের মাতাতে যাহাদিগের উদ্ভব তাহারাই প্রতিলোম। যথা,— চণ্ডাল, এই জাতি শূদ্রকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণকন্যাতে সমুৎপন্ন হইয়াছে

পৃথক্ করিলেও সেইরূপ জগৎ বলিয়া আর কিছু থাকে না। সূত্র যেমন ওতপ্রোতভাবে বস্ত্রের কারণ

সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। এইরূপ বৈশ্য হইতে ব্রাহ্মণকন্যাতে জাত বৈদেহ ও ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণকন্যাতে জাত সূতনামক সন্তান প্রতিলোম জাতি। অনুলোম ও প্রতিলোমের সংখ্যা অনেক, সুতরাং এস্থলে সমুদায়ের পরিচয় লিখিত হইল না।

যে আর্য্যজাতির প্রসঙ্গে এত কথার অবতারণা হইল, সেই আর্য্যজাতি সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের অভিমতও এস্থলে ব্যক্ত করা উচিত বোধ হইতেছে। ইউরোপের পণ্ডিতেরা বলেন, "আর্য্যজাতি ভারতবর্ষের আদিমনিবাসী নহেন, ইহারা মধ্য-আসিয়ার কোন হিমপ্রধান প্রদেশ হইতে ভারতে আগমন পূর্ব্বক ভারতের আদিম নিবাসী জনগণকে পরাজয় করিয়া ক্রমশঃ অধিকার বিস্তার করিয়াছেন। ইহাঁরা প্রথমতঃ যে স্থানে অধিবাস করেন তাহারই নাম আর্য্যাবর্ত্ত হইয়াছে। যে জাতি পরাজিত হয় তাহারাই শূদ্র। আর্য্যগণ শূদ্রজাতিকে পরাভূত করিয়া দাস্যকর্ম্মে নিযুক্ত করাতে ইহাদিগের "দাস" উপাধি হইয়াছে।" এতদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যখন আর্য্যজাতির বেদপুরাণ ও ইতিহাস আদির কুত্রাপি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের উল্লিখিত আনুমানিক মতের আভাসমাত্রও পাওয়া যায় না, তখন কিরূপে উক্ত অনুমানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে? আর্য্যজাতি বাস্তবিকই যদি স্থানান্তর হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করি-

হয়, ব্রহ্মও সেইরূপ জগতের কারণ হয়েন! জগৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে; কিন্তু ব্রহ্ম জগৎ হইতে

তেন তাহা হইলে অতি প্রাচীন বেদবেদাঙ্গাদি শাস্ত্রের কোন না কোন স্থানে অন্ততঃ এবিষয়ের আভাসমাত্রও পাওয়া যাইতে পারিত। কেহ কেহ বলেন, যে বেদসংহিতাতে এরূপ আভাস পাওয়া যায় যে, আর্য্যজাতির পূর্ব্বপুরুষগণ হিমপ্রধান দেশবাসী ছিলেন। যদি এই কথার সত্যতা স্বীকার করা যায় তথাপি আর্য্যজাতি যে বাস্তবিকই ভারতের আদিম-নিবাসী, উক্ত বাক্যদ্বারা ইহাই আরও দৃঢ় প্রমাণিত হয়। ভারতে যদি হিমপ্রধান হিমালয় পর্ব্বত না থাকিত তাহা হইলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের উক্ত অনুমানের প্রতি অনেকটা বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারিত। ভারতবর্ষ যে পৃথিবী মধ্যে আদি সভ্যদেশ একথা অনেকেই স্বীকার করেন, বাস্তবিক মনুবাক্য দ্বারা একথা বিশেষরূপে প্রমাণিত হয়। মহাত্মা মনু, আর্য্য-দিগের আদি নিবাসভূমি ভারতবর্ষস্থ ব্রহ্মর্ষি দেশের নিকটে পৃথিবীর সমুদায় মনুষ্যকে সদাচার শিক্ষা নিমিত্ত উপদেশ করিয়াছেন * অতএব এই ব্রহ্মর্ষি দেশই যে আর্য্যগণের আদি-

---

* সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরং।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষ্যতে॥
তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তরালানাংস সদাচার উচ্যতে॥
কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পাঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরং॥

পৃথক্। কুণ্ডল সুবর্ণ হইতে পৃথক্ নহে; কিন্তু সুবর্ণ কুণ্ডল হইতে পৃথক্, জগৎ ও কুণ্ডল কল্পিত ঔপা-

---

নিবাসভূমি তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আর্য্যজাতি সামাজিক সুশৃঙ্খলার নিমিত্ত অনেক দিন যাবৎ গুণের তারতম্যানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিভাগে বিভক্ত হইয়াছেন। চতুর্ব্বর্ণ বিভাগের পূর্ব্বে যে সকল ব্রাহ্মণ শৌচাচারপরিভ্রষ্ট ও সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী হইয়াছিলেন তাঁহারাই যে শূদ্রনামে অভিহিত হইয়া দ্বিজাতিসংস্কারবিহীন হইয়াছেন, শাস্ত্রে এবিষয় সুস্পষ্টই লিখিত আছে; এমত স্থলে শূদ্রজাতিকে ভারতের আদিমনিবাসী একটী সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতি বলা কতদূর সঙ্গত, শাস্ত্রদর্শী বিজ্ঞব্যক্তিগণই বিচার করিয়া দেখিবেন; এস্থলে এক আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে, শূদ্রজাতি

এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥
(মনুসংহিতা দ্বিতীয় অধ্যায়।)

অর্থাৎ সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুই দেব-নদীর মধ্যবর্ত্তি যে দেশ তাহার নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত, এই ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের যে পরম্পরাগত আচার তাহাই সদাচার নামে উক্ত হয়। পরন্তু ব্রহ্মাবর্ত্তের অদূরবর্ত্তি যে ব্রহ্মর্ষি দেশ, সেই দেশের ব্রাহ্মণগণের নিকটে পৃথিবীর সমুদায় মনুষ্য স্ব স্ব চরিত্র শিক্ষা করিবে। কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্চাল, ও শূরসেনক এই চারি প্রদেশের সমষ্টিই ব্রহ্মর্ষি দেশ নামে অভিহিত হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র, অদ্যাপি প্রায় অবিকৃতভাবে বর্ত্তমান আছে, মৎস্য দেশ নামান্তর ও রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। মহাভারতানুসারে স্পষ্ট উপলব্ধি হয়, মথুরা দেশের অব্যবহিত পশ্চিম এবং মরু দেশের

ধিক বিষয় মাত্র। কুণ্ডলের বিনাশে যেরূপ সুবর্ণের এবং বস্ত্রের বিনাশে যেরূপ সূত্রের বিনাশ হয় না,

---

আর্য্য হইলে অতি প্রামাণিক মানবশাস্ত্রের কোন কোন স্থলে তাহারা অনার্য্য শব্দে উক্ত হইবে কেন? যথা—অনার্য্যায়াং সমুৎপন্নো ব্রাহ্মণাত্তু যদৃচ্ছয়া ইত্যাদি। (মনু ১০ অধ্যায়।) ইহার উত্তর এই যে, এই অনার্য্য শব্দ জাতিবাচক নহে, এস্থলে অনার্য্য শব্দ নিকৃষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অনার্য্য শব্দ শূদ্রের অপর পর্য্যায় নহে। আর্য্যশব্দ যে নানার্থক ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। শূদ্রদিগের নামের শেষে দাসশব্দ ব্যবহৃত হয় বলিয়া কেহ কেহ ইহাদিগকে বাস্তবিকই দাস মনে করেন, ইহা কতদূর সঙ্গত নিরপেক্ষ বিজ্ঞগণ বিচার করিবেন। একটী শব্দমাত্র দ্বারা সত্য নির্ণয় হইতে পারে না। ব্রাহ্মণবিশেষের

(মাড়োয়ারের) পূর্ব্বদিগ্‌বিভাগই পূর্ব্বকালে মৎস্য দেশ নামে উক্ত হইত, ইহার অপর নাম বিরাট দেশ, বর্ত্তমান জয়পুর রাজ্য এই বিরাট দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কান্যকুব্জ (কনোজ) দেশ পূর্ব্বে পাঞ্চাল নামে বিখ্যাত ছিল, প্রসিদ্ধ প্রয়াগ এই দেশের অন্তর্গত। বর্ত্তমান মথুরা বৃন্দাবন যে দেশের অন্তর্নিবিষ্ট সেই দেশ প্রাচীনকালে শূরসেনক নামে বিখ্যাত ছিল, শূরসেন নামক কোন চন্দ্রবংশীয় রাজা এই দেশের প্রতিষ্ঠা করাতে ইহার শূরসেনক নাম বিখ্যাত হইয়াছে।

মানব-শাস্ত্রে বিন্ধ্য ও হিমালয় পর্ব্বতের অন্তর্বর্ত্তি এবং পূর্ব্বে পূর্ব্ব-সমুদ্র ও পশ্চিমে পশ্চিম-সমুদ্র পর্য্যন্ত সমুদায় বিশাল ভূভাগ আর্য্যাবর্ত্ত নামে বিখ্যাত হইলেও ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষি দেশই যে, আর্য্যজাতির আদি নিবাসভূমি তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কালসহকারে আর্য্যগণ নানাদিগ্‌দেশে গমন ও অবস্থান করিয়াছেন।

কল্পিত জগতের বিনাশে সেইরূপ ব্রহ্মের বিনাশ হয় না। সূত্র বস্ত্রের কারণ হইয়াও যেরূপ বস্ত্রে

নামের শেষে 'চক্রবর্ত্তী' শব্দ ব্যবহৃত হয় বলিয়া কি তাঁহারা বাস্তবিক সম্রাট? এমন বহু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে। পরন্তু অসদাচার নিবন্ধন যে বহু ব্রাহ্মণ শূদ্র হইয়াছেন, শাস্ত্রে ইহার প্রমাণের অভাব নাই। শূদ্রতা নিমিত্ত ইহা-দিগের শর্ম্মণোপাধিও অবশ্যই দাসোপাধিতে পরিণত হইয়াছে, তাই বলিয়াই কি ইহারা বাস্তবিকই দাস? না একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতি? পূর্ব্বে ইউরোপে পরাজিত জাতিকে দাস্যকর্ম্মে নিযুক্ত করা হইত তদনুসারে তত্রত্য পণ্ডিতগণ শূদ্রজাতিকে পরাজিত দাস মনে করেন।

এস্থলে বিশেষ বক্তব্য এই যে, নির্ব্বিশেষে ইউরোপীয় পণ্ডিতমাত্রের কথাকেই অভ্রান্ত ও ধ্রুব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা উচিত নহে। যাঁহারা এপ্রকার বিশ্বাস করেন তাঁহারা প্রতারিত হয়েন সন্দেহ নাই। কোন কোন ইউরোপীয় গ্রন্থ-কার এমত ভ্রান্ত ও ঈর্ষান্বিত যে ইহারা সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্যরূপে প্রতিপন্ন করিতে অণুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন নাই। উইলফোর্ড ও বেণ্টলী সাহেব এবিষয়ে অগ্রগণ্য। ইহারা ভারতবর্ষীয় অতি প্রধান জ্যোতিষাদি শাস্ত্র ও শাস্ত্র-কর্ত্তাদিগকে আধুনিকরূপে প্রতিপন্ন করিতে বিস্তর উন্মাদ প্রলাপ করিয়াছেন। ইহাদিগের তো কথাই নাই পণ্ডিতবর গোল্‌ডষ্টুকর মহোদয় পাণিনি ব্যাকরণে অথর্ব্ববেদের নাম

নির্লিপ্ত, ব্রহ্মও সেইরূপ জগতের কারণ হইয়া জগতে নির্লিপ্ত, বেদান্তশাস্ত্রে ইহা বিবর্ত্তনামে অভিহিত হইয়াছে। (২) আমরা যাহাকে প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ বলিয়া বিশ্বাস করি মায়াবাদমতে বাস্তবিক

দেখিতে না পাইয়া এই বেদকে পাণিনির পরে রচিত হওয়া বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা ইনি পাণিনি ব্যাকরণেরও পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কৃতশাস্ত্র যাহাতে অথর্ব্ববেদের নাম আছে কেবল যে তাহাই অধ্যয়ন করেন নাই এমত নহে; পাণিনি ব্যাকরণেরও যে, সকল সূত্র অবলোকন করেন নাই, বিজ্ঞসমাজে ইহাই পরিজ্ঞাত হইয়াছে। পাণিনি মুনির খ্রীষ্টের আটশত বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান থাকা প্রমাণিত হইয়াছে সুতরাং গোল্‌ডষ্টুকরের মতে অথর্ব্ববেদ ছাব্বিশ বা সাতাইশ শত বৎসরেরও প্রাচীন নহে। অপর কেহ কেহ রামায়ণকে মহাভারতের বহুপরবর্ত্তী বলিয়া স্বীয় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। কেহ কেহ আবার যিশুখ্রীষ্টকেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এপ্রকার অদ্ভুত ও অসঙ্গত কথার প্রতি কখনই বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে না।

(২) কারণ স্বরূপের অন্যথা না হইয়া যে কার্য্যের উৎপত্তি হয় তাহাকেই বিবর্ত্ত বলা যায়। যথা;—

সতত্ত্বতোন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদাহৃতঃ।
অতত্ত্বতোন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ॥

উহা কিছুই নহে, সকলই মায়াকল্পিত মাত্র। রজ্জুতে যেরূপ সর্প অথবা কাচে যেরূপ জলের ভ্রম হয়, সেইরূপ জগদীশ্বরের অস্তিত্বে জগতের অস্তিত্ব অনুভূত হইয়া থাকে (৩) এস্থলে এরূপ আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে, প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ যাহা অনুক্ষণ আমাদিগের চক্ষুর উপর রহিয়াছে তাহা যে কিছুই নহে একথা কিরূপে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে? ইহার উত্তর এই যে, আমরা নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নযোগে যে নূতন সংসার দেখিতে পাই, স্বপ্নাবস্থাতে যে সুখদুঃখাদি অনুভব করি তাহা যেরূপ তৎকালে ঠিক সত্য বলিয়াই বোধ হয় জাগ্রতাবস্থার দৃশ্যাদিও ঠিক্ সেইরূপ। জাগ্রতাবস্থার ধনলাভ ও ধননাশাদিতে যেপ্রকার সুখদুঃখ অনুভূত হয়, স্বপ্নাবস্থাতেও ঠিক সেইপ্রকার হইয়া থাকে। তবে কথা এই যে, জাগ্রৎ অবস্থার সেই সুখদুঃখ দীর্ঘকাল আর নিদ্রিতাবস্থার সুখদুঃখ অল্পকালস্থায়ী হয়। নিদ্রিতাবস্থার স্বপ্ন-দৃষ্ট বিষয় যেপ্রকার জাগ্রতাবস্থায় মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়,

(৩) তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গো মৃষা।
ইত্যাদি॥ (শ্রীমদ্ভাগবত)

জাগ্রতাবস্থার বিষয় সেই প্রকার তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। এস্থলে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, মায়াবাদমতে জড়পদার্থের ঈশ্বরাতিরিক্ত সত্তা অর্থাৎ অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। জড়পদার্থকে মায়া-কল্পিত বলাতেই ইহার "মায়াবাদ" নাম হইয়াছে (৪) এই মায়াবাদ অতি প্রাচীন মত, পুরাণাদি শাস্ত্রে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই মতকে নূতন অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া অতি বিস্তৃতরূপে প্রচার করিয়াছেন (৫) পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, অদ্বৈতবাদমতে স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ ব্রহ্ম হইতে কোন পৃথক্ পদার্থ নহে, মৃণ্ময় ঘট যেরূপ উপাধিগত ভিন্ন; কিন্তু

(৪) ইদানীং ইউরোপখণ্ডে ও মায়াবাদের অনুশীলন হইতেছে, ভারতবর্ষীয় মায়াবাদের সহিত পাশ্চাত্য মায়াবাদের মূলে সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। ভারতবর্ষীয় মায়াবাদের ন্যায় পাশ্চাত্য মায়াবাদ ও জড়জগতের বাস্তবিক অস্তিত্ব স্বীকার করে না। পাশ্চাত্য মায়াবাদ মতে জড় জগৎ স্বপ্নদৃষ্ট ইন্দ্রিয়-ব্যাপারবৎ আত্মাতে সমুৎপন্ন ভাবপরম্পরা মাত্র।

(৫) ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, ন্যূনাধিক এগার শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতাকাশে এক সমুজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে উদিত হইয়াছিলেন,

স্বরূপতঃ মৃত্তিকা হইতে অভিন্ন জগৎও সেইরূপ। জগতের পৃথক্ সত্তা মানিতে হইলেই "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের বিরোধ হয়। দ্বৈতবাদমতে যেরূপ প্রকৃতি বা পরমাণু জগতের উপাদান কারণরূপে মানিত হইয়াছে, অদ্বৈতবাদমতে সেরূপ ঈশ্বরাতিরিক্ত কোন পৃথক্ কারণ মানিত হয় নাই। এমতে পরব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। কারণান্তর মানিলে পরব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপকতার লাঘব হয়, অতএব অতি সূক্ষ্ম একটী পরমাণুরও পৃথক্ সত্তা স্বীকার করা যাইতে পারে না।

ইনি একজন প্রধান দার্শনিক, ইনি শ্রুতি ও ব্যাসদেবকৃত বেদান্তসূত্রের প্রামাণিক ভাষ্যকার। ভগবদ্গীতা প্রভৃতিরও ইনি ভাষ্য লিখিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত বেদান্তদর্শনসম্বন্ধীয় বিস্তর গ্রন্থ ইহাঁর দ্বারা প্রণীত হইয়াছে, ইনি স্বীয় অসাধারণ পাণ্ডিত্যগুণে ভারতবর্ষের নানা দিগ্দেশীয় দ্বৈতবাদী পণ্ডিত ও বৌদ্ধমতাবলম্বী পণ্ডিতদিগকে বিচারে পরাজয়পূর্ব্বক অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন। নানা স্থানে ইহাঁর মঠ আছে, তন্মধ্যে দাক্ষিণাত্যের সিঙ্গারী নামক মঠ অতি বিখ্যাত। মঠস্বামী প্রভূতমান ও ধনের অধিকারী। শঙ্করাচার্য্য ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়া পরিশেষে বারাণসী নগরীতে অবস্থিত হইয়াছিলেন।

আরম্ভ ও পরিণামবাদ-ভেদে সামান্যতঃ দ্বৈতবাদ দ্বিবিধ। ঈশ্বরাতিরিক্ত পদার্থান্তরের পৃথক্ সত্তা মানিত হওয়াতেই উক্ত উভয় মত দ্বৈতবাদ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এমতে জীব ও জগতের উপাদান কারণ পরমাণু উভয়ই নিত্য। কার্য্যাংশের যে অন্ত্য অংশ অর্থাৎ যাহা আর বিভক্ত হইতে পারে না এবং যাহা কার্য্যাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই, অন্যের সহিত অসংযুক্ত অতএব নিয়ত বর্ত্তমান অর্থাৎ কার্য্য ও সমুদায় অবস্থা অপগত হইলেও যাহা বিদ্যমান থাকে তাহারই নাম পরমাণু। দুই পরমাণুতে এক অণু হয় তিন অণুকে ত্র্যসরেণু বলা যায়। এই ত্র্যসরেণু

জনশ্রুতি এই, শঙ্করাচার্য্য কোন বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যার গর্ভ-জাত পুত্র। ইনি বিধবাগর্ভজাত হইয়াও তাৎকালিক আর্য্য-সমাজে তাঁহার অসাধারণ গুণের অসাধারণ সম্মান প্রাপ্ত হইয়া-ছেন, তৎকালীন আর্য্যসমাজ ইহাঁর অসামান্য শক্তি দর্শনে মোহিত হইয়া ইহাঁকে শিবাবতাররূপে মান্য করিয়াছেন যথা,—

"শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ ব্যাসোনারায়ণঃ স্বয়ং।"

শাস্ত্রানুসারে বিশেষ শক্তি, বিশেষ ঐশ্বর্য্য ও বিশেষ তেজঃ-সম্পন্ন মহাত্মাগণ ঈশ্বরের অংশাবতাররূপে মানিত হইয়া থাকেন।

প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। গবাক্ষ দ্বারা যে সূর্য্যকিরণ গৃহে প্রবেশ করে তন্মধ্যে উহা স্পষ্ট দৃষ্ট হয় অর্থাৎ উক্ত সূর্য্যকিরণ যোগে অতিমাত্র লঘুত্ব হেতু যাহা আকাশগামী বোধ হয় তাহাই ত্রসরেণু। এই সকল পরমাণুপুঞ্জ পরস্পর মিলিত হইয়া স্থূল জগতের উৎপত্তি করে।

পরিণামবাদ মতে সত্ত্ব, রজ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি জগতের কারণরূপে মানিত হইয়াছে। প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জড় জগৎ এই প্রকৃতির পরিণাম মাত্র (৬) অতি ক্ষুদ্র বটবীজদ্বারা

(৬). আর্য্যদিগের পরিণামবাদ যে, সাংখ্যশাস্ত্রসম্মত এ বিষয় পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত পরিণামবাদের সহিত ইউরোপীয় পরিণামবাদের কিয়দংশে ঐক্য আছে, ইউরোপীয় পরিণামবাদ মতের প্রধান আচার্য্য ডারুইন্ সাহেব মনুষ্যকে বানরের পরিণামরূপে নির্ণয় করিয়া বর্ত্তমান সভ্যসমাজে বিশেষ খ্যাত হইয়াছেন। জগতের ক্রমোন্নতি বিধান দ্বারা স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে ডারুইনের্ পরিণামবাদের ইহাই স্থূল তাৎপর্য্য। ইঁহার মতে ক্রমোন্নতি শক্তিপ্রভাবে অতি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্ হইতে অতি বৃহৎ বৃক্ষ এবং অতি ক্ষুদ্র কীটানু হইতে প্রাণীশ্রেষ্ঠ মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে। আবার এমত সময় আসিবে যে

যেরূপ প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ সমুৎপন্ন হয় সেইরূপ অতি সূক্ষ্ম প্রকৃতি[•] [বা অতি সূক্ষ্ম পরমাণু] হইতে এই বিশাল প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। অঙ্কুর উৎপাদনের পূর্ব্বে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ যেরূপ কারণস্বরূপ বীজে বিলীন থাকে স্থূল জগৎরূপ কার্য্যও সৃষ্টির পূর্ব্বে সেইরূপ স্বীয় কারণপ্রকৃতিতে বিলীন ছিল। প্রলয়কালে আবার স্বীয় কারণ স্বরূপ

বর্ত্তমান সমুন্নত বৃক্ষ ও মনুষ্য অধিকতর সমুন্নতাবস্থাতে পরিণত হইবে। নিকৃষ্ট উদ্ভিদ ও জীবজন্তু উন্নতাবস্থাপ্রাপ্ত হওয়াতে পূর্ব্ববর্ত্তী সেই সেই উদ্ভিদ্ ও প্রাণীগণ যেরূপ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে কালসহকারে বর্ত্তমান উদ্ভিদ্ ও মনুষ্যও সেইরূপ বিলয় প্রাপ্ত হইবে। এক এক জাতীয় প্রাণী বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে এবং তাহার পরিণামে নূতন নূতন জীবজন্তু সমুৎপন্ন হইতেছে। ভূতত্ত্ব বিদ্যা দ্বারা এবিষয় বিশেষরূপে প্রমাণীকৃত হইয়াছে। ভূগর্ত্তস্থ উপর্য্যুপরিস্থিত মৃত্তিকাস্তর সকল পর্য্যবেক্ষণ করাতে সকলের নিম্নস্তরে অতি সামান্য উদ্ভিদ্ তদুপরি ক্রমশঃ সমুন্নত বৃক্ষ, সামান্য প্রাণী ও তাহার পর বৃহৎ বৃহৎ জীবজন্তুর নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ বিখ্যাত ডারুইন্ সাহেব অস্থি-বিদ্যাবলে বানর ও মনুষ্যের অস্থি পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন যে, বানর হইতেই মনুষ্যের উৎপত্তি অথবা বানরের সমুন্নতাবস্থাই মানুষ।

প্রকৃতিতে বিলীন হইবে। দ্বৈতবাদমতে পরমেশ্বর সেব্য ও জীব সেবক, একারণ দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ সালোক্য, সামীপ্য মুক্তিদ্বারা (৭) সেবানন্দের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেন, নির্ব্বাণমুক্তির আদর করেন না। নির্ব্বাণমুক্তিতে জীব, ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হয় সুতরাং সেব্যসেবকভাব থাকে না। দ্বৈতবাদিগণের নির্ব্বাণমুক্তির প্রতি অনাদরের ইহাই প্রধান

প্রথম প্রথম ইউরোপের অনেকেই ডারুইনের এই মতের বিশেষ প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, সম্প্রতি হিক্‌সিলী প্রভৃতি কতিপয় ইউরোপীয় পণ্ডিত এমতে অনুমোদন করিয়াছেন; কিন্তু এখনও ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত হয় নাই। ইহার মূলে প্রচ্ছন্ন নাস্তিক্য থাকাহেতু হইবার সম্ভাবনাও অল্প। আমরা যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি তাহাতে ডারুইনের পরিণামবাদ মতে জড় হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি স্বীকৃত হইয়াছে অতএব এ মত যে আস্তিক্য মতের সম্পূর্ণ বিরোধী ইহা বলা বাহুল্য।

(৭) মুক্তি, সমুদায়ে ছয় প্রকার যথা ;—সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি এবং সাযুজ্য অর্থাৎ নির্ব্বাণ। বৈকুণ্ঠাদি সমান লোকে বাসের নাম সালোক্য, সমানরূপ প্রাপ্তির নাম সারূপ্য, সমীপে অবস্থিতির নাম সামীপ্য, সমান ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির নাম সার্ষ্টি, এবং সংযোগ প্রাপ্তির নাম সাযুজ্য। ব্রহ্মসাযুজ্য ও ঈশ্বরসাযুজ্যভেদে এই সাযুজ্য দ্বিবিধ ;—নিরাকার পরব্রহ্মে

কারণ। অদ্বৈতবাদমতে ব্রহ্ম ও জীবের সেব্য, সেবক ভাব নাই "সোহং" এই তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা আত্মচিন্তা করিতে করিতে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয় এমতে ইহাই পরম পুরুষার্থ। যাঁহারা সেবানন্দের একান্ত অভিলাষী তাঁহারা সেই আনন্দের মহান্ অন্তরায়-স্বরূপ নির্ব্বাণমুক্তির প্রতি অনাদর করিবেন আশ্চর্য্য কি? "শত দূষণী" নামক পুস্তকে অদ্বৈত ও মায়া-বাদের প্রতি এক শত প্রকার দোষারোপকৃত হইয়াছে (৮) গ্রন্থকার বলিয়াছেন "যে জীব একান্ত ব্রহ্মপরতন্ত্র সেই জীবকে ব্রহ্মস্বরূপ বলা মহা-পাপের কার্য্য" দ্বৈতবাদিগণ একবিধ নহেন, ইহা-দিগের নানাসম্প্রদায় আছে (৯) তন্মধ্যে শতদূষণী-

---

মিলিত হওয়াকে ব্রহ্মসাযুজ্য এবং সাকার ঈশ্বরে মিলিত হওয়াকে ঈশ্বরসাযুজ্য বলা যায়। "সালোক্য সাষ্টি সারূপ্য—সামীপ্যেকত্বমপ্যুত" ইত্যাদি। (ভাগবত ৩য়, স্কন্ধ।)

(৮) পূর্ণানন্দনামা কোন পণ্ডিত এই গ্রন্থের প্রণেতা। শত দূষণীর প্রকৃত নাম "তত্ত্বমুক্তাবলী" এই গ্রন্থে মায়াবাদের প্রতি এক শত দোষারোপ থাকাতে সচরাচর ইহা শতদূষণী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

(৯) বর্ত্তমান সমুদায় সম্প্রদায়ের মধ্যে চারিটি সম্প্রদায়ই প্রধান, অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় সকল এই চারি সম্প্রদা-

কার যে সম্প্রদায়ের লোক সেই সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবগণ সেবানন্দ পাইয়া নরকে যাইতে চান তথাপি

য়েরই অন্তর্গত। এই চারি সম্প্রদায়ের পৃথক পৃথক্ নাম যথা,—শ্রী-সম্প্রদায়, ব্রহ্ম-সম্প্রদায়, রুদ্র-সম্প্রদায় এবং সনক-সম্প্রদায়। রামানুজস্বামী শ্রী-সম্প্রদায়, মদ্ধাচার্য্য ব্রহ্ম-সম্প্রদায়, বিষ্ণুস্বামী রুদ্র-সম্প্রদায় এবং নিম্বাদিত্য সনক-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ইহাঁরা সকলেই বৈষ্ণব, শ্রী-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের অধিকাংশই রামোপাসক। এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক রামানুজস্বামী একাদশ শকাব্দার মধ্যভাগে স্বীয় সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, দাক্ষিণাত্যের পেরুম্বুর জনপদ ইহাঁর জন্মভূমি। ইহাঁর কৃত-দর্শনের নাম "রামানুজদর্শন"। মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি কর্ত্তৃকও পৃথক্ পৃথক্ দর্শনশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে। ঋষি-প্রণীত প্রসিদ্ধ ষড়্‌দর্শনের ন্যায় ঈশ্বর, জীব ও জড় এই তিনের পরস্পর সম্বন্ধ ও তত্ত্ববিচারই এই সকল দর্শনের প্রয়োজন। রামানুজ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী অর্থাৎ ইনি ব্রহ্ম ও জীবের অচিন্ত্য ভেদাভেদ স্বীকার করেন। দাক্ষিণাত্যে রামানুজের বিস্তর মঠ আছে। পরন্তু রামানুজের শিষ্যপরম্পরা দ্বারা বহু সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে।

মধ্বাচার্য্য, দাক্ষিণাত্যের তুলব দেশে ১১২১ এগারশত একুিশ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, ইহাঁর পিতার নাম মাধজি ভট্ট। ইহাঁর অন্য এক নাম পূর্ণপ্রজ্ঞ, একারণ ইহাঁর কৃত দর্শন, "পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শন" নামে প্রসিদ্ধ। দাক্ষিণাত্যে মধ্বাচার্য্যের

স্বীয় প্রভুর তুল্যপদ অর্থাৎ নির্ব্বাণমুক্তির ইচ্ছা

অনেক মঠ আছে তন্মধ্যে তুলব দেশীয় উদিপীর মঠই প্রধান। মাধ্ব-মতে জীবাত্মা, পরমাত্মা হইতে পৃথক্, অপূর্ণ ও নিতান্ত ঈশ্বর-পরতন্ত্র। বঙ্গদেশের বৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ভগবান্ চৈতন্য-দেব মাধ্ব-সাম্প্রদায়িক ছিলেন, কিন্তু ইহাঁর প্রচারিত মতের সহিত মাধ্বমতের সর্ব্বাংশে ঐক্য নাই।

বিষ্ণুস্বামী একজন প্রসিদ্ধ বেদভাষ্যকার। মধ্বাচার্য্যের পরে ইনি ভারতে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর জীবদ্দশায় রুদ্র-সম্প্রদায়ের বিশেষ অভ্যুদয় হয় নাই, ইহাঁর লোকান্তর প্রাপ্তির অনেক পরে ১৫০০ পনর শত শকাব্দে বল্লভাচার্য্যকর্ত্তৃক বিষ্ণুস্বামীর মত বিশেষরূপে প্রচার হইয়াছিল একারণ এই মতাবলম্বী বৈষ্ণবগণ বল্লভাচারী নামে প্রসিদ্ধ। বল্লভাচার্য্য দাক্ষিণাত্যের ত্রৈলিঙ্গদেশীয় লক্ষ্মণভট্ট নামক ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু স্বমত প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমতঃ মথুরার নিকটবর্ত্তি গোকুলে অবস্থিত ছিলেন। চুণারের নিকটে ইহাঁর এক মঠ আছে। এই সাম্প্রদায়িক অধিকাংশ বৈষ্ণবই বাল গোপালের উপাসক।

নিম্বাদিত্য, বৃন্দাবনের নিকটবর্ত্তি কোন স্থানে বাস করি-তেন। যমুনাতীরে ধ্রুবক্ষেত্রে নিম্বাদিত্যের এক গদি আছে। পশ্চিম অঞ্চলে এমতাবলম্বী বিস্তর বৈষ্ণব আছেন। ইহাঁরা নিমাওৎনামে বিখ্যাত। রাধাকৃষ্ণ ইহাঁদিগের উপাস্য দেবতা। নিম্বাদিত্যের এক আশ্চর্য্য প্রভাবের বিষয় ভক্তমালগ্রন্থে

করেন না। ইহাঁরা স্বর্গ, নরক ও নির্ব্বাণকে তুল্য বোধ করেন (১০)।

অদ্বৈত ও দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ স্ব স্ব অভিমতানুসারে একমাত্র "তত্ত্বমসি" এই শ্রুতিবাক্যের পৃথক্‌রূপ অর্থ করিয়া থাকেন, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, একই শ্রুতিবাক্য উভয়মতের পরিপোষক হয়। অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ প্রথমা বিভক্তি মানিয়া উক্ত শ্রুতির "সেই তুমি" এই অর্থ করেন আর দ্বৈতবাদীগণ ষষ্ঠী-বিভক্তির লোপ মানিয়া "তস্য ত্বমসি" অর্থাৎ "সেই পরমেশ্বরের তুমি" এইরূপ অর্থ করিয়া থাকেন। এস্থলে বিশেষ বক্তব্য যে, কেবল "তত্ত্বমসি" এই অস্ফুট শ্রুতিবাক্যই উভয় বাদের উৎপাদন করে নাই, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ও "দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়" ইত্যাদি শ্রুতি স্পষ্টই অদ্বৈত ও দ্বৈতবাদের প্রসূতি হইয়াছে।

লিখিত আছে, ইনি প্রয়োজনবশতঃ আদিত্যকে নিম্ববৃক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন তদবধি নিম্বাদিত্য নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ইহাঁর পূর্ব্বনাম ভাস্করাচার্য্য।

(১০) স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ। ইত্যাদি।
(ভাগবত)

এস্থলে এরূপ প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে যে, সত্য এক ব্যতীত দুই নহে, অতএব উভয় শ্রুতিবাক্যের কোন্‌টীকে সত্য বলিয়া জানা যাইবে? ইহার উত্তর এই যে, শ্রুতিবাক্যের বাস্তবিক বিরোধ নাই, উক্তোভয় বাক্যের একই তাৎপর্য্য, মানবগণের ভিন্ন রুচি ও সাম্প্রদায়িক ভাবই বিরোধের কারণ। অগ্নি ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে যেরূপ একও বলা যায় দুইও বলা যায় ব্রহ্ম ও জীবও সেইরূপ। শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরেই ব্রহ্মকে অগ্নি ও জীবকে স্ফুলিঙ্গস্বরূপ উপমিত করিয়াছেন, (১১) শ্রুতির এই অভিপ্রায়ানুসারেই পুরাণ-শাস্ত্রেও অদ্বৈত ও দ্বৈতবাদ অভিন্নরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। অর্থাৎ ব্রহ্ম চিন্ময় ও পূর্ণ এবং জীব চিদংশ ও অপূর্ণ। এরূপ মীমাংসার কারণ এই যে, জীবকে সৃষ্ট বা জন্য পদার্থ বলিলে তাহার অনিত্যত্ব প্রসঙ্গ হয়, সুতরাং পরকাল থাকে না, এইহেতু দ্বৈতবাদীগণ জীবাত্মাকে স্বতঃসিদ্ধ নিত্য পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

---

(১১) তদেতৎসত্যং সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্
বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সোম্যভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্রৈবাপিয়ন্তি॥ (মুণ্ডকোপনিষৎ।)

পরন্তু বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নামে যে মত আছে ইহা দ্বৈতবাদের অন্তর্গত; কিন্তু বস্তুতঃ এই মত অদ্বৈতবাদেরই প্রকারান্তর মাত্র। ইহা রামানুজ আচার্য্যকর্ত্তৃক আবিষ্কৃত, এই মতে ভোক্তৃ, ভোগ্য ও নিয়ামক ভেদে চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর এই তিন পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে। অর্থাৎ চিৎ (জীব) ভোক্তা, অচিৎ (জড়) ভোগ্য এবং ঈশ্বর নিয়ামক। এই তিনই এক, একই তিন অর্থাৎ পরমার্থতঃ ভেদ নাই (১২)।

---

(১২) ঈশ্বরশ্চিদচিচ্চেতি পদার্থ ত্রিতয়ং হরিঃ।
ঈশ্বরশ্চিদ ইত্যুক্তো জীবো দৃশ্যমচিৎপুনঃ॥
(রামানুজ-দর্শন।)

বেদের নিত্যতা

ও

অপৌরুষেয়তা প্রভৃতি।

আর্য্যজাতির ধর্ম্মশাস্ত্রসকল যত বিভিন্ন প্রকারেরই হউক না কেন সমুদায়ই বেদমূলক বলিয়া প্রসিদ্ধ, সমুদায় শাস্ত্রকর্ত্তাই বেদের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন। আর্য্যগণ বেদকে নিত্য, অপৌরুষেয় ও শব্দ-ব্রহ্ম বলিয়া তৎপ্রতি যার পর নাই ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন। বেদবাক্য সাক্ষাৎ ঈশ্বর-বাক্য বলিয়া আর্য্যসমাজে পরম আদরণীয়। এস্থলে বলা উচিত যে, বেদ আর্য্যসমাজে চিরকাল এই প্রকার সমাদরণীয় হইলেও কেবল নাস্তিকশাস্ত্র নহে; কিন্তু আর্য্যশাস্ত্রবিশেষেও ইহার নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্বের বিরুদ্ধে নানা আপত্তি ও যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। পরন্তু পুরুষসূক্তে স্পষ্টাক্ষরেই বেদের অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকৃত হয় নাই। সৃষ্টিকালের ন্যায় বেদের উৎপত্তিকালও দুর্জ্ঞেয়, বেদ কোন্ সময়ে প্রথম প্রচারিত হয় তাহা জানিবার উপায় নাই। স্থলবিশেষে ত্রেতাযুগে বেদপ্রবর্ত্তনের আভাস প্রাপ্ত

হওয়া যায় (১৩) পুরাণাদিতে বেদের উৎপত্তি ও নির্ম্মাণবিষয়েও প্রমাণ পাওয়া যায়; কিন্তু সেই সকল প্রমাণ যে, বেদের শাখা প্রশাখা সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়।

শাস্ত্রপ্রমাণে জানা যায় পরমেশ্বর আদৌ ব্রহ্মাকে, সমুৎপন্ন করিয়া তাঁহাকে বেদের উপদেশ করেন, মানুষ যেরূপ মানুষকে শাস্ত্রোপদেশ করিয়া থাকে, জগদীশ্বর সেরূপে উপদেশ করেন নাই, ব্রহ্মার হৃদয়ে বৈদিক জ্ঞান বিস্তার করিয়াছেন অর্থাৎ মনে মনেই ব্রহ্মা বেদের উপদেশ প্রাপ্ত হন (১৪) অতঃপর ব্রহ্মা এই বেদ জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বাকে প্রদান করেন (১৫) এই হইতে বেদের মৌখিক উপদেশ আরম্ভ হয়

---

(১৩) ত্রেতায়াং সংপ্রবৃত্তায়াং মনসি ত্রয্যবর্ত্তত।
(ভাগবত ৯ স্কন্ধ ১৪ অধ্যায়।)

(১৪) তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে। ইত্যাদি।
(ভাগবত ১ম, শ্লোক।)

(১৫) ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব
বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠা
অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ॥
(মুণ্ডকোপনিষৎ।)

এবং ক্রমশঃ গুরুশিষ্য-পরম্পরা বেদ প্রচার হইতে থাকে। তৎকালে বেদ পুস্তকাকারে লিখিয়া শিক্ষা করিবার রীতি ছিল না সকলেই মুখে মুখে শিক্ষা করিতেন, ইহার প্রমাণ এই যে, বেদকে পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করিতে শাস্ত্রে নিষেধ আছে (১৬) পুস্তকস্থা বিদ্যা কার্য্যকালে প্রয়োজন সাধনের উপযোগিনী হয় না বলিয়াই হয়ত আর্য্যগণ তাঁহাদিগের পরম আদরের বেদকে লিপিবদ্ধ করিতে দিতেন না, অথবা বেদ লিপিবদ্ধ থাকিলে ক্রমশঃ প্রতিলিপি হইতে হইতে অনেক বেদপুস্তক হইয়া পড়িবে এবং ঋষিদিগের গোপনীয় বেদ ম্লেচ্ছজাতির অধিকৃত হইবে এই ভয়েই বেদকে লিপিবদ্ধ করিতে বিশেষ নিষেধ ছিল। যাহা হউক এই নিয়ম চিরস্থায়ী হয় নাই, কালসহকারে বেদ, শাখা প্রশাখাতে বহুবিস্তৃত ও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অতি পূর্ব্বে চারি বেদ একত্র নিবদ্ধ ছিল, যজ্ঞকার্য্যের সুবিধা ও অল্পবুদ্ধিদিগের শিক্ষাসৌকর্য্য নিমিত্ত দ্বাপর

---

(১৬) বেদবিক্রয়িণশ্চৈব বেদানাঞ্চৈব দূষকাঃ।
বেদানাং লেখকাশ্চৈব তে বৈ নিরয়গামিনঃ॥
(অনুশাসনপর্ব্ব ১৬৪৫ শ্লোক।)

যুগের শেষে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কর্ত্তৃক, ঋক্, যজুঃ সাম ও অথর্ব্ব এই চারিভাগে বিভক্ত হয়, এই বেদ-বিভাগ নিমিত্তই উক্ত মহর্ষি "বেদব্যাস" নামে বিখ্যাত হয়েন। এইপ্রকারে বেদ বিভক্ত হইলে বেদব্যাসের নিকটে পৈলনামা ঋষি ঋক্‌বেদ, জৈমিনি সামবেদ, বৈশম্পায়ন যজুঃ এবং সুমন্তু অথর্ব্ব বেদ অধ্যয়ন করেন। ইহাঁদিগের এবং ইহাঁদিগের শিষ্য প্রশিষ্য-দ্বারা ক্রমশঃ বেদের অনেক শাখার উৎপত্তি হইয়াছে। (১৭) এই সমস্ত শাখা, অপেক্ষাকৃত আধুনিক। বেদের শাখাবিভাগ অতঃপর বিশেষরূপে লিখিত হইবে।

---

(১৭) চাতুর্হোত্রং কর্ম্মশুদ্ধং প্রজানাং বীক্ষ্য বৈদিকম্।
ব্যদধাদ্ যজ্ঞসন্তত্যৈ বেদমেকং চতুর্ব্বিধম্ ॥
ঋগ্‌যজুঃ সামথর্ব্বাখ্যা বেদাশ্চত্বার উদ্ধৃতাঃ।
ইতিহাসপুরাণঞ্চ পঞ্চমোবেদ উচ্যতে ॥
তত্রর্গ্বেদধরঃ পৈলঃ সামগো জৈমিনিঃ কবিঃ।
বৈশম্পায়ন এবৈকো নিষ্ণাতোযজুষাং মুনিঃ ॥
অথর্ব্বাঙ্গিরসামাসীৎ সুমন্তুর্দ্দারুণোমুনিঃ।
ইতিহাসপুরাণানাং পিতা মে রোমহর্ষণঃ ॥
তএত ঋষয়ো বেদং স্বং স্বং ব্যস্যন্ননেকধা।
শিষ্যৈঃ প্রশিষ্যৈস্তচ্ছিষ্যৈর্বেদাস্তে শাখিনোঽভবন্ ॥
(ভাগবত ১ম স্কন্ধ, ৪র্থ অধ্যায়।)

এইরূপে পরমেশ্বর হইতে বেদের উৎপত্তি হয় বলিয়া আর্য্য ঋষিরা বেদকে অপৌরুষেয় ও নিত্য বলেন, কিন্তু এই মত যে সর্ব্ববাদিসম্মত নহে ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। শাস্ত্রে বেদোৎপত্তির বিষয় যেরূপ লিখিত আছে তদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, পরমেশ্বর ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদের প্রচার করেন, অতএব পিতামহ ব্রহ্মা কোন ব্যক্তিবিশেষের উপদেশ বা কোন গ্রন্থবিশেষের অধ্যয়নব্যতীত কেবল হৃদি-প্রেরণাদ্বারা যে বেদ প্রাপ্ত হইলেন তাহাকে অপৌরুষেয় বলা অসঙ্গত নহে, বস্তুতঃ ইহাই বেদের অপৌরুষেয়তার প্রকৃত কারণ। এতদনুসারেই বাঙ্ময় লিপিবদ্ধ বেদও অপৌরুষেয়রূপে মানিত হইয়া থাকে। পরমেশ্বর স্বহস্তে কোন পুস্তক লিখিয়া জগতে প্রেরণ করিয়াছেন বা কাহাকে অধ্যয়ন করাইয়াছেন এমত কোন শাস্ত্রে লিখিত নাই। একমাত্র পরমেশ্বরই যে, মানব হৃদয়ের জ্ঞানদাতা গুরু, আস্তিক মাত্রই ইহা স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই। এই নিমিত্ত ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে পরমেশ্বর চৈত্যগুরুনামে অভিহিত হইয়াছেন (১৮)

(১৮) আচার্য্য চৈত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি। ইত্যাদি
(ভাগবত ১১ শ স্কন্ধ।)

অর্থাৎ পরমেশ্বর আচার্য্য ও চৈত্যগুরুরূপে নিজ-তত্ত্ব প্রকাশ করেন। চৈত্যগুরুর অর্থ চিত্তসম্বন্ধীয় গুরু অর্থাৎ হৃদয়ে সহজ জ্ঞানের প্রেরণকর্ত্তা। ঈশ্বর যে, মানবের বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরয়িতা ইহা ব্রহ্মবিদ্যা গায়ত্রীতে স্পষ্ট ব্যক্ত আছে।

বেদের প্রতি আর্য্য ঋষিদিগের দৃঢ় বিশ্বাসের প্রধান কারণ এই যে, দুর্জ্ঞেয় পরব্রহ্মের তত্ত্ব নির্ণয় বিষয়ে মানববুদ্ধি সম্পূর্ণ উপযোগিনী হয় না। মানব মাত্রেই ভ্রমপ্রমাদাদি দোষে দূষিত, যুক্তি বা তর্কের স্থিরতা নাই, এক ব্যক্তি স্বীয় বুদ্ধি ও তর্কশক্তি-দ্বারা যাহা স্থির করেন অন্য ব্যক্তি তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট যুক্তিবলে তাহা খণ্ডন করিতে পারেন, এমন কি একই ব্যক্তি পূর্ব্বে যে বিষয়কে অভ্রান্ত বলিয়া স্থির করেন কিয়ৎকাল পরে আবার তাহাতেই দোষ দেখিতে পান, এরূপে নানা মতের কল্পনা হইয়া থাকে (১৯) এই সকল কারণ বশতই আর্য্যজ্ঞানীগণ বৈদিকোপদেশের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস করেন।

---

(১৯) যত্নেনাপাদিতোপ্যর্থঃ কুশলৈরণুমাতৃভিঃ।
অভিযুক্ততরৈরন্যৈরন্যথৈবোপপদ্যতে॥
(উজ্জ্বলনীলমণিঃ।)

বাস্তবিক ধর্ম্মসম্বন্ধে বিশ্বাস ব্যতীত কেবল যুক্তিমাত্র ফলোপধায়িনী হইতে পারে.না, কারণ যুক্তির স্থিরতা নাই (২০) শ্রুতিতেও স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, কেবল নিজের যুক্তি-দ্বারা ধর্ম্মতত্ত্ব স্থির হয় না, তদ্বিষয়ে শাস্ত্র বা গুরূপদেশের বিশেষ আবশ্যক (২১)।

আর্য্যঋষিগণ এইরূপে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিলেও যুক্তিকে একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। শাস্ত্রার্থ নির্ণয় নিমিত্ত যুক্তির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। যুক্তিহীন শাস্ত্র বিচারে ধর্ম্ম হানি হয় শাস্ত্রে এরূপ লিখিত আছে (২২) এতদ্দ্বারা স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে যে, যুক্তিযুক্ত শাস্ত্রবাক্যই গ্রাহ্য। দুঃখের বিষয় এই যে, বর্ত্তমানকালে কুসংস্কার বশতঃ কেহ কেহ যুক্তিহীন শাস্ত্রবাক্যানুসারে

---

(২০) স্বল্পাপি রুচিরেব স্যাৎ ভক্তিতত্ত্বাববোধিকা।
যুক্তিস্তু কেবলা নৈব যতোস্যা অপ্রতিষ্ঠতা॥
(উজ্জ্বলনীলমণি।)

(২১) নৈষাতর্কেণ মতিরপনেয়া
প্রোক্তান্যে নৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠা।
(শ্রুতি।)

(২২) কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ
যুক্তিহীনবিচারেতু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥

অর্থাৎ শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া বিপরীত পথে ধাবিত হইতেছেন, কেহ কেহ বা শাস্ত্রবাক্যের প্রতি অবজ্ঞা করিয়া অচিরস্থায়ি যুক্তিবলে যথেষ্টাচাররূপ কুপথে পদার্পণ করিতেছেন।

ইতিপূর্ব্বে একমাত্র বেদই যে, দ্বাপরযুগে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নকর্ত্তৃক প্রবচনভেদে চারিভাগে বিভক্ত হইয়াছে ইহার প্রমাণ প্রদর্শন করা গিয়াছে; কিন্তু স্থলবিশেষে ঋগ্‌বেদ ও স্থলবিশেষে যজুর্ব্বেদের আদিমত্ব বিষয়ক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুরাণাদিতে প্রায়ই ঋগ্‌বেদের নাম অগ্রে উক্ত হইয়াছে ইহা ছন্দের অনুরোধেও হইতে পারে; কিন্তু সায়নাচার্য্য, ঋগ্‌বেদভাষ্যের অনুক্রমণিকাতে যে স্বাভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতে উক্ত বেদের আদিমত্ব বা প্রাধান্যের কিয়দংশে প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা;—"মন্ত্রকাণ্ডেষ্বপি যজুর্ব্বেদগতেষু তত্রতত্রাধ্বর্য্যুনা প্রযোজ্যা ঋচোবহব আম্নাতাঃ। সাম্নান্তু সর্ব্বেষাং ঋগাশ্রিতত্বং প্রসিদ্ধং। আথর্ব্বনিকৈরপি স্বকীয় সংহিতায়ামৃচএব বাহুল্যেন ধীয়ন্তে।" পক্ষান্তরে "এক আসীদ্ যজুর্ব্বেদ স্তংচতুর্দ্ধা ব্যকল্পয়ৎ।" ও "যর্জুঃ সর্ব্বত্র গীয়তে।" ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা যজুর্ব্বেদের আদিমত্ব বা প্রাধান্য প্রতীত হয়।

"ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাৎ যজুস্তস্মাদজায়ত।" এ প্রমাণেও যজুরই আদিমত্ব জানা যায়। তত্ত্বসন্দর্ভ নামক গ্রন্থে যজুর্ব্বেদের প্রাধান্য বিষয়ে অনেক প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে।

এইরূপ উভয় বেদের আদিমত্ব বিষয়ে বিরোধবাক্য প্রাপ্ত হইবার দুইটী কারণ অনুমিত হয়, এক কারণ এই যে, যৎকালে মহর্ষি বেদব্যাস, বেদ বিভাগ করেন তৎকালে ঋগ্‌বেদই প্রথম বিভক্ত হয় একারণ ঋগ্‌বেদ আদি-সংহিতা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে (২৩) অতএব বহুভাগে বিভক্ত কোন গ্রন্থের আদি-খণ্ডের ন্যায় ঋগ্‌বেদকে আদি-সংহিতা বলা যায়। দ্বিতীয় কারণ এই যে, বিভক্ত হইবার পূর্ব্বে বেদ "যজুঃ" এই সাধারণ নামে অভিহিত হইত সুতরাং এই সূত্রেই বিভক্ত যজুর্ব্বেদের প্রাধান্য বা আদিমত্ব উক্ত হইয়াছে। "এক আসীৎ যজুর্ব্বেদস্তং চতুর্দ্ধা ব্যকল্পয়ৎ" ইত্যাদি বচনে একমাত্র যজুর্ব্বেদের চারি ভাগে বিভক্ত হইবার যে প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা অবিভক্ত

---

(২৩) পৈলায় সংহিতামাদ্যাং বহ্বৃচাখ্যামুবাচহ।
বৈশম্পায়নসংজ্ঞায় নিগদাখ্যং যজুর্গণং॥
(ভাগবত ১২শ স্কন্ধ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।)

বেদপার বলিয়াই প্রতীত হয়। বেদের অন্য এক সাধারণ নাম “নিগদ” নিগদ-মন্ত্র সকল যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত।

একমাত্র বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিবার কারণ কি? যদি এরূপ প্রশ্ন উপস্থিত হয় তাহার উত্তর এই যে, বেদের মন্ত্র সকল প্রবচনভেদে ভিন্নলক্ষণাক্রান্ত, বেদ বিভক্ত হইবার পূর্ব্বে এই ভিন্নলক্ষণাক্রান্ত মন্ত্র-সকল বিশৃঙ্খলভাবে নিবদ্ধ ছিল অর্থাৎ প্রথম এক শ্রেণীর মন্ত্র দুই চারিটীর পর আর এক শ্রেণীর দুই একটি এইরূপে এক শ্রেণীর সমুদয় মন্ত্র একত্র সন্নি-বেশিত ছিল না এ নিমিত্ত হোতা, অধ্বর্য্য এবং উদ্গাতা সকলেরই সম্যক্ বেদ অধ্যয়ন করিতে হইত। মহর্ষি বেদব্যাস এই অযথা পরিশ্রম নিবারণ এবং শিক্ষা-সৌকর্য্যার্থ একমাত্র বেদকে ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব ভেদে চারিভাগে বিভক্ত এবং এক একজন শিষ্যকে এক এক ভাগের অধিকার প্রদান করিয়া-ছেন। এতদ্দ্বারা চাতুর্হোত্র কর্ম্মের যে, কত সুবিধা হইয়াছে তাহা অনায়াসেই প্রতীত হয়। বেদ সামা-ন্যতঃ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভেদে দ্বিবিধ ইহা প্রথম খণ্ডে লিখিত হইয়াছে, মন্ত্রভাগ যজ্ঞের নিমিত্তীভূত অগ্নি, বায়ু ও ইন্দ্রাদি দেবতার স্তুতি ও প্রার্থনাতে পূর্ণ।

(২৪) ব্রাহ্মণ ভাগের আদিতে যজ্ঞাদি কর্ম্মের বিধি নিষেধাত্মক নানা বিষয় যাহা আশ্বলায়ন ও গোভিলাদি কর্ত্তৃক বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ভাগের অন্ত্যাংশের নাম উপনিষৎ, ইহা বেদের অন্ত অর্থাৎ শেষভাগ বলিয়া বেদান্ত নামে উক্ত হয়। এই উপনিষৎ বা শ্রুতির সংখ্যা অনেক তন্মধ্যে কঠোপনিষৎ প্রভৃতি দশখানিই প্রসিদ্ধ। এই সকল উপনিষৎ, নিরাকার পরব্রহ্ম-প্রতিপাদক এবং তত্ত্ব-জ্ঞানোপদেশে পূর্ণ। পরন্তু ঈশ্বরের সাকারত্ব প্রতি-পাদক "গোপাল তাপনী" প্রভৃতি কতিপয় শ্রুতি

(২৪) বেদে নানা উদ্দেশ্যে নানা যজ্ঞের বিধান থাকিলেও সমুদায় যজ্ঞের একটি সাধারণ উদ্দেশ্য আছে। যজ্ঞের প্রভূত ধূমরাশি আকাশে উদ্গত হইয়া তত্রস্থ অপর বাষ্পরাশির সহিত মিলিত হওয়াতে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে মেঘরূপে পরিণত হয় এবং উপযুক্ত বারি বর্ষণ দ্বারা শস্য সম্পত্তি উৎপাদন করে, এতদ্দ্বারা প্রজা রক্ষা হয় * অগ্নি, বায়ু ও ইন্দ্রাদি দেবতা এই কার্য্যের প্রধান সহায়, সুতরাং ইহারা সগৌরবে স্তুত ও প্রার্থিত হইয়াছে। শ্রুত হওয়া যায়, প্রাচীন ঋষিগণ যে উদ্দেশ্যে যজ্ঞকার্য্যদ্বারা ধূমোৎপাদন করিতেন, ইদানীং ইউরোপীয় কোন কোন পণ্ডিতও সেই উদ্দেশ্যে তোপধ্বনি দ্বারা ধূমোৎপত্তির উপযোগিতা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

আছে ইহা অথর্ব্ববেদীয়। কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডাত্মক বলিয়া বেদ "ত্রয়ী" নামে প্রসিদ্ধ। স্মৃতি পুরাণ ও দর্শনাদি সমুদায় আর্য্যশাস্ত্রই বেদের কোন না কোন এক কাণ্ডের আশ্রিত। প্রাচীন ও নবীন সমুদায় স্মৃতিশাস্ত্র, বেদের কর্ম্মকাণ্ডকে অবলম্বন করিয়া প্রণীত হইয়াছে। পুরাণ শাস্ত্রে বেদের তিন কাণ্ডের বিষয়ই নানা কথাপ্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে, একারণ পুরাণকে পঞ্চম বেদ বলা যায়। কর্ম্মমীমাংসা অর্থাৎ "জৈমিনি দর্শন" বেদের কর্ম্মকাণ্ডের সম্পূর্ণ আশ্রিত। সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, ব্রহ্মমীমাংসা অর্থাৎ বেদান্তদর্শন এবং আধুনিক নানা

উক্তরূপ সদুদ্দেশ্য থাকিলেও প্রায় সমুদায় যজ্ঞেই পশু-হনন হয় বলিয়া পরমদয়ালু নারদাদি ঋষিগণ যজ্ঞের আদর করেন নাই। ভগবান্ বুদ্ধদেব ও চৈতন্যদেবও হিংসাপ্রধান যজ্ঞের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। এ নিমিত্ত ইহাঁদিগকে অবৈদিক বা বেদ-বিরোধী বলা যাইতে পারে না। কেননা সমুদায় ব্যক্তিকেই বেদের সমুদায় বিধান পালন করিতে হইবে শাস্ত্রের এমত অভিপ্রায় নহে। সাত্ত্বিক, রাজস্ ও তামস-প্রকৃতিভেদে শাস্ত্রে অধিকার নির্ণীত হইয়াছে। যে ব্যক্তির যে প্রকৃতি সে তদনুরূপ বিধান পালন করিবে ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। তামস-প্রকৃতি বহির্ম্মুখ ব্যক্তিকে একেবারে তাহার স্বভাবের বিরুদ্ধ সাত্ত্বিক পথে পরিচালিত করা এক প্রকার অসম্ভব, এ কারণ

সাম্প্রদায়িক দর্শনশাস্ত্র, বেদের জ্ঞানকাণ্ডকে আশ্রয় করিয়া প্রণীত হইয়াছে। " শাণ্ডিল্য সূত্র " নামক যে ভক্তিমীমাংসা শাস্ত্র আছে তাহাও বেদের জ্ঞান-কাণ্ডেরই আশ্রিত। এই ভক্তিমীমাংসা গ্রন্থে ভগবৎ-ভক্তিই পরমপুরুষার্থ অর্থাৎ সংসারবন্ধন মোচনের একমাত্র উপায়রূপে নির্ণীত হইয়াছে। দেবর্ষি নারদাদি প্রণীত পঞ্চরাত্রশাস্ত্র প্রায় পৌরাণিক ধর্ম্মাক্রান্ত; কিন্তু ইহাতে কাম্য কর্ম্মের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই ইহা সাকার ব্রহ্মপ্রতিপাদক।

তাদৃশ ব্যক্তির স্বভাবের সহিত যতটুকু ধর্ম্মভাব সংযোগ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, অধিকারভেদে তাহারই উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। যাঁহারা সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক এবং উচ্চাধিকারী তাঁহাদিগের কনিষ্ঠাধিকারীদিগের গন্তব্য প্রবৃত্তি-মার্গে গমন করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

জ্ঞানকাণ্ডাত্মিকা শ্রুতিও বেদের কর্ম্মকাণ্ডোক্ত যজ্ঞের অভিনন্দন করেন নাই। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, যে সকল মূঢ়ব্যক্তি যজ্ঞরূপ অদৃঢ় প্লবার অভিনন্দন করে তাহারা কেবল জরামৃত্যুই প্রাপ্ত হয়। যথা ;—

"প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা, অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেভিনন্দন্তি মূঢ়া, জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপিয়ন্তি॥
(মুণ্ডকোপনিষৎ, ১ম মুণ্ডক।)

বেদের শাখা-বিভাগ।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন মূল বেদকে প্রকরণভেদে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও সুমন্তুনামক চারিজন শিষ্যকে পৃথক্ পৃথক্ উপদেশ করেন। সম্প্রতি শ্রীমদ্ভাগবতানুসারে উল্লিখিত চারি বেদের শাখা-বিভাগ লিখিত হইতেছে।

ব্রহ্মর্ষি পৈল, (২৫) যে ভাগের উপদেশ প্রাপ্ত হন, সেই আদি ভাগের নাম ঋগ্বেদসংহিতা। ইহার অপর নাম "বহ্বৃচঃসংহিতা" অপরাপর ভাগাপেক্ষা

(২৫) বেদাচার্য্য ব্রাহ্মণ, "ব্রহ্মর্ষি" নামে অভিহিত হইয়াছেন, ব্রাহ্মণেতর ক্ষত্রিয়াদি ঋষিকে ব্রহ্মর্ষি বলা যায় না। বেদবিৎ ক্ষত্রিয়, রাজর্ষি শব্দের বাচ্য হয়েন। মহামহিমান্বিত ঋষিকে "মহর্ষি" বলা যায়। যিনি দেবত্ব ও ঋষিত্ব উভয়ই প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি "দেবর্ষি," বশিষ্ঠাদি সপ্তর্ষি এবং নারদ, দেবর্ষিনামে বিখ্যাত। অনেকে তপস্যা ও ধার্ম্মিকতাকেই ঋষিত্বের কারন বলিয়া জানেন বাস্তবিক তাহা নহে, বেদপারগতাই ঋষিত্বের প্রধান কারণ। (ভগবদ্গীতার ১০ম, অধ্যায়ের ভাষ্য ও টীকা এবং শব্দকল্পদ্রুম দ্রষ্টব্য।)

এই ভাগে অধিকতর ঋঙ্মন্ত্রের সমাবেশ থাকাতেই ইহা বহ্বৃচঃ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। পৈল, স্বীয় সংহিতাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ইন্দ্রপ্রমতি ও বাস্কলকে পৃথক্ পৃথক্ উপদেশ করেন। পৈলশিষ্য বাস্কল স্বীয় শাখাকে চতুর্ধা বিভক্ত করিয়া বোধ্য, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর ও অগ্নিমিত্রকে শিক্ষা করাইলেন এবং ইন্দ্রপ্রমতি স্বীয়পুত্র মাণ্ডকেয় ও মাণ্ডকেয়ের শিষ্য দেবমিত্র, সৌভরি প্রভৃতিকে অধ্যয়ন করাইলেন। পরে মাণ্ডকেয়ের পুত্র সাকল্য, স্বীয় সংহিতাকে পাঁচ ভাগ করিয়া বাস্য, মুদ্গাল, শালীয়, গোখল্য ও শিশির নামক পাঁচজন শিষ্যকে উপদেশ করিলেন। সাকল্যের শিষ্য জাতুকর্ণ স্বীয় সংহিতাকে তিনভাগ করিয়া নিরুক্তের সহিত বলাক, পৈল, জাবাল ও বিরজ এই চারিজনকে শিক্ষা করাইলেন। অনন্তর বাস্কলের পুত্র বাস্কলি সমুদায় শাখার সার সংগ্রহ করিয়া "বালিখিল্য" নামে এক সংহিতা প্রস্তুত করেন। বালায়নি, ভৈজ্য ও কাশার এই তিন জন দৈত্য বালিখিল্য সংহিতা ধারণ করিলেন।

যজুর্ব্বেদাচার্য্য বৈশম্পায়নের চরকাদি শিষ্যগণ স্বীয় গুরুর অনুষ্ঠেয় ব্রহ্মহত্যা পাপক্ষয়-সাধন ব্রতের

আচরণ করিতেছিলেন এতদ্দৃষ্টে যাজ্ঞবল্ক্য নামক অপরশিষ্য ব্রতানুষ্ঠানকারি শিষ্যগণের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করাতে বৈশম্পায়ন ক্রোধপরবশ হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে অধীতবেদ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার আশ্রম হইতে প্রস্থান করিতে আজ্ঞা করিলেন তদনুসারে যাজ্ঞবল্ক্য কর্ত্তৃক যে শাখা পরিত্যক্ত হয় তাহা "তৈত্তিরীয়" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। (২৬) অতঃপর যাজ্ঞবল্ক্য, স্বীয় গুরু বৈশম্পায়নের অপরিজ্ঞাত অর্থাৎ বেদব্যাস যে ভাগ তাঁহাকে উপদেশ করেন নাই, সূর্য্যদেবের কৃপাতে যজুর্ব্বেদের সেই পঞ্চদশ শাখা প্রাপ্ত হন। যাজ্ঞবল্ক্য এই পঞ্চদশ শাখাকে বহু শাখাতে বিভক্ত করিয়া কণ্ব ও মাধ্য-

---

(২৬) শাস্ত্রে উক্ত আছে, যাজ্ঞবল্ক্য যে ভাগ পরিত্যাগ করেন যাজ্ঞবল্ক্যের সহাধ্যায়ি ঋষিগণ সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাহা গ্রহণ না করিয়া তিত্তির পক্ষীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। একারণ এই শাখাকে "তৈত্তিরীয়" বলা যায়, যথা;—"যজুংসি তিত্তিরা ভূত্বা তল্লোলুপতয়া দত্তঃ। তৈত্তিরীয়া ইতিযজুঃ শাখা আসন্সুপেশলা"। ভাগবত ১২ স্কন্ধ, ৬ অধ্যায়। এস্থলে বিশেষ বিবেচ্য এই যে, যাজ্ঞবল্ক্যের সহাধ্যায়িগণ যে বাস্তবিকই তিত্তির পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়াছিলেন তাহা নহে, তিত্তির পক্ষীর স্বভাবের অনুকরণ করিয়াছিলেন।

ন্দিন প্রভৃতি ঋষিদিগকে অধ্যয়ন করাইলেন। এই সকল যজুঃ শাখা বাজসনি নামে বিখ্যাত। (২৭)

সামবেদাচার্য্য জৈমিনি স্বীয় সংহিতাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া পুত্র সুমন্তু ও পৌত্র সুত্বাননামক ঋষিকে অধ্যয়ন করান। জৈমিনির অন্য শিষ্য সুকর্ম্মা সামবেদকে সহস্র শাখাতে বিভক্ত করেন। হিরণ্যনাভ, পৌষ্পঞ্জি ও আবন্ত্যনামক ঋষিত্রয় এই সকল শাখা অধ্যয়ন করিলেন। ইহাঁরা উত্তর ও পূর্ব্বদেশীয় শিষ্যগণকে এই সকল শাখা অধ্যয়ন করান। অতঃপর লোকাক্ষি, লাঙ্গলি, কুল্য, কুশীদ ও কুক্ষিনামক পৌষ্পঞ্জির শিষ্যগণ প্রত্যেকে শত শত সংহিতা কণ্ঠস্থ করিলেন। হিরণ্যনাভের কৃত নামা-

---

(২৭) কথিত আছে যাজ্ঞবল্ক্য, স্বীয়গুরু বৈশম্পায়নের অপরিজ্ঞাত যজুঃ শাখার নিমিত্ত ভগবান্ সূর্য্যদেবের আরাধনা করিলে সূর্য্যদেব বাজিরূপ ধারণ করিয়া উপাসকের অভিলষিত যজুঃ শাখার উপদেশ করেন, একারণ এই শাখার নাম "বাজসনী" হইয়াছে। মতান্তরে বাজশব্দে বেগ অর্থাৎ বেগে শিক্ষা দেওয়াতে এই শাখাকে বাজসনী বলা যায়, যথা;—"এবং স্তুতঃ স ভগবান্ বাজিরূপ ধরো রবিঃ। যজুংষ্যযাতযামানি মুনয়েদাৎ প্রসাদিতঃ॥" ভাগবত ১২শ স্কন্ধ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়। বাজসনী শাখার কাণ্ব ও মাধ্যন্দিনাদি বহু ভেদ আছে।

শিষ্য, স্বীয় সংহিতাকে চতুর্ব্বিংশতি শাখাতে বিভক্ত করিয়া শিষ্যগণকে অধ্যয়ন করাইলেন। এইরূপে আবস্ত্যও স্বীয় সংহিতা শিষ্যগণকে শিক্ষা করাইলেন।

অথর্ব্ববেদাচার্য্য সুমন্তু, কবন্ধ নামক শিষ্যকে স্বীয় সংহিতা অধ্যয়ন করান। কবন্ধ সেই সংহিতাকে দুই ভাগ করিয়া পথ্য ও বেদদর্শকে শিক্ষা করাইলেন। বেদদর্শের শৌনকায়নি, ব্রহ্ম বলি, মোদোষ ও পিপ্পলায়নি নামে চারিজন শিষ্য ছিলেন। শুনকনামা ঋষি স্বীয় সংহিতাকে দুই ভাগ করিয়া বভ্রু ও সৈন্ধবায়নকে প্রদান করেন। সাবর্ণি প্রভৃতি ঋষিগণ সৈন্ধবায়নের শিষ্য। নক্ষত্রকল্প, শান্তি, কশ্যপ ও আঙ্গিরস প্রভৃতি ঋষিগণ ও অথর্ব্ব বেদাচার্য্য। পরিশেষে জ্ঞাতব্য যে, ঋগ্‌বেদাচার্য্য যাজ্ঞবল্ক্য ও যজুর্ব্বেদাচার্য্য যাজ্ঞবল্ক্য এক ব্যক্তি নহেন, এবং প্রথম যাজ্ঞবল্ক্যের সহাধ্যায়ী পরাশরনামা ঋষি সে পরাশর নহেন যিনি বেদব্যাসের পিতা। এইরূপ অনেক ঋষিই পরস্পর তুল্যনামা ছিলেন, ইহাঁদিগের মধ্যে কেহ কেহ সমসাময়িক এবং কেহ কেহ বহুদিন অগ্রপশ্চাৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

বৈদিক ধর্ম্ম।

বৈদিক ধর্ম্ম, প্রবৃত্তিলক্ষণ ও নিবৃত্তিলক্ষণভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে প্রথম প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম জগতের স্থিতির কারণ অর্থাৎ বৈধ কর্ম্মের দ্বারা সামাজিক বিশৃঙ্খল নিবারণ ও চিত্তশুদ্ধি নিমিত্ত পরোক্ষভাবে মুক্তির কারণ হয়। দ্বিতীয় নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম, তত্ত্ব-জ্ঞান বা ঐকান্তিক ভক্তিদ্বারা প্রাণিগণের সাক্ষাৎ মুক্তির কারণ হইয়া থাকে। মনু বলিয়াছেন, ইহকাল বা পরকালের কোন ফল-কামনাপূর্ব্বক যে কর্ম্ম কৃত হয় তাহা প্রবৃত্ত কর্ম্ম, এবং জ্ঞানদ্বারা যে নিষ্কাম কর্ম্ম করা যায় তাহা নিবৃত্ত কর্ম্ম নামে কথিত হয়। প্রবৃত্তকর্ম্মদ্বারা দেবভাব এবং নিবৃত্ত কর্ম্ম দ্বারা মুক্তি-লাভ করা যায় (২৮)। সমুদায় বৈদিক শাস্ত্রেই কাম্য-কর্ম্মের নিষেধ ও ফলাভিসন্ধি রহিত হইয়া নিষ্কাম ভাবে বেদোক্ত কর্ম্ম করিবার বিধি প্রদর্শিত হইয়াছে

---

(২৮) ইহ চামুত্র বা কাম্যং প্রবৃত্তং কর্ম্ম কীর্ত্ত্যতে।
নিষ্কামং জ্ঞানপূর্ব্বন্তু নিবৃত্তমুপদিশ্যতে॥
প্রবৃত্তং কর্ম্ম সংসেব্য দেবানামেতি সাষ্টি‍ঁতাং
নিবৃত্তং সেব্যমানস্তু ভূতান্যত্যেতি পঞ্চবৈ॥
(মনুঃ।)

(২৯) যদি বল বেদে ফলশ্রুতি আছে অতএব সকাম ভাবেই হউক আর নিষ্কাম ভাবেই হউক কর্ম্ম করিলেই তাহার ফল লাভ হইবে। ইহার উত্তর এই যে, অমুক কর্ম্মদ্বারা স্বর্গলাভ হয়, অমুক কর্ম্ম দ্বারা ইন্দ্রত্ব লাভ হয় ইত্যাদি যে সকল ফলশ্রুতি বেদে দৃষ্ট হয় তাহা পরোক্ষবাদ অর্থাৎ প্রলোভনমাত্র, জ্ঞানাভাব প্রযুক্ত পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ উপাসনা শ্রবণমননাদি বিষয়ে অনধিকারী বহির্মুখ জনগণের নাস্তিক্য নিবারণ ও বিধিবোধিত কর্ম্মে রুচি জন্মাইবার নিমিত্ত বেদ দয়া করিয়া রোচনার্থক নানাবিধ ফলশ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছেন, অবোধ বালক রোগগ্রস্ত হইলে পিতা যেরূপ তিক্ত ঔষধ সেবন করাইবার নিমিত্ত মিষ্ট দ্রব্যের প্রলোভন দেখান, বালকও প্রলোভিত হইয়া ঔষধ সেবন করে; কিন্তু মিষ্টদ্রব্য লাভই বালকের ঔষধ সেবনের বাস্তবিক ফল নহে, আরোগ্যই উহার প্রকৃত প্রয়োজন, সেইরূপ বেদও পিতার ন্যায় মনোহর ফলশ্রুতি দ্বারা বহির্মুখ জনগণকে বিধিবোধিত অর্থাৎ ন্যায় ও ধর্ম্মমূলক কার্য্যে

---

(২৯) বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্ম্যং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ॥
(ভাগবত ১১শ স্কন্ধ।)

প্রবৃত্ত করেন, অবান্তর ফললাভ উহার প্রয়োজন নহে ; কিন্তু মুক্তিলাভই প্রকৃত প্রয়োজন (৩০) এস্থলে আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে, বেদের কর্ম্মকাণ্ডে মুক্তির নামমাত্রও নাই, তবে কিরূপে কর্ম্মদ্বারা জীবের মুক্তিলাভ সম্ভাবিত হয় ? ইহার উত্তর এই যে, কর্ম্মদ্বারা সাক্ষাৎ মুক্তিলাভ হয়না সত্য, কিন্তু চিত্তশুদ্ধি দ্বারা পাপ ক্ষয় করিয়া পরম্পরারূপে মুক্তির কারণ হইয়া থাকে। কর্ম্মমাত্রই মানবগণের সংসারবন্ধনের কারণ হয় ; কিন্তু সেইকর্ম্ম নিষ্কাম-ভাবে পরমেশ্বরে অর্পিত হইলেই মুক্তির কারণ হইয়া থাকে। যে সকল বস্তু ভোজন করিলে রোগ হয় সেই সকল বস্তু দ্রব্যান্তরের সহিত সম্মিলিত হইয়া ঔষধরূপে কি রোগনিবৃত্তির কারণ হয় না ? (৩১) কর্ম্মমীমাংসক পণ্ডিতদিগের মধ্যে যাঁহারা

---

(৩০) পিব নিম্বং প্রদাস্যামি খলু তে খণ্ডলড্ডুকান্।
পিত্রৈবমুক্তঃ পিবতি ন ফলং তাবদেবতু ॥
(মলমাসতত্ত্বম্।)

(৩১) এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্ব্বে সংসৃতিহেতবঃ।
তএবাত্ম-বিনাশায় কল্পতে কল্পিতাঃ পরে ॥
আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত।
তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতং ॥
(ভাগবত ১ম স্কন্ধ, ৫ম অধ্যায়।)

ফলপ্রত্যাশায় স্বয়ং এবং অন্যের দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করেন তাঁহারা বেদের ফলশ্রুতিবিষয়ক প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন না। মানবগণ স্বভাবতই বিষয়-সুখে আসক্ত, উহার পরিণাম দুঃখজনকত্ব দেখিয়াও দেখিতে পায় না এমতস্থলে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া তাদৃশ জনগণকে অধিকতর বিষয়াসক্ত করা যে, নিতান্ত গর্হিত ইহা বলা বাহুল্য। জ্ঞানীগণের কোন-রূপেই অজ্ঞানী জনগণকে কাম্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত করা উচিত নহে। এই প্রকার কর্ম্মের ফল যে, অকিঞ্চিৎ-কর ও ক্ষয়শীল শ্রুতিতে ইহা বিশদরূপে উক্ত হইয়াছে। (৩২)

বেদের সংহিতাভাগে অর্থাৎ ঋক্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, ও সামবেদ সংহিতাতে অগ্নিহোত্রাদিরূপ জগদীশ্বরের পরোক্ষ উপসনা এবং উপনিষৎ ভাগে শমদমাদিরূপ সাক্ষাৎ উপাসনার বিষয় বিবৃত হইয়াছে; এই হেতু সংহিতাভাগকে কর্ম্মকাণ্ড ও উপনিষৎভাগকে জ্ঞানকাণ্ড বলা যায়। সংহিতা ভাগে যজ্ঞাদি কর্ম্মদ্বারা পরমাত্মার বিভূতিস্বরূপ

---

(৩২) কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র।
পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে। ইত্যাদি॥
(শ্রুতি)

অগ্নি, বায়ু ইত্যাদিকে উপলক্ষ্য করিয়া পরোক্ষভাবে পরব্রহ্মের উপাসনা বিহিত আছে। উপনিষদে জ্ঞানযোগে জগতের সর্ব্বত্র পরব্রহ্মের সত্তার উপলব্ধি দ্বারা তাঁহার সাক্ষাৎ উপাসনা প্রদর্শিত হইয়াছে। অধিকারীভেদেই বেদের এই দ্বিরূপতা হইয়াছে। প্রত্যেক্ ব্যক্তিকেই এই দ্বিবিধ উপাসনা করিতে হইবে বেদের এরূপ অভিপ্রায় নয়, (৩৩) নিবৃত্তধর্ম্মাশ্রিত জিতেন্দ্রিয় জ্ঞানীগণের পরোক্ষ উপাসনাতে প্রয়োজন নাই। যিনি দুর্নিবার ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন, যিনি পরাৎপর পরমেশ্বরের প্রীতি ও ভক্তিরসে পরিতৃপ্ত রহিয়াছেন, পুণ্যতীর্থ স্নান, হোম, ও উপবাসব্রতাদিতে তাঁহার প্রয়োজন নাই (৩৪) কেবল লোকশিক্ষার্থ তাঁহারা

---

(৩৩) কর্ম্মপ্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তমপ্যৃতং বেদে বিবিচ্যোভয়লিঙ্গমাশ্রিতং।
বিরোধিতদ্‌যৌগপদৈককর্ত্তরি,দ্বয়ংতথা ব্রহ্মণি কর্ম্মনৈচ্ছর্তি ॥
(ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধ, ৪র্থ অধ্যায়।)

(৩৪) কিং তস্য বহুভিস্তীর্থৈ স্নান হোম জপ ব্রতৈঃ।
যেনেন্দ্রিয়গণোঘোরো নির্জ্জিতো দৃষ্টচেতসা ॥
জিতেন্দ্রিয়ঃ সদা শান্তঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ।
বাসুদেব-পরো নিত্যং ন ক্লেশং কর্ত্তুমর্হতি ॥
(হরিভক্তিবিলাস, একান্তিকৃত্য।)

সদাচারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। জ্ঞানীগণই সাধারণের আদর্শ, অতএব তাঁহারা সদাচার পরিত্যাগ করিলে জনসমাজ যে, অত্যধিক যথেষ্টাচারপরায়ণ হইবে ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। (৩৫) এই নিমিত্তই গৃহস্থ জ্ঞানীগণ নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও বাহিরে কর্ত্তা এবং অন্তরে অকর্ত্তা হইয়া নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, সুগভীর হ্রদতীরাশ্রিত ব্যক্তির যেরূপ কূপোদকের প্রয়োজন হয় না, সর্ব্বাত্মভাবে ঈশ্বরাশ্রিত ভক্তের সেইরূপ যজ্ঞাদি-কর্ম্মের প্রয়োজন থাকে না।

যে সমস্ত কার্য্য জগতের হিতকর ও আত্মপ্রসাদ-জনক তাহাকেই ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য বলা যায়। নিষ্কামভাবে যথাসাধ্য এই প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠানই জ্ঞানীগণের অভিমত। যে কার্য্যে হিংসা, দ্বেষ ও মাৎসর্য্য প্রভৃতি বহিশ্চর বা অন্তশ্চরভাবে অবস্থিতি করে, ঈশ্বর যাহার উদ্দেশ্য নহেন, কেবল ইহকালের ইন্দ্রিয়-সুখসাধনই যাহার প্রয়োজন, তত্ত্বজ্ঞগণ কায়মনোবাক্যে তাদৃশ কর্ম্ম পরিত্যাগে যত্নশীল

---

(৩৫) যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরোজনঃ।
সযৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনু বর্ত্ততে॥
(ভগবদ্গীতা।)

হয়েন। এইরূপ কর্ম্ম পরিত্যাগ নিমিত্ত দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয়গণের সংযমন করিতে হয়। ইন্দ্রিয়-দমন সামান্য ব্যাপার নহে, ইহাতে বিস্তর প্রলোভন, বিস্তর অবৈধ সংসারিকসুখ পরিত্যাগপূর্ব্বক সময়ে সময়ে ইন্দ্রিয়গণের একান্ত অপ্রীতিকর দুঃখকে অম্লানবদনে আলিঙ্গন করিতে হয়; সুতরাং ইহাকেই প্রকৃত তপস্যা বলা যায়। একমাত্র পরব্রহ্মাই যাঁহাদিগের প্রয়োজন তাদৃশ মহাত্মাগণ গৃহেই হউক বা বনেই হউক নিয়তই উক্তরূপ তপস্যাচরণ করিয়া থাকেন। জিতেন্দ্রিয় আত্মরত মহাত্মগণের গৃহাশ্রম ও বানপ্রস্থাশ্রম উভয়ই তুল্য। পক্ষান্তরে অজিতেন্দ্রিয় ধার্ম্মিকাভিমানী জনগণ গৃহে বা বনে কুত্রাপি শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। (৩৬) গৃহাসক্তিই শাস্ত্রে নিন্দিতরূপে উক্ত হইয়াছে, গৃহস্থাশ্রমের বাস্তবিক

---

(৩৬) ভয়ং প্রমত্তস্য বনেষ্বপি স্যাৎ।
যতঃ স আস্তে সহষট্ সপত্নাঃ॥
জিতেন্দ্রিয়স্যাত্মরতের্ব্বুধস্য।
গৃহাশ্রমঃ কিংনু করোত্য বদ্যং॥
(ভাগবত।)

বনেপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিনঃ।
গৃহেষু পঞ্চেন্দ্রিয় নিগ্রহ স্তপঃ॥ ইত্যাদি।

কোন দোষ নাই। রাজর্ষি জনক ও অম্বরীষ প্রভৃতি মহাত্মাগণ রাজাসনস্থ হইয়াও মুক্তিপদের অধিকারী হইয়াছেন। তবে ভিন্নরুচিবিশিষ্ট অশান্তিকর জন-সমাজ ও পরিবারবর্গের মধ্যে অবস্থিত হইয়া শান্তি-লাভ করা অবশ্যই কিছু কঠিন ব্যাপার সন্দেহ নাই। জনপদবাসীদিগের মধ্যে এরূপ দুশ্চরিত্র ব্যক্তি আছে যাহাদিগের বিদ্বেষ ও অসূয়া বহ্নিদ্বারা পবিত্র হৃদয়ও সন্তপ্ত হয়। অসুরপ্রকৃতি দুরাত্মারা চিরকালই যে, ভিন্নপ্রকৃতিক মহাত্মাগণের প্রতি বিদ্বেষভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে ইহার প্রমাণের অভাব নাই। ইত্যাদি কারণ বশতই পূর্ব্বকালীন ঋষিগণ অশান্তি-কর গ্রাম নগর পরিত্যাগ করিয়া হিংস্রজন্তুবিহীন শান্তিপ্রদ নদীতীরে ও পর্ব্বতকাননে বাস করিতেন। ইহাঁদিগের মধ্যে কেহ কেহ গৃহস্থ কেহ কেহ বা অন্য আশ্রমী ছিলেন। দস্যু তস্করাদির দৌরাত্ম্যে তপোবন সকলও অশান্তিপ্রদ হইতে পারে বলিয়া তপোধন মুনিগণ সামান্য ধনের সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া অতুল প্রভাব সত্বেও সামান্য কুটীরে বাস করিতেন। পরব্রহ্মই যাঁহাদিগের হৃদয়ের ধন, সামান্য ধনে তাঁহাদিগের প্রয়োজন কি? নিয়ত বেদাধ্যয়ন, পবিত্রযজ্ঞ ও তপোনুষ্ঠান নিমিত্ত

মুনিগণের আশ্রমপদ সকল পুণ্যতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ঋষিগণ কর্ত্তৃক নিসেবিত হওয়াতেই যে, গঙ্গা, যমুনা ও সিন্ধু প্রভৃতি নদ, নদী সকল পবিত্র-সলিলা হইয়াছে ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। উক্ত নদনদী সকলের "ঋষিযুষ্টাম্বু" নামই ইহার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।৮পৃথিবীর যে সকল জল ও স্থলভাগে ঈশ্বরপরায়ণ মহাত্মগণ বাস করেন, যে সকল স্থানে তাঁহাদিগের দ্বারা হরিগুণানুবাদ ও হরিপূজা হয় সেই সকল স্থানই যে, পুণ্যতীর্থরূপে মানিত হইয়া আসিতেছে শাস্ত্রে এ বিষয়ের প্রমাণের অভাব নাই। (৩৭) শাস্ত্রে তীর্থস্থানের যে লক্ষণ লিখিত হইয়াছে তাদৃশ পবিত্র স্থানে বাস করিলে মুমুক্ষুগণের যে, অপেক্ষাকৃত অধিকতর

---

(৩৭) সবৈ পুণ্যতমো দেশঃ সৎপাত্রং যত্র লভ্যতে।
বিম্বং ভগবতো যত্র সর্ব্বমেতচ্চরাচরং॥
যত্রহ ব্রাহ্মণকুলং তপোবিদ্যাদয়ান্বিতং।
যত্র যত্র হরেরর্চ্চা স দেশঃ শ্রেয়সাং পদং॥
(ভাগবত ৭ম স্কন্ধ, ১৪শ অধ্যায়।)

প্রভাবাদদ্ভুতাদ্ভূমেঃ সলিলস্যচ তেজসা।
পরিগ্রহান্মুনীনাঞ্চ তীর্থানাং পুণ্যতা স্মৃতা॥
(কাশীখণ্ড।)

শ্রেয়োলাভ হইতে পারে ইহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। সাধুসঙ্গ লাভই তীর্থবাস বা তীর্থভ্রমণের সাক্ষাৎ ফল। এই সাধুসঙ্গ হইতেই মানব অতি শীঘ্র মোক্ষফল প্রাপ্ত হয়। ভগবান্ কপিলদেব বলিয়াছেন, "আমার তত্ত্বজ্ঞ সাধুদিগের নিকটে গমন করিলেই হৃদয় ও কর্ণের প্রীতিকর আমার নানা কথা শ্রুত হয়, সুতরাং শ্রবণকারী ব্যক্তিগণের শীঘ্রই পরমেশ্বরে প্রথমতঃ শ্রদ্ধা তার পর রতি এবং পরিশেষে ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। (৩৮) সাধুগণই সাধারণের প্রকৃত গুরু, সাধুকৃপা ব্যতীত কেহ কখনো মুক্তিপথে দণ্ডায়মান হইতে পারেন না। এস্থলে এরূপ প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে যে, যে ভগবৎ-পরায়ণ সাধুগণের এরূপ মহিমা তাঁহাদিগকে জানিবার বা চিনিবার

(৩৮) সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসম্বিদঃ
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥
(ভাগবত, ৩য় স্কন্ধ, ২৫ অধ্যায়,
কপিলদেবহূতিসংবাদ।)

এস্থলে "মম" অর্থাৎ "আমার" এই শব্দটি অদ্বৈতভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, অতএব ইহা কপিল দেবের না হইয়া ঈশ্বরের সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। এইরূপ সর্ব্বত্রই জ্ঞাতব্য।

উপায় কি? অনেক ধর্ম্মধ্বজী অসাধু ব্যক্তি ও স্বার্থ-সাধনার্থ আপনাদিগকে সাধুরূপে পরিচিত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। ইহার উত্তর এই যে, যে সকল নরাধম, কপট-সাধুবেশ ধারণ এবং নিজে অধার্ম্মিক হইয়াও মুখে মাত্র ধর্ম্মকথা প্রকাশ করে তাহাদিগের সেই কপটতা চিরস্থায়ী হয় না। যাহারা ইন্দ্রিয়সংযম করিতে অভ্যাস করে নাই, ঈশ্বর যাহাদিগের লক্ষ্য নহেন তাহারা কত দিন জীবনের পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারে? সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কার্য্যকারীরা অচিরেই তদুপযুক্ত ফললাভ করে। কিয়ৎকাল সংসর্গ করিলেই সাধু অসাধুর পরিচয় পাওয়া যায়। এস্থলে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে, অজিতেন্দ্রিয়তা-দোষ দেখিয়াই নির্ব্বিশেষে সমুদায় ব্যক্তিকে ধর্ম্মধ্বজী অর্থাৎ কপট ধার্ম্মিক মনে করা উচিত নহে; কারণ এমত অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁহারা সৌভাগ্যবশতঃ সাধু-সঙ্গাদিনিমিত্ত ধর্ম্মপথের নূতন পথিক হইয়াছেন, অকপটে ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলেও সাধনাভাবে আশু দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয়গণের সংযম করিতে সমর্থ হয়েন নাই; কিন্তু তৎপক্ষে আন্তরিক ইচ্ছা আছে এই প্রকার ব্যক্তিদিগকে "প্রবর্ত্ত" বলা যায়। ইহাঁরা সাধু না হইলেও ধর্ম্মধ্বজিদিগের ন্যায় নিন্দার্হ নহেন, কেননা

ইহাঁরা ক্রমশঃ অসৎকার্য্য সকল পরিত্যাগ ও ঈশ্বরোদ্দেশ্যে সৎকার্য্য করিতে করিতে যথাকালে সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়েন। ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করাতেই ইহাঁরা প্রবর্ত্ত হইলেও ধার্ম্মিক-শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়া থাকেন। ধার্ম্মিকগণ প্রবর্ত্ত, সাধক ও সিদ্ধ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যাহাঁরা ধর্ম্মপথে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন মাত্র, কিন্তু সাধনে সমর্থ নহেন, তাঁহারা প্রবর্ত্ত, যাঁহারা অপেক্ষাকৃত অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহারা সাধক এবং যাঁহাদিগের সাধন সম্পূর্ণ হইয়াছে তাঁহারা সিদ্ধ নামে অভিহিত হয়েন। সাধকদিগের দ্বারাই জগতের বিশেষ হিতসাধন হইয়া থাকে। ইহাঁরাই কৃপা করিয়া বিষয়াশক্ত অজ্ঞান জনগণকে জ্ঞানোপদেশ করেন, ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দেন, তৃষ্ণার্ত্তকে জলপান করান, এবং রোগার্ত্তের সেবাশুশ্রূষা ইত্যাদি মহৎ কার্য্য সকল করিয়া থাকেন। সাধকগণের স্বভাব এই যে, ইহাঁরা ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তের সহিত মিত্রতা, অজ্ঞদিগের প্রতি দয়া এবং শত্রুর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। প্রবর্ত্তগণ স্বয়ং অসিদ্ধ সুতরাং তাহাঁদিগের দ্বারা উক্ত মহৎকার্য্য সকল সাধিত হইতে পারে না। সিদ্ধগণ, নিয়তই ব্রহ্মানন্দ বা সেবানন্দে নিমগ্ন, ইহাঁরা প্রায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য, সুতরাং এ অবস্থাতে তাঁহা-

দিগের সাধকের ন্যায় কার্য্য করিবার অবসর থাকে না। সিদ্ধগণের অন্য এক নাম "জীবন্মুক্ত" জীবিতাবস্থাতে মুক্তিলাভ করাতেই জীবন্মুক্ত নাম অন্বর্থ হয়।

ইতিপূর্ব্বে যে, প্রবৃত্তিলক্ষণ ও নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মের বিষয় লিখিত হইয়াছে এতদুভয় লক্ষণানুগত ধর্ম্ম বহুবিধ। এস্থলে সেই সমস্ত ধর্ম্মাঙ্গের সমুদয় বিবরণ প্রকাশ করা এক প্রকার অসম্ভব। সমুদায় স্মৃতিশাস্ত্র এবং সমুদয় জ্ঞান ও ভক্তিশাস্ত্র সেই সকল ধর্ম্ম বিবরণে পূর্ণ রহিয়াছে। এস্থলে অল্পাক্ষরে বর্ণধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম এবং সাধারণধর্ম্মের পরিচয়মাত্র দিয়া এ প্রসঙ্গের উপসংহার করা যাইতেছে। অন্যান্য সমুদয় ধর্ম্মই এই তিন মৌলিক ধর্ম্মের কোন না কোনটির অন্তর্গত। শিষ্টাচার বা সদাচার নামে কতকগুলি ধর্ম্মাঙ্গ আছে ইহাও বেদোক্তবৎ মান্য। সাধুদিগের আচরিত কর্ম্মই সদাচার নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

বর্ণধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতির যে, শাস্ত্রবিহিত পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম তাহাকেই বর্ণধর্ম্ম বলা যায়। বর্ণধর্ম্ম, সমাজরক্ষা ও জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়স্বরূপ। যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টি কর্ম্ম ব্রাহ্মণ-

জাতির, প্রজাপালন ও রাজ্যরক্ষা নিমিত্ত যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি ক্ষত্রিয় জাতির, কৃষি বাণিজ্য ও গোরক্ষাদি বৈশ্যজাতির, এবং দ্বিজাতিসেবা ও শিল্পকর্ম্মাদি শূদ্রজাতির স্বধর্ম্ম। (৩৯)

আশ্রমধর্ম্ম। গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও যতি এই চারি প্রকার আশ্রমীর যে, পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম ইহাই আশ্রমধর্ম্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

---

(৩৯) ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের যে লক্ষণ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে সেই লক্ষণ যদি বর্ণান্তরে দৃষ্ট হয়; অর্থাৎ ব্রাহ্মণের লক্ষণ যদি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রজাতীয় কোন ব্যক্তিতে বাস্তবিক দেখা যায়, তবে সেই লক্ষণ নিমিত্ত সেই ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্রকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই জানিতে হইবে। যেহেতু শমদমাদি লক্ষণ-দ্বারা যে, ব্রাহ্মণাদি ব্যবহার তাহাই মুখ্য, জন্ম নিমিত্ত নহে। জন্ম নিমিত্ত ব্রাহ্মণাদি ব্যবহারকে গৌণ বলা যায়। শাস্ত্রে এ বিষয়ের প্রমাণের অভাব নাই। যথা;—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসোবর্ণাভিব্যঞ্জকং।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥

(ভাগবত ৭ম স্কন্ধ, ১১শ অধ্যায়।)

দুঃখের বিষয় এই যে, শাস্ত্রের এই উদারমত অনেক দিন হইতে জাতীয় পক্ষপাতের পাদদলিত হইতেছে, এবং বোধ হয় এই নিমিত্তেই সুখময়ী ভারতভূমি বিজাতীয় পাদপ্রহারে দারুণ যন্ত্রণাভোগ করিতেছে।

যে ব্যক্তি যথাবিধি দারপরিগ্রহ করিয়া অতিথি-সেবাদি পঞ্চযজ্ঞ ও অন্যান্য কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠানে রত থাকেন তাঁহাকেই গৃহাশ্রমী বলা যায়। গৃহাশ্রমীর বহুবিধ কর্ত্তব্য শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। কর্ত্তব্য-পরায়ণ জিতেন্দ্রিয় গৃহস্থ, অন্যান্য সকল আশ্রমী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

ব্রহ্মচারী দ্বিবিধ যথা ;—উপকুর্ব্বাণ ও নৈষ্ঠিক। যে ব্রাহ্মণ, উপনয়নের পর গুরুকুলে বাস (৪০) ও সরহস্য সাঙ্গবেদ অধ্যয়নান্তে গৃহাশ্রম অবলম্বন করেন তাঁহাকে উপকুর্ব্বাণ এবং যিনি উক্তরূপ অধ্যয়নান্তে দারপরিগ্রহ অর্থাৎ বিবাহ না করিয়া চির-জীবন গুরুকুলে অবস্থিত হইয়া গুরুসেবা ও ঈশ্বরোপাসনা করেন তাঁহাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলা যায়।

বানপ্রস্থ ও যতি। গুরুকুলে অধ্যয়ন সমাপনান্তে যদি শক্তি থাকে সাধ্যমত গুরুদক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক যিনি বনগমন করেন তিনিই বানপ্রস্থ নামে অভিহিত হয়েন। বানপ্রস্থ ও যতির কর্ত্তব্যের অতি সামান্য মাত্র প্রভেদ আছে। বানপ্রস্থ, কোন জনপদে বাস করিতে পারেন না, বনমধ্যস্থ কুটির বা গিরি-

---

(৪০) গুরুকুল বলিতে এস্থলে বেদবেদাঙ্গাদি শাস্ত্রোপদেশ-কর্ত্তার বাসস্থান বুঝিতে হইবে।

গুহাদিতে অগ্নিস্থাপনপূর্ব্বক বাস করিতে হয় অগ্নিপক্ক কোন বস্তু ভোজন করা বানপ্রস্থ ও যতির সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, সূর্য্যপক্ক ফলাদি-দ্বারা জীবনধারণ করিতে হয়। ইহাঁরা প্রাত্যহিক প্রাণধারণোপযোগি ব্যতীত অধিক আহার্য্য সংগ্রহ করেন না। সংগ্রহ করা দূরে থাকুক কল্য কি খাইবেন তদ্বিষয়ে চিন্তা করাও বানপ্রস্থ ও যতির ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। ইত্যাদি কঠোর ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক নিয়ত ব্রহ্মোপাসনা করাই বানপ্রস্থ ও যতির মুখ্যকার্য্য।

সাধারণ ধর্ম্ম। মানবমাত্রেরই যে ধর্ম্মে তুল্যাধিকার অর্থাৎ যে ধর্ম্মে জাতি ও আশ্রমভেদ নাই তাহারই নাম সাধারণ ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম, সকল ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কেননা ইহা সকল ধর্ম্মের সার। শ্রীমদ্ভাগবতমতে এই ধর্ম্ম ত্রিংশৎ প্রকার, যথা;—সত্য, দয়া, তপস্যা, শৌচ অর্থাৎ পবিত্রতা, তিতিক্ষা অর্থাৎ শীতোষ্ণাদি সহন, যুক্তাযুক্ত বিচার, শম অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয় দমন, দম অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয় দমন, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ গৃহীপক্ষে ধর্ম্মপত্নীতে ঋতুকালমাত্রাভিগমন, ত্যাগ, স্বাধ্যায় অর্থাৎ শাস্ত্রাভ্যাসাদি, আর্জ্জব অর্থাৎ সরলতা, সন্তোষ, সাধুসেবা, ক্রমশঃ গ্রাম্য চেষ্টাত্যাগ, লোকচেষ্টাদর্শন অর্থাৎ অজ্ঞান জনগণের কার্য্য-

দৃষ্টে জ্ঞান-শিক্ষা, মৌন অর্থাৎ বৃথালাপ-ত্যাগ, আত্মানুসন্ধান, প্রাণিগণের যথাযোগ্য আহার দান, সকল ভূতে আত্মজ্ঞান, ভগবানের নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, সেবা, অর্চ্চনা, প্রণাম, দাস্য, সখ্য এবং আত্ম-সমর্পণ (৪১)। এই ত্রিংশৎ প্রকার সাধারণ ধর্ম্মের মধ্যে আত্মসমর্পণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পরমেশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করাকেই আত্ম-সমর্পণ বলা যায়। আত্ম-সমর্পণকারী ভক্ত, সংসারের সুখদুঃখে বিন্দু-মাত্র বিচলিত হয়েন না। সুখ ও দুঃখ উভয়কেই মঙ্গলময়ের মঙ্গল সংকল্পের ব্যাপার মনে করেন। সংসারের গুরুতর দুঃখের অভ্যন্তরে ইহাঁরা ভাবি

---

(৪১) সত্যং দয়া তপঃ শৌচং তিতিক্ষেক্ষাশমদমঃ।
অহিংসা ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ ত্যাগঃ স্বাধ্যায়মার্জ্জবং ॥
সন্তোষঃ সমদৃক-সেবা গ্রাম্যেহোপরমঃশনৈঃ।
নৃণাং বিপর্য্যয়ে হেক্ষা মৌনমাত্মবিমর্ষনং ॥
অন্নাদ্যাদেঃ সংবিভাগো ভূতেভ্যশ্চ যথার্হতঃ।
তেষ্বাত্মদেবতাবুদ্ধিঃ সুতরাং নৃষু পাণ্ডব ॥
শ্রবণং কীর্ত্তনঞ্চাস্য স্মরণং মহতাং গতেঃ।
সেবেজ্যাবনতির্দাস্যং সখ্যমাত্মসমর্পণং ॥
নৃণাময়ং পরোধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং সমুদাহৃতঃ।
ত্রিংশল্লক্ষণবান্রাজন্ সর্ব্বাত্মা যেন তুষ্যতি ॥
(ভাগবত ৭ম স্কন্ধ, ১১শ অধ্যায়।)

মঙ্গলের চিহ্ন দেখিতে পান সুতরাং ব্যাকুল হইবার কোন কারণ থাকে না। পরন্তু মাতৃক্রোড়গত শিশু সন্তানের ন্যায় আত্ম-সমর্পণকারী ভক্ত, আপনাকে ঈশ্বরের অভয় ক্রোড়স্থ মনে করিয়া পরম শান্তিলাভ করেন। এ প্রকার ভক্ত, বেদের বিধি-নিষেধের অপেক্ষা করেন না। অন্ধকার অপগত হইলে যেরূপ প্রদীপের প্রয়োজন হয় না একান্ত ভক্তের সম্বন্ধে সেইরূপ বেদের প্রয়োজন নাই। যথা ;—"এবং তৎ পরমং জ্ঞাত্বা বেদে নাস্তি প্রয়োজনং।" (ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ উত্তর গীতা) পরন্তু "যস্ত্বং বেদ কিমৃচা করিষ্যত" (শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি)।

পুরাণের লক্ষণ ও রূপকতা।

আর্য্যজাতির পুরাণ শাস্ত্র এমত সুপ্রসিদ্ধ যে, দ্বৈতাদ্বৈত উভয়বাদ-পরায়ণ পণ্ডিতগণই ইহার প্রতি অসাধারণ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন। বিশেষ বিচার করিয়া দেখিলে পুরাণকে বেদের ভাষ্য-স্বরূপ বলা যাইতে পারে। বেদে যেরূপ কনিষ্ঠ, মধ্যম ও জ্যেষ্ঠাধিকার ভেদে কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের বিষয় বিবৃত আছে, পুরাণেও সেই-রূপ অধিকারভেদ নির্ণীত হইয়াছে। বেদের ন্যায় পুরাণও দ্বৈতাদ্বৈত উভয় বাদ বিমিশ্র। বেদোক্ত বিষয়গুলি সাধারণের হৃদয়গ্রাহী করিবার নিমিত্ত পুরাণে নানা কৌশলে নানা কথাচ্ছলে বিবৃত হইয়াছে।

মহাপুরাণ ও উপপুরাণ ভেদে পুরাণ দ্বিবিধ। তন্মধ্যে মহাপুরাণের সংখ্যা অষ্টাদশ, উপপুরাণও অষ্টাদশ সংখ্যক বলিয়াই প্রসিদ্ধ; কিন্তু কতিপয় আধুনিক উপপুরাণ ইহার সংখ্যার বৃদ্ধি করিয়াছে। অষ্টাদশ মহাপুরাণ, সাত্ত্বিক, রাজস্ ও তামস ভেদে তিন প্রকার; তন্মধ্যে সাত্ত্বিক পুরাণই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

সাত্ত্বিক পুরাণের সংখ্যা সমুদয়ে ছয়খানি মাত্র। উপপুরাণেরও সাত্ত্বিকাদি প্রকারভেদ আছে। কেবল পুরাণশাস্ত্র বলিয়া নহে আর্য্য ঋষিগণ অন্যান্য শাস্ত্র এবং মানবগণের স্বভাব আহার বিহার ইত্যাদি সমস্ত বিষয়কেই সাত্ত্বিকাদি তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সাত্ত্বিক উত্তম, রাজস মধ্যম, এবং তামস অধমরূপে পরিগণিত হইয়াছে। নিতান্ত বিষয়াসক্ত মানবগণকে ক্রমশঃ সৎপথে আনয়নার্থ যাহাতে নানা প্রলোভন প্রদর্শিত হইয়াছে এবং যাহাতে পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ অতি অল্প অর্থাৎ যাহাতে ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গের কথাই অধিক চতুর্থ বর্গ মুক্তির বিষয় অতি সামান্যই উক্ত হইয়াছে তাহাকেই তামস পুরাণ বলা যায়। সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, ঊতি, মন্বন্তর, ঈশকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয় এইদশটি বিষয় মহাপুরাণে এবং সর্গ, বিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত এই পাঁচ বিষয় উপপুরাণে লিখিত আছে। (৪২)

(৪২) অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধমুক্তিরাশ্রয়ঃ॥
দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণং।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা॥
(ভাগবত ২য় স্কন্ধ।)

মহর্ষি বেদব্যাস এই সকল পুরাণের রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। মহাপুরাণ সকলের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত অমূল্য

অর্থাৎ সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উতি, মন্বন্তরকথা, ঈশকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয়। আশ্রয় শব্দে এস্থলে পরমেশ্বর। এই পরমেশ্বর-তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্তই মহাত্মারা পুরাণে অপর নয়টি লক্ষণ বর্ণন করেন। উক্ত দশটি লক্ষণের বিষয় নিম্নে বিশদরূপে লিখিত হইতেছে।

১ম, সর্গ।—পরমেশ্বর কর্তৃক প্রকৃতির পরিণতি দ্বারা আকাশাদি পঞ্চমহাভূত, শব্দ স্পর্শাদি মাত্রা, ইন্দ্রিয় সকল, অহঙ্কার ও মহত্তত্ত্বের যে উৎপত্তি তাহার নাম সর্গ।

২য়, বিসর্গ।—স্থাবরজঙ্গমাত্মক স্থূলজগতের উৎপত্তিই বিসর্গ-নামে উক্ত হয়। ব্রহ্মা এই সৃষ্টির প্রধান কারণ বলিয়া ইহাকে পৌরুষ সৃষ্টিও বলা যায়, কেননা ব্রহ্মার এক নাম পুরুষ।*

---

* হরিবংশ এবং ভাগবতের স্থলবিশেষে প্রকৃতিই ব্রহ্মা নামে অভিহিত হইয়াছেন যথা ;—

অব্যক্তং কারণং যত্তৎ নিত্যং সদসদাত্মকং।
প্রধানং পুরুষং তস্মান্নির্ম্মমে বিশ্বমীশ্বরঃ॥
তং বৈ বিদ্ধি মহারাজ ব্রহ্মাণমমিতৌজসং।
স্রষ্টারং সর্ব্বভূতানাং নারায়ণপরায়ণং॥

হরিবংশ ১ম অধ্যায়।

অতএব এতদনুসারে "বিসর্গ" সৃষ্টিকে প্রাকৃতিক সৃষ্টি বলা যায়। ভাগবতের "ব্রহ্মণঃ গুণবৈষম্যাৎ বিসর্গঃ পৌরুষঃ স্মৃতঃ।" এই শ্লোকার্দ্ধের "প্রকৃতির গুণবৈষম্য নিমিত্ত যে বিসর্গ তাহার নাম

রত্নস্বরূপ এক উপাদেয় গ্রন্থ। আধ্যাত্মিকতত্ত্ব-বিষয়ে ইহাকে অদ্বিতীয় বলিতে হইবে। পুরাণে

প্রাজাপত্য সৃষ্টি অর্থাৎ দক্ষপ্রভৃতি প্রজাপতিকর্তৃক যে প্রজাসৃষ্টি তাহাও এই বিসর্গসৃষ্টিরই অন্তর্গত। যাঁহারা এক বা বহুপত্নীতে বহুসন্তানসন্ততির উৎপাদন করিয়াছিলেন তাঁহারাই প্রজাপতি নামে অভিহিত হইয়াছেন। পুরাণে বিশ্বামিত্র কর্তৃক এক নূতন সৃষ্টির বিষয় লিখিত আছে, কতকগুলিন উদ্ভিদ্ সম্বন্ধেই বিশ্বামিত্রসৃষ্টির উপযোগিতা দৃষ্ট হয়। অতএব বোধ হয় মহর্ষি বিশ্বামিত্র ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদ্ সকলের পরস্পর সম্মিলন দ্বারা নূতন-বিধ ফলপুষ্পের সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা নামে অভিহিত হইয়াছেন।

পুরাণে সৃষ্টির বিস্তার যেরূপে উক্ত হইয়াছে তাহার সহিত ইউরোপীয় প্রাণীতত্ত্ববিৎ ডারুইন্ সাহেবের মতের প্রায়ই ঐক্য দেখা যায়। পুরাণে সর্ব্বাদৌ অতি সামান্য ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্ সৃষ্ট হইয়া উত্তরোত্তর বৃহৎ ও শ্রেষ্ঠতম উদ্ভিদ্ এবং প্রথমতঃ সামান্য অস্থিহীন প্রাণী সৃষ্টির পর ক্রমশঃ মনুষ্য পর্য্যন্ত অতিশ্রেষ্ঠ প্রাণী উৎপত্তির বিষয় সুস্পষ্ট লিখিত আছে। ডারুইন সাহেবেরও এই অভিমত, এস্থলে

পৌরুষ সৃষ্টি" এইরূপ অর্থই সহজে নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী মূর্ত্তিমান লোকপিতামহ ব্রহ্মার গুণবৈষম্য অসম্ভব বলিয়া ইহার উক্তরূপ অর্থ করেন নাই, সুতরাং এস্থলে স্বামিসম্মত অর্থই লিখিত হইল।

আখ্যান ও উপাখ্যান এই দুই প্রকার কথা আছে। স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া যাহা লিখা যায় তাহা আখ্যান,

---

পৌরাণিক সৃষ্টিসম্বন্ধীয় কয়েকটি প্রমাণ উদ্ধৃত হইল। বিজ্ঞান-রসজ্ঞ সহৃদয়গণ বিচার করিয়া দেখিবেন যথা,—

সপ্তমোমুখ্যসর্গস্তু ষড়্‌বিধস্তস্থুষাঞ্চয়ঃ।
বনস্পত্যোষধিলতা ত্বক্‌সারা বীরুধোদ্রুমাঃ।
উৎস্রোতসস্তমঃপ্রায়াঃ অন্তস্পর্শা বিশেষিণঃ।
তিরশ্চামষ্টমঃ সর্গঃ সোষ্টাবিংশদ্‌বিধোমতঃ।
অবিদো ভুরিতমসো ঘ্রাণজ্ঞা হৃদ্যবেদিনঃ।
অর্ব্বাক্‌ স্রোতস্তু নবমঃ ক্ষত্তরেকবিধোনৃণাম্‌।
রজোধিকাঃ কর্ম্মপরা দুঃখেচ সুখমানিনঃ।

(ভাগবত ৩য় স্কন্ধ, ১০ম অধ্যায়।)

অর্থাৎ উদ্ভিদ্‌গণের সৃষ্টিকে সপ্তম সৃষ্টি বলা যায়। এই সপ্তম সৃষ্টিই স্থাবরসম্বন্ধে প্রথম, ইহা ছয় প্রকার যথা,—বনস্পতি, ওষধি, লতা, ত্বক্‌সার, বিরুধ এবং দ্রুম। যাহারা পুষ্প ব্যতীত ফলবন্ত হয় তাহারা বনস্পতি, যাহারা ফল পাকিলেই মরিয়া যায় তাহারা ওষধি, যাহারা অন্য কোন বস্তুর আশ্রয় ব্যতীত থাকিতে পারে না তাহারা লতা, যাহাদিগের অন্তঃসার নাই কেবল ত্বকেই সার আছে তাহারা ত্বক্‌সার, আর যাহারা অন্যের আশ্রয় ব্যতীতও থাকিতে পারে অথচ লতাশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী তাহারা বিরুধ এবং যাহারা পুষ্পদ্বারা ফলবন্ত হয় তাহারা দ্রুম নামে অভিহিত হইয়াছে। এই সকল উদ্ভিদের ঊর্দ্ধে আহার

এবং অন্যের মুখে শুনিয়া যাহা লিপিবদ্ধ করা হয় তাহার নাম উপাখ্যান। *এই উপাখ্যানই পৌরাণিক

সঞ্চার হয় বলিয়া ইহাদিগকে উৎস্রোতা বলা যায়। ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি অব্যক্ত-চৈতন্য, কতকগুলি সামান্য স্পর্শ-বোধবিশিষ্ট এবং কতকগুলির অব্যবস্থিত পরিণামাদি বহুভেদ আছে।

তির্য্যক্ প্রাণীগণের সৃষ্টিকে অষ্টম সর্গ বলা যায়। ইহারা অষ্টাদশ প্রকার, তির্য্যক্‌ভাবে ইহাদিগের আহার সঞ্চার হয় বলিয়াই ইহাদিগের নাম তির্য্যক্ প্রাণী। ইহাদিগের কতকগুলি আগামী কল্য কাহাকে বলে জানে না অর্থাৎ সদাই জাত, সদাই মৃত হয়। কতকগুলি কেবল আহারমাত্র করে, কতক-গুলি ঘ্রাণজ্ঞ এবং কতকগুলি দীর্ঘানুসন্ধানশূন্য।

মনুষ্যসৃষ্টি নবম সর্গ। মানবগণের অধোভাগে আহার সঞ্চার হয় একারণে তাহাদিগকে অর্ব্বাক্‌স্রোতা বলা যায়। মানবগণ রজোধিক, কর্ম্মপরায়ণ এবং দুঃখেও সুখাভিমানী।

৩য়, স্থান।—সৃষ্টপদার্থের স্থিতি বা পরিপালনের নাম স্থান। এতৎসম্বন্ধে পুরাণশাস্ত্রে অনেক বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

৪র্থ, পোষণ।—ভক্তানুগ্রহের নাম পোষণ।

৫ম, উতি।—কর্ম্মবাসনাকে উতি বলা যায়। এই উতি, মুক্তির অন্তরায় একারণ এ সম্বন্ধে পুরাণে সুকৌশলে নানা উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

৬ষ্ঠ, মন্বন্তর।—বৈজ্ঞানিক ও পৌরাণিকভেদে মন্বন্তরকে দুই প্রকার বলা যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিক যথা,—জ্যোতিঃশাস্ত্রে

বিপুল কালবিভাগ, অর্থাৎ এককল্পের চতুর্দ্দশাংশ মন্বন্তর নামে কথিত হইয়াছে। সুস্থ ও সুখোপবিষ্ট ব্যক্তির শ্বাসপ্রশ্বাসান্ত-বর্ত্তিকালের নাম "প্রাণ" ছয় প্রাণে এক পল, ষাটিপলে একদণ্ড, ষাটিদণ্ডে এক নাক্ষত্র-অহোরাত্র, এইরূপ ত্রিংশৎ অহোরাত্রে এক মাস এবং দ্বাদশ মাসে এক বর্ষ হয়। এই এক বৎসরকে এক দিব্য-দিন বলা যায়। তিন শত ষাটি দিব্য-দিনে একদিব্য-বৎসর ও দ্বাদশ সহস্র দিব্য বৎসরে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারিযুগ হয়, এই চতুর্যুগের নাম মহাযুগ। এইরূপ একসপ্ততি মহাযুগকে এক মন্বন্তর বলা যায়। এস্থলে ইহাও প্রকাশ করা উচিত যে, চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে অথবা এক সহস্র মহাযুগে এক কল্প হয়, কল্পের অপর নাম ব্রাহ্ম-দিন। এই ব্রাহ্মদিবাবসানে যে প্রলয় হয় তাহা ব্রাহ্ম বা নৈমিত্তিক প্রলয় নামে শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। প্রলয় সমুদায়ে চারি প্রকার যথা,—দৈনন্দিন, ব্রাহ্ম, প্রাকৃতিক এবং আত্যন্তিক। প্রত্যহ যে প্রাণী বিনাশ হইতেছে ইহাকে দৈনন্দিন, প্রতিকল্পে পৃথিবীর বর্দ্ধিতাংশের সহিত যে প্রাণী বিনাশ হয় তাহাকে ব্রাহ্ম, দ্বিশত কল্পাবসানে অর্থাৎ একশত ব্রাহ্ম দিন ও এক-শত ব্রাহ্মী নিশান্তে যে সমুদায় জগৎ প্রকৃতিতে বিলীন হয় তাহাকে প্রাকৃতিক বা মহাপ্রলয় বলা যায়। পরন্তু জীবের কর্ম্মবন্ধ বিনাশের পর নির্ব্বাণমুক্তি প্রাপ্তিই আত্যন্তিক প্রলয় নামে উক্ত হয়।

উল্লিখিত জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত মন্বন্তরকালের সহিত পৌরাণিক মন্বন্তরকালের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে; কিন্তু কালিক পরিমাণ

ব্যতীত পুরাণে মনুবংশ বর্ণনাস্থলে "সায়ম্ভুব" প্রভৃতি মনুগণের জীবনবৃত্তসহ তাঁহাদিগের বংশের যে বৃত্তান্ত লিখিত আছে তাহাও মন্বন্তর নামে প্রসিদ্ধ। ভাগবতাদি পুরাণে এক এক মন্বন্তরকালের এক এক অধিপতির বিষয় লিখিত আছে। সমুদায়ে চতুর্দ্দশ মন্বন্তর, সুতরাং চতুর্দ্দশ জন মনু সেই সকল মন্বন্তরকালের অধিপতি। এই সকল মনুর নাম যথা,—স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি। এই সকল মনু, প্রজাপতি এবং ধর্ম্মশাস্ত্রকর্ত্তা। এক এক মনু অর্থাৎ তাহার বংশপরম্পরা এক এক মন্বন্তরকাল ব্যাপিয়া রাজ্যভোগ করেন। ইহাঁদিগের মধ্যে স্বায়ম্ভুবই আদি মনু, ইনি ব্রহ্মার পুত্র।

মৎস্যাবতার প্রসঙ্গে চাক্ষুষমন্বন্তরে এক ভয়ানক জলপ্লাবনের আশ্চর্য্য বিবরণ মহাভারত ও পুরাণে লিখিত আছে, উক্ত মন্বন্তরে সেই জলপ্লাবন দ্বারা সমুদায় পৃথিবী গভীর জলে নিমগ্ন হওয়াতে প্রায় সমস্ত প্রাণী বিনষ্ট হয় কেবল তাৎকালিক "সত্যব্রত" নামক রাজর্ষি যিনি পরে বৈবস্বত মনু হইয়াছেন তিনি ঈশ্বরকৃপাতে রক্ষা পান। সত্যব্রত, মৎস্যরূপী ভগবানের আদেশে স্বীয় পরিবার ও নানাজাতীয় জীবজন্তু, নানাবিধ ওষধি ও সপ্তর্ষিসহকারে ঈশ্বরদত্ত নৌকার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মৎস্যরূপী ভগবান্ সেই ভীষণ তরঙ্গসঙ্কুল একার্ণব জলে সত্যব্রতের নৌকা ধারণ এবং রক্ষা করেন। মহাভারতের বনপর্ব্বে লিখিত আছে যে, ঋষিগণের

আদেশে মহারাজ সত্যব্রত হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে তাঁহার নৌকা বন্ধন করেন একারণ সেই শৃঙ্গ "নৌবন্ধন" নামে বিখ্যাত হইয়াছে। অতঃপর সমুদ্রোচ্ছ্বাসের নিবৃত্তি হইলে সত্যব্রত, যথাস্থানে স্থিত হন, পরে তাঁহার ও তাঁহার রক্ষিত জীবজন্তুর বংশপরম্পরা ক্রমশঃ পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এইরূপ জলপ্লাবনের কথা সিরিয়া, গ্রীস ও আমেরিকার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশেও প্রচলিত আছে। বাইবল নামক খ্রীষ্টান-ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, যখন মনুষ্যেরা নানা পাপকার্য্যে রত হইল তখন পরমেশ্বর সমুদায় জীবজন্তুকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং তাৎকালিক পরম-ধার্ম্মিক "নোয়া" নামক ব্যক্তিকে কহিলেন, পৃথিবী পাপে পূর্ণ হইয়াছে অতএব আমি জলপ্লাবনের দ্বারা সমুদায় জীবজন্তু বিনষ্ট করিব। তুমি তিন শত হস্ত দীর্ঘ, পঞ্চাশ হস্ত প্রস্থ এবং ত্রিশ হস্ত উচ্চ এক সমুদ্রপোত নির্ম্মাণ করিয়া স্ত্রী পুত্র পুত্রবধু ও প্রতি পবিত্র পশুর সাতজোড়া, অপবিত্র পশুর দুই জোড়া, প্রত্যেক পক্ষীর সাতজোড়া এবং খাদ্য সামগ্রীসহকারে সেই নৌকাতে আশ্রয় গ্রহণ কর আমি তোমাদের রক্ষা করিব।

নোয়া উক্তরূপ কার্য্য করিলে সপ্তাহান্তে অবিশ্রাম বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া পৃথিবীকে এরূপ প্লাবিত করে যে, অতি উচ্চ পর্ব্বতের পনর হস্ত উচ্চে জল উঠিল। এইরূপে একশত পঞ্চাশ দিবস গত হইলে জল কমিতে লাগিল এবং সপ্তম মাসের সপ্তম

দিবসে আর্ম্মানি দেশের আরারাট পর্ব্বতের উপরে নোয়ার নৌকা সংলগ্ন হইল। পরে ক্রমশঃ জল সরিয়া গিয়া অবনি-মণ্ডল দৃষ্ট হইলে নোয়া সপরিবারে নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া পরমেশ্বরের পূজা করিলেন।

৭ম, ঈশানুচরিত।—মৎস্য-কূর্ম্মাদি নানা অবতার তদনু-বর্ত্তী মহাত্মাগণের কথার নাম ঈশানুকথা। বংশ ও বংশানু-চরিতাদিও ইহারই অন্তর্গত। মহাত্মাগণের জীবনচরিত্র পাঠ ও তৎসমালোচন দ্বারা চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন ও ঈশ্বরানুরক্তি বৃদ্ধি করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য, এইহেতু পুরাণে মহাত্মা-গণের জীবনবৃত্তান্তই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, এই উপলক্ষে নানা উপাখ্যানও বিবৃত হইয়াছে।

৮ম, নিরোধ।—মহাপ্রলয়ের নাম নিরোধ। মহাপ্রলয়ের বিষয় মন্বন্তরপ্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে।

৯ম, মুক্তি।—অবিদ্যাকল্পিত উপাধিমুক্ত হইয়া জীবের স্বরূপে অবস্থানকে মুক্তি বলা যায়। মুক্তির সাক্ষাৎ ও পরম্পরা নানাবিধ উপায় মহাপুরাণে লিখিত হইয়াছে।

১০ম, আশ্রয়।—সাক্ষাৎ পরমেশ্বরই "আশ্রয়"। এই আশ্রয়-লাভের নিমিত্তই মহাত্মারা উপায়স্বরূপ অপর নয়টি বিষয় বর্ণন করেন। অর্থাৎ ভিন্নরুচিবিশিষ্ট মানবগণের উপকারার্থ নানা কথাচ্ছলে ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝাইয়া দেওয়াই পুরাণের উদ্দেশ্য।

উপপুরাণের পঞ্চ লক্ষণ উক্ত দশ লক্ষণেরই অন্তর্গত, সেই পাঁচ লক্ষণ, যথা;—

অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য কথার মূল। (৪৩) পুরাণশাস্ত্রের উক্ত উপাখ্যান ও রূপকভাব সাধারণের পক্ষে নিতান্ত দুর্ব্বোধ, বহুজ্ঞতা ব্যতীত কেবল সংস্কৃত ভাষার বলে উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিগ্রহ হইতে পারে না। প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিগ্রহ অভাবেই পুরাণশাস্ত্র হইতে নানা কুসংস্কারের উৎপত্তি হয় এবং তজ্জন্য ইদানীং কেহ কেহ উক্ত শাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকেন। পুরাণপ্রবর্ত্তক মুনিগণ জ্ঞানগর্ব্ভশাস্ত্রেও সাধারণ কাব্যের ন্যায় কি নিমিত্ত রূপকভাব ও অদ্ভুত বর্ণনাদি করিয়াছেন তাহা সুচারুরূপে উপলব্ধি হয় না, বোধ হয় পূর্ব্বকালে উক্তরূপ লিপিপ্রণালীই জনসমাজের হৃদয়গ্রাহী ছিল। কেবল পুরাণ কেন, শ্রুতিশাস্ত্রে পর্য্যন্ত রূপক বর্ণন দৃষ্ট হয়। সে যাহা হউক মহোপকারী পুরাণ শাস্ত্রের প্রতি কোনরূপেই আমাদিগের উপেক্ষা

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশোমন্বন্তরানিচ।
বংশানুচরিতং বিপ্র পুরাণং পঞ্চলক্ষণং॥
(পুরাণবচনং।)

(৪৩) স্বয়ং দৃষ্টার্থকথনং প্রাহুরাখ্যানকং বুধাঃ।
শ্রুতস্যার্থস্য কথনমুপাখ্যানং প্রচক্ষতে॥
(বিষ্ণুপুরাণ।)

প্রদর্শন করা উচিত নহে। অল্পজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক পুরাণশাস্ত্রের ব্যাখ্যাই যে, প্রায়শ অনিষ্টোৎপাদন করে ইহা বলা বাহুল্য। শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পারিলেই জ্ঞানী হওয়া যায় না, যাঁহারা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে পারেন তাঁহারাই পণ্ডিত। যাঁহারা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও শাস্ত্রের প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন না, মহর্ষি ব্যাসদেব তাহাদিগের অধ্যয়নজনিত পরিশ্রমকে বৃথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন; কিন্তু মহাত্মা সুশ্রুত দুঃখের সহিত বলিয়াছেন, "যাহারা বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও তাৎপর্য্যার্থ অবধারণ করিতে পারে না, তাহারা চন্দনভারবাহী গর্দ্দভের ন্যায় কেবল বৃথা পরিশ্রম করে।" (৪৪)

---

(৪৪) যোহি বেদেচ শাস্ত্রেচ গ্রন্থধারণতৎপরঃ
নচ গ্রন্থার্থতত্ত্বজ্ঞস্তস্য তদ্ধারণং বৃথা।
ভারং স বহতে তস্য গ্রন্থস্যার্থং ন বেত্তি যঃ
যস্তুগ্রন্থার্থতত্ত্বজ্ঞো নাস্য গ্রন্থাগমোবৃথা
(মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৩০৭ অধ্যায়।)

যথা খরশ্চন্দনভারবাহী ভারস্য বেত্তা নতু চন্দনস্য।
এবং হি শাস্ত্রানি বহূন্যধীত্য চার্থেষু মূঢ়াঃ খরবদ্বহন্তি॥
(সুশ্রুত।)

পুরাণ, আধুনিক শাস্ত্র নহে অতি প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থে পুরাণের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, পুরাণ-শাস্ত্র "পঞ্চম বেদ" নামে প্রসিদ্ধ (৪৫) অতএব শিক্ষা-কল্পাদি বেদাঙ্গ-শাস্ত্রাপেক্ষাও পুরাণের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতে হইতেছে। বাস্তবিক পুরাণশাস্ত্র বেদেরই এক অংশবিশেষ; কিন্তু বর্ত্তমান পুরাণ-সকল সমালোচন করিয়া দেখিলে স্পষ্ট জানা যায় যে, এই সমস্ত পুরাণের কোন খানিই আদিগ্রন্থ নহে একখানি আদি ব্যাকরণ হইতে যে প্রকার ক্রমশঃ ব্যাকরণ শাস্ত্রের বহুতর গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে; এবং সেই সকল গ্রন্থ ব্যাকরণ নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, প্রচলিত পুরাণ সকলও সেইরূপ একখানি আদি পুরাণ সংহিতা হইতে ক্রমশঃ বহুলীকৃত হইয়া আসিয়াছে। মহর্ষি বেদব্যাস-কর্ত্তৃক পুরাণশাস্ত্র প্রথম বিস্তৃত হয় অতঃপর শিষ্যানুশিষ্যক্রমে

(৪৫) অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেদদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং।
(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্।)

সহোবাচ ঋগ্বেদং ভগবহধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণ চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চম।
(ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৭ প্রপ্রাঠক।)

যে সকল পুরাণ প্রণীত হইয়াছে তাহাও ব্যাসকৃত বলিয়াই প্রসিদ্ধ। মূলসংহিতা হইতে যে, শিষ্যানুশিষ্যক্রমে পুরাণশাস্ত্র বিস্তৃত হইয়াছে, ইহা কেবল যুক্তিযুক্ত কথা নহে শাস্ত্রেও ইহার বিশদ প্রমাণ পাওয়া যায়। (৪৬) রোমহর্ষণনামা সূতজাতীয় এক ব্যক্তি মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নিকট ইতিহাস ও পুরাণশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ঋষিসমাজে অসাধারণ সম্মান এমন কি ব্রাহ্মণত্ব পর্য্যন্ত লাভ করেন, সুমতি ও অকৃতব্রণ প্রভৃতি ছয়জন ঋষি ইহাঁর শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া ছয়খানি পুরাণসংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। (৪৭) অতঃপর ইহাঁরাও পুরাণ প্রণয়ন করিয়া পৌরাণিক নামে বিখ্যাত হন। পরন্তু বিষ্ণুপুরাণানুসারে অষ্টাদশ

(৪৬) ব্রহ্মন্নেতৎ সমাখ্যাতং শাখাপ্রণয়নং মুনেঃ।
শিষ্যশিষ্যপ্রশিষ্যানাং ব্রহ্মতেজো বিবর্দ্ধনং॥
(ভাগবত ১২শ স্কন্ধ, ৭ম অধ্যায়।)

(৪৭) সুমতিশ্চাগ্নিবর্চ্চাশ্চ মিত্রায়ুঃ পাংশপায়নঃ।
অকৃতব্রণোহথ সার্বণিঃ ষট্ শিষ্যাস্তস্য চাভবন্॥
(বিষ্ণুপুরাণ ৩য় অংশ, ৬ অধ্যায়।)

সুমতি প্রভৃতি ঋষিগণ সূতের শিষ্যত্ব স্বীকার করাতেই স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, পুরাকালে জাতিগত সম্মানাপেক্ষা গুণগত

জন বেদব্যাসের প্রমাণ পাওয়া যায়। (৪৮) যদিও পৌরাণিক মতভেদের সামঞ্জস্য রক্ষার নিমিত্ত কল্প-ভেদে এই সকল বেদব্যাস মানিত হইয়াছেন তথাপি এতদ্দ্বারা একমাত্র ব্যক্তি যে, ব্যাস নহে, পুরাণ-প্রণেতার সাধারণ নামই ব্যাস ইহা এক প্রকার প্রতিপন্ন হইতেছে; এই কারণবশতঃ পুরাণমাত্রই ব্যাসপ্রণীত বলিয়া লিখিত হওয়া অসঙ্গত নহে।

সম্মানেরই আধিক্য ছিল। গুণবত্তা নিবন্ধন শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারিতেন, তদভাবে ব্রাহ্মণ, শূদ্রবৎ ব্যবহৃত হইতেন। যথা—

সত্যং দানং ক্ষমাশীলমানৃশংস্য তপোঘৃণা।
দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥
শূদ্রেতু যদ্ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো নচ ব্রাহ্মণঃ॥
যত্রৈতৎ লক্ষ্যতে সর্ব্বং বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ॥

(মহাভারত বনপর্ব্বান্তর্গত অজগর পর্ব্বাধ্যায়।)

(৪৮) অষ্টাবিংশতি কৃত্বাবৈ বেদা ব্যস্তা মহর্ষিভিঃ।
বৈবস্বতেন্তরে হ্যস্মিন্ দ্বাপরেচ পুনঃ পুনঃ॥
বেদব্যাসা ব্যতীতা যে অষ্টাবিংশতিসত্তম।
চতুর্দ্ধাযৈঃ কৃতা বেদো দ্বাপরেষু পুনঃ পুনঃ॥

(বিষ্ণুপুরাণ ৩য় অংশ, ৩য় অধ্যায়।)

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, সমুদায় পৌরাণিকের গুরু-স্থানীয়। ইনি দ্বাপরযুগের শেষে মতান্তরে কলির প্রথমে মহর্ষি পরাশরের ঔরসে অনূঢ়া সত্যবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, ইনি যে কয়খানি পুরাণ-সংহিতা প্রণয়ন করেন তাহাও মূলসংহিতা নামে বিখ্যাত। (৪৯) বর্ত্তমান পুরাণ সকল উল্লিখিত মূলসংহিতা হইতেই প্রচারিত হইয়াছে। প্রচলিত পুরাণ সকলের মধ্যে কোন্‌খানি যে প্রথম প্রচারিত হইয়াছে, শাস্ত্রীয় প্রমাণের দ্বারা সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে তাহা নির্ণয় করা সহজ ব্যাপার নহে, পুরাণে এবিষয়ের যে প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয়। কোন স্থলে ব্রহ্মপুরাণের এবং কোন স্থলে বা পদ্মপুরাণের আদিমত্ব লিখিত আছে। (৫০)

---

(৪৯) কস্যপোহঞ্চ সাবর্ণী রাম-শিষ্যোঽকৃতব্রণঃ।
অধীমহি ব্যাসশিষ্যাচ্চত্বারো মূলসংহিতা ॥
(ভাগবত ১২ স্কন্ধ, ৭ অঃ।)

প্রথমং ব্যাসঃ ষট্ সংহিতাঃ কৃত্বা মৎপিত্রে রোমহর্ষণায় প্রাদাৎ ইত্যাদি, স্বামীকৃত টীকা।

(৫০) আদ্যং সর্ব্বপুরাণানাং পুরাণং ব্রাহ্মমুচ্যতে।
(শব্দকল্পদ্রুমধৃত বিষ্ণুপুরাণ।)

তত্র পদ্মপুরাণঞ্চ প্রথমং স প্রণীতবান্।
(তথা পদ্মপুরাণ।)

পরন্তু অধিকাংশ পুরাণেই অষ্টাদশ পুরাণের নাম ও লক্ষণ লিখিত থাকায় আরও গোলযোগের কারণ হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতানুসারে জানা যায়, বেদবিভাগ ও মহাভারতাদি শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াও বেদব্যাসের আত্মপ্রসাদ লাভ না হওয়াতে দেবর্ষি নারদের উপদেশক্রমে পরিশেষে শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়ন করেন। এতদ্দ্বারা ভাগবতের আপেক্ষিক আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন হয়; কিন্তু পদ্মপুরাণাদি প্রায় সমুদায় পুরাণেই এই ভাগবতের নাম ও লক্ষণাদি লিখিত হইয়াছে। ভাগবতেও অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও উপপুরাণের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, এতদ্দ্বারা হয় মহাপুরাণ ও উপ-পুরাণ সকলের সমসাময়িকতা না হয় তাদৃশ বচন প্রমাণের প্রক্ষিপ্ততা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণের মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণের ত্রিংশৎ বর্ষ পরে ভগবান্ শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতকে ভাগবতীয় কথা শ্রবণ করান। (৫১) কিন্তু ইহার পূর্ব্বে স্বীয় পিতা কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের নিকটে

---

(৫১) আকৃষ্ণনির্গমাৎ ত্রিংশৎ বর্ষাবধি গতে কলৌ।
নবমিতো নভস্যেচ কথারম্ভং শুকোকরোৎ॥
(পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ড, ৩য় অধ্যায়।)

তাঁহার ভাগবতসংহিতা পাঠের প্রমাণ পাওয়া যায়। চারিটী মাত্র শ্লোক হইতে ভাগবত প্রণীত হইয়াছে, এই চারিটী শ্লোকই আদি ভাগবত; এ কারণ শ্রীমদ্ভাগবত, "চতুঃশ্লোকীয় ভাগবত" নামে প্রসিদ্ধ। উক্ত চারিটী শ্লোক, বর্ত্তমান ভাগবতে পৃথক্‌রূপে লিখিত আছে। বদরিকাশ্রমবাসী নারায়ণ ঋষি চতুঃশ্লোকাত্মক ভাগবত প্রণয়ন করিয়া দেবর্ষি নারদকে উপদেশ করেন, পাণ্ডবদিগের স্বর্গারোহণের পর নারদের উপদেশক্রমে মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ইহার বিস্তার করিয়াছেন। শুকদেব এই বিস্তারিত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া মহারাজ পরীক্ষিতকে শ্রবণ করান, অতঃপর সূতকর্ত্তৃক ইহা আরও বিস্তারিতভাবে নৈমিষারণ্যবাসী শৌনকপ্রমুখ ঋষিসমাজে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (৫২) এইরূপে ভাগবত পুরাণ, শিষ্য-

---

(৫২) নৈমিষারণ্য একটী পবিত্র তীর্থস্থান, ইহা অযোধ্যা প্রদেশে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। অনেক তীর্থযাত্রী এই তীর্থে গতিবিধি করিয়া থাকেন। ইহার নৈমিষারণ্য নাম হইবার কারণ পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী ভাগবতের টীকাতে নিম্নলিখিত প্রকারে বর্ণন করিয়াছেন। ব্রহ্মা, জগৎসৃষ্টির পরে একটী মনোময় চক্র নির্ম্মাণ করিয়া সেই চক্র চালিত করেন, চক্রনেমী যে স্থানে যাইয়া গতিশূন্য হয়, ব্রহ্মা সেই স্থানের নৈমিষারণ্য নাম

প্রশিষ্যক্রমে বিস্তারিত হইয়া আসিয়াছে। কৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদ যেরূপ ভগবদ্গীতা নামে বেদব্যাস কর্ত্তৃক প্রচারিত, শ্রীমদ্ভাগবতও সেইরূপ সূত-শৌনক-সংবাদ লইয়া প্রণীত হইয়াছে; কিন্তু ঠিক কোন্ সময়ে কোন্ মহাত্মা কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছে তাহা জানিবার বিশদ উপায় নাই। (৫৩) যে সময়ে যে

রাখেন। "নেমিশীর্য্যতে কুণ্ঠী ভবতি যত্র তন্নেমিশং নেমিশমেব নৈমিসং।" (ভাগবত ১ম স্কন্ধ) এই নৈমিষারণ্য তপস্যার নিমিত্ত অতি প্রসিদ্ধ স্থান। পরন্তু বরাহপুরাণ অনুসারে জানা যায়, বিষ্ণু নিমেষকাল মধ্যে এই স্থানে দৈত্যগণকে পরাজয় করাতে ইহার নাম নৈমিষারণ্য হইয়াছে। কোন একটী প্রসিদ্ধ স্থানের নামের অর্থ নির্ণয় করিতে ইদানীং যে প্রকার নানা কল্পিত কথার সৃষ্টি হয় পূর্ব্বকালেও যে, সেই প্রকার হইত নৈমিষারণ্য বিষয়ক মতভেদদ্বারা তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। পৌরাণিক জনগণ এইরূপ মতভেদ সকলকে কল্পভেদমূলক স্বীকার করেন।

(৫৩) ভাগবতের অনার্যত্ব ও আধুনিকত্ব প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত কেহ কেহ বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু সেই অদ্ভুত চেষ্টা কোন মতেই ফলবতী হয় নাই। ইহাদিগের স্বকপোল-কল্পিত মতে মুগ্ধবোধব্যাকরণ-প্রণেতা পণ্ডিতবর বোপদেবই ভাগবত-প্রণেতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। ইনি

মহাত্মাকর্ত্তৃকই প্রচারিত হউক, এই পুরাণ যে অন্যান্য সমুদয় পুরাণের শীর্ষস্থানীয় ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

পুরাণাদি শাস্ত্রে রূপক বর্ণনার মধ্যে অতি গভীর অর্থ সকল নিহিত রহিয়াছে। যাঁহারা উহার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে পারেন না অথবা অনুসন্ধানের চক্ষে দেখেন না, তাঁহারা কল্পনাকেই সত্য মনে করিয়া নিতান্ত অযৌক্তিক অর্থ করেন। সেই অসদর্থ শ্রবণ করিয়া সাধারণ জনগণ ভ্রমে পতিত হইবেন

ন্যূনাধিক ছয় শত বৎসরের লোক সুতরাং ভাগবতও ছয় শত বৎসরের অধিক পুরাতন নহে।

এই অজ্ঞান-বিজৃম্ভিত ভ্রমপূর্ণ মতের প্রতিবাদ নিমিত্ত অধিক প্রয়াসের প্রয়োজন নাই সংক্ষেপে যাহা লিখিত হইতেছে ইহাই চূড়ান্ত হইবে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকে অনেকেই জানেন ইহাঁরই সমসাময়িক ও প্রধান শিষ্য "চিৎসুখাচার্য্য" যে, ভাগবতের টীকা লিখিয়াছেন তাহা অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই, প্রায় চারি শত বৎসরের বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামীকৃত ক্রমসন্দর্ভে চিৎসুখাচার্য্যের টীকা উদ্ধৃত হইয়াছে, ইউরোপ দেশের পণ্ডিতগণের মতে শঙ্করাচার্য্য এগার শত বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন; সুতরাং তৎসমসাময়িক চিৎসুখকেও এগার শত বৎসরেরই প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিতে হইতেছে। যে গ্রন্থের টীকাকর্ত্তা এগার শত বৎসরের লোক, সেই গ্রন্থ কত দিনের তাহা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

আশ্চর্য্য কি ? শাস্ত্রে ভূরি ভূরি রূপক বর্ণন আছে এস্থলে তাহার কয়েকটী মাত্র প্রমাণ স্বরূপ প্রদর্শিত হইতেছে যথা,—

১ম, দ্বাদশাদিত্য।—অস্মদ্দেশীয় আবালবৃদ্ধবনিতার নিশ্চিত বিশ্বাস এই যে, প্রলয়কালে দ্বাদশ সূর্য্য উদিত হইয়া অতি প্রখর কিরণদ্বারা পৃথিবীকে দগ্ধীভূত করিবে। জনসাধারণের এরূপ সংস্কার যে পৌরাণিক প্রমাণ দ্বারা সমুৎপন্ন হইয়াছে ইহা বলা বাহুল্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পুরাণের প্রকৃত বৈজ্ঞানিক অভিপ্রায় সাধারণের সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে সেই অভিপ্রায় এস্থলে লিখিত হইতেছে।

পুরাণে প্রচ্ছন্ন থাকিলেও জ্যোতিঃশাস্ত্রে সুস্পষ্ট লিখিত আছে যে, পৃথিবীর অবয়ব ক্রমশঃ বর্দ্ধিত

পরন্তু চিৎসুখাচার্য্য ভাগবতকে ঋষিপ্রণীত বলিয়া স্বীকার করাতে ইহার সমীচীনতা অধিকতর প্রতিপন্ন হইতেছে, অতএব এতদ্দ্বারা ভাগবতের অনার্ষত্ব ও আধুনিকত্ব-বাদি মতের শীর্ষদেশে যে, কঠোর বজ্রাঘাত হইল ইহা বলা বাহুল্য। কোন সুবিজ্ঞ পণ্ডিত ক্রমসন্দর্ভের টিপ্পনীতে লিখিয়াছেন—"এতেনেদং শ্রীমদ্ভাগবতং বোপদেবীয়মনার্ষমিতি বদতাং পাষণ্ডানাং মুখে বজ্রচপেটাঘাতো জাতঃ শ্রীচিৎসুখাচার্য্যস্ত পরম্প্রাচীনত্বস্য প্রসিদ্ধত্বাদিতি সুধীভিরাকলনীয়ং।"

হইতেছে (৫৪) পৃথিবীর অবয়বের এই পরিবর্দ্ধন নিমিত্ত পৃথিবী ও সূর্য্যের পরস্পর দূরত্বের যে ক্রমশঃ

বিষ্ণু-বিদ্বেষী শক্তিসাম্প্রদায়িক কোন কোন ব্যক্তি, ভাগবতকে অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করেন না। ইহাদিগের মতে দেবী-ভাগবত না'ম যে, শক্তি-প্রধান উপপুরাণ আছে তাহাই অষ্টাদশ পুরাণের অন্যতম। এই বিদ্বেষমূলক কথার কোন প্রমাণ নাই, অন্যান্য পুরাণে ভাগবতের যে লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা উক্ত মতের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। "যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্ম্মবিস্তরঃ। বৃত্রাসুরবধোপেতং তদ্‌ভাগবতমিষ্যতে॥" (মৎস্য পুঃ) অর্থাৎ যে পুরাণে গায়ত্রী অবলম্বনপূর্ব্বক বিস্তারিতরূপে ধর্ম্মবিষয় বর্ণিত হইয়াছে তাহাকেই ভাগবত বলিয়া জানিবে। দেবী-ভাগবত উক্ত লক্ষণের বিষয়ীভূত নহে। এই পুরাণে গায়ত্রী অবলম্বিত হয় নাই, এবং ইহাতে বৃত্রাসুর-বধের কথাও নাই। এরূপ আরও বহু প্রমাণ আছে, গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল না। পরন্তু অন্যান্য পুরাণে ভাগবতের যে শ্লোকসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে দেবী-ভাগতের সহিত তাহার ঐক্য নাই। কেবল "ভগবত্যা ইদং ভাগবতং" এই বুৎপত্তিবলে অভীষ্টসিদ্ধির আশা বাতুলতা মাত্র। পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন, "ভাগবতং নামান্যদিত্যপি নাশঙ্কনীয়ং" অর্থাৎ ভাবগত নামে অন্য পুরাণ আছে এরূপ সন্দেহও করিবে না। ভাগবতসম্বন্ধীয় বিরোধের বিশেষ বিবরণ ও শাস্ত্রযুক্তি জানিবার ইচ্ছা হইলে, "ভাগবতস্বরূপবিষয় শঙ্কানিরাশত্রয়োদশ" ইত্যাদি পুস্তক অধ্যয়ন কর্ত্তব্য।

(৫৪) বৃদ্ধিঃ বিধেরহ্নি ভুবঃ সমন্তাৎ
স্যাদ্ যোজনং ভূভবভূতি পূর্ব্বং।
ব্রাহ্মেলয়ে যোজনমাত্র বৃদ্ধেঃ
নাশোভুবঃ প্রাকৃতিকেঽখিলায়াঃ॥ (গোলাধ্যায়।)

ন্যূনত্ব হইয়া আসিতেছে ইহা সহজেই উপলব্ধি হয়। এই ন্যূনতা দ্বারা পৃথিবী, অল্পে অল্পে সূর্য্যের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তিনী হইতেছে। প্রলয়-কালে এরূপ নিকটবর্ত্তিনী হইবে যে, সৃষ্টিকালাপেক্ষা তৎকালে সূর্য্যকিরণ দ্বাদশগুণ অধিকতররূপে পৃথিবী-পৃষ্ঠে পতিত হইবে; সুতরাং সেই তীব্র তেজদ্বারা পৃথিবী পৃষ্ঠস্থ প্রাণীপুঞ্জের বিনাশ হওয়া নিতান্ত সম্ভাবিত। কোন কোন আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতের মতে দূরে সূর্য্যকিরণের যেরূপ প্রখরতা সূর্য্যমণ্ডলের নিকটে সেরূপ নহে, যতই সূর্য্যমণ্ডলের নিকটবর্ত্তী হওয়া যায় ততই তৎকিরণের তীব্রতার হ্রাস বোধ হয়। এই মত, মহাত্মা ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতির মতের সম্পূর্ণ বিপরীত।

২য়, বর্ণবিভাগ।—পুরাণে লিখিত আছে, পরমেশ্বরের মুখ, বাহু, উরু, ও চরণ এই চারিটী অঙ্গ হইতে ক্রমান্বয়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটী বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে (৫৫) এতদ্বিষয়ে অনেকেরই নিশ্চিত বিশ্বাস এই যে, সত্য সত্যই পরমেশ্বরের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং

(৫৫) মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণাঃ গুণৈর্ব্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥ ইত্যাদি।
(ভাগবত একাদশ স্কন্ধ।)

পাদ হইতে শূদ্রজাতির উৎপত্তি হইয়াছে, বাস্তবিক এরূপ বিশ্বাস ভ্রমাত্মক। পুরাণের প্রমাণে স্পষ্টই গুণানুসারে চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তির বিষয় লিখিত আছে; পরন্তু মহাভারতেও কর্ম্মানুরূপ জাতিবিভাগ হওয়ার বিষয় অতি বিশদরূপে উক্ত হইয়াছে, অতএব পরমেশ্বরের মুখ, বাহু, উরু ও চরণ যে, সম্পূর্ণ রূপকভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহের কারণ নাই। ব্রাহ্মণজাতির অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি স্বধর্ম্ম ইহা মুখের কার্য্য, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ-বিগ্রহাদি স্বধর্ম্ম ইহা বাহুর কার্য্য, বৈশ্যের কৃষি বাণিজ্যাদি স্বধর্ম্ম ইহা উরুর কার্য্য, এবং শূদ্রের দ্বিজসেবাদিই স্বধর্ম্ম। সমুদয় সেবার মধ্যে চরণ-সেবাকেই প্রধান বলিতে হইবে, সুতরাং উক্ত চতুর্ব্বর্ণের পরমেশ্বরের মুখাদি হইতে উৎপত্তি হওয়ার রূপক বর্ণনাটী অসঙ্গত হয় নাই। কোন কোন স্থলে ব্রহ্মার চারি অঙ্গ হইতে চারিবর্ণের উৎপত্তি লিখিত হইয়াছে, এস্থলেও প্রাগুক্ত কল্পনাই সুসঙ্গত হইতেছে।

৩য়, চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ।—এতদ্বিষয়ে অস্মদ্দেশীয় জনসাধারণের এইরূপ বিশ্বাস যে, রাহুনামক কোন জীবন্ত দৈত্যবিশেষ বৈরনির্যাতন মানসে সময়-

বিশেষে চন্দ্র ও সূর্য্যকে আক্রমণ ও গ্রাস করে। এই বিশ্বাস পৌরাণিক রূপক বর্ণনানুসারে সমুৎপন্ন হইয়াছে। বাস্তবিক কোন দৈত্যবিশেষের আক্রমণ বা গ্রাস নিমিত্ত গ্রহণ হয় না, পৃথিবীর ছায়াদ্বারা চন্দ্র এবং চন্দ্রের ছায়াপাত-দ্বারা সূর্য্য আচ্ছাদিত হইয়া থাকে, ইহাকেই গ্রহণ বলা যায়। গ্রহদিগের পাতস্থানস্থ ছায়ার নামই তমো বা রাহু, (৫৬) ছায়া ও গ্রহ সমসূত্রভাবে অবস্থিত না হইলে গ্রহণ হইতে পারে না বলিয়া গ্রহদিগের ছায়া সতত বর্ত্তমান থাকিলেও আমরা সর্ব্বদা গ্রহণ দেখিতে পাই না। এতদ্বিষয় মৎকৃত মৃণ্ময়ী নামক পুস্তকে শাস্ত্রোক্ত প্রমাণের সহিত বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে।

৪র্থ, কলিনিগ্রহ।—ভাগবতের প্রথম স্কন্ধ সপ্তদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, মহারাজ পরীক্ষিত স্বীয় রাজ্যে পাপ প্রবেশ করিয়াছে জানিতে পারিয়া তদুপশমোপলক্ষে দিগ্বিজয় নিমিত্ত বহির্গত হইয়া কুরুক্ষেত্রে দেখিতে পাইলেন যে, কোন রাজবেশধারী দস্যু এক গো-মিথুনকে পদপ্রহার করিতেছে। শুক্ল-

---

(৫৬) অতস্তত্তমোএবাত্র রাহুরাবরণং কিল। ইত্যাদি।
কুমুদিনী-পতিপাতো রাহুমাহুরিহ কেপিতমেব।
(গণিতাধ্যায়।)

বর্ণ বৃষের তিনখানি পদ ভগ্ন হইয়াছে এবং অতি কষ্টে একমাত্র পদে চলিতেছে। গাভীটি বৎসহীনা ক্ষীণা ও অশ্রুমুখী। এই বিসদৃশ ব্যাপার দেখিয়া মহারাজ অতিমাত্র দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া সেই রাজ-বেশধারী দস্যুকে তুমি কি নিমিত্ত এই নিরপরাধ গোমিথুনকে প্রহার করিতেছ? এই বলিয়াই বধ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন সেই রাজবেশধারী ব্যক্তি, পরীক্ষিতের শরণাপন্ন হইয়া প্রাণভিক্ষা চাহিলে ক্ষমা করিয়া লোভ,অসত্য, চৌর্য্য, দৌর্জ্জন্য, ধর্ম্মত্যাগ, কপটতা, কলহ ও দম্ভ এই সকলের সহিত তাঁহার রাজ্য হইতে স্থানান্তরে প্রস্থান করিতে আজ্ঞা করিলেন। পরীক্ষিতের সেই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া রাজবেশধারী ব্যক্তি বলিল, মহারাজ! আপনি সার্ব্বভৌম নৃপতি, এমতস্থান নাই যাহা আপনার অধিকৃত নহে, অতএব আমি কোথায় যাইব? কৃপা করিয়া আমার বাসের নিমিত্ত স্থান নির্দ্দেশ করুন। রাজর্ষি পরীক্ষিত, এইরূপ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া তাহার নিমিত্ত দ্যূত, পান, স্ত্রী, জীবহত্যা ও সুবর্ণ অর্থাৎ ধন-রত্ন এই পাঁচটী স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। ঐই পাঁচ স্থান নিয়তই মিথ্যা, মোহ, কাম, রজ এবং শত্রুতার আকরস্বরূপ। অতঃপর রাজর্ষি

পরীক্ষিত, সেই ধবল-বৃষের ভগ্নপাদত্রয়ের সুস্থতা-বিধান ও উৎপীড়িতা গাভীর দুঃখ মোচনান্তর স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

ভাগবতের এই বর্ণনাতে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, ধর্ম্ম স্বয়ং বৃষ ও পৃথিবী গাভীরূপ ধারণ করিয়া কলিকৃত তাৎকালিক দুরবস্থা রাজর্ষি পরীক্ষিতের গোচর করিয়াছিলেন, উল্লিখিত রাজবেশধারী ব্যক্তি কলি। ভাগবতের এই বর্ণনা পাঠ করিয়া আমরা কি ইহাই বুঝিব যে, ধর্ম্ম সত্য সত্যই বৃষ ও পৃথিবী সত্য সত্যই গাভীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, এবং সত্য সত্যই কলি রাজবেশ ধারণ করিয়া বৃষের তিন পাদ ভগ্ন ও গাভীকে উৎপীড়িত করিয়াছিল? বস্তুতঃ তাহা নহে। এস্থলে তপস্যা, শৌচ, দয়া ও সত্য, এই চতুষ্পাদাত্মক বলিয়া ধর্ম্মকে বৃষ, ও নানা-বিধ শস্য এবং ধন-রত্নরূপ দুগ্ধ প্রদান করে বলিয়া পৃথিবীকে গাভী বলা হইয়াছে। পরন্তু অধর্ম্ম-পরায়ণ অধীন রাজাবিশেষ এস্থলে কলি। শুক্লবর্ণ শব্দে সত্ত্বগুণ এইহেতু বৃষ ধবল এবং কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে বীরপুরুষগণ নিহত হওয়াতে পৃথিবীরূপ গাভী বৎসহীনরূপে বর্ণিত হইয়াছে। শস্য ও যজ্ঞহানিই ক্ষীণতার কারণ। কেবল ভাগবত নহে সমুদায় শাস্ত্রেই

ধর্ম্ম, বৃষ ও পৃথিবী গাভীরূপে বর্ণিত হইয়াছে। পৃথু-রাজার প্রসঙ্গে লিখিত আছে মহারাজ পৃথু পৃথিবীরূপা গাভী হইতে বিবিধ ধনরত্ন ও শস্যরূপ দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলেন। (৫৭) মহাকবি কালিদাসও তাঁহার "কুমার সম্ভব" কাব্যে হিমালয়ের বর্ণনাতে এবিষয় স্পষ্টাক্ষরে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, রাজর্ষি পরীক্ষিতের সময়ে ভারতবর্ষে তপস্যা, শৌচ ও দয়া এই তিন ধর্ম্মাঙ্গের ব্যতিক্রম ও অধার্ম্মিক দস্যু প্রায় রাজগণ-দ্বারা প্রজাপীড়নাদি উপস্থিত হওয়াতে রাজর্ষি পরীক্ষিত উক্ত তিন ধর্ম্মাঙ্গের পুনঃ প্রবর্ত্তন ও অধার্ম্মিক রাজগণের দণ্ডবিধান দ্বারা পৃথিবীতে শান্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন ইহাই রূপক বর্ণনার

---

(৫৭) দুগ্ধেমামোষধীর্বিপ্রাস্তেনায়ং স উশত্তমঃ॥
(ভাগবত ১ম স্কন্ধ।)

বিভ্রচ্চ বৈষ্ণবং তেজো বাহ্বো র্যাভ্যাং দুদোহ গাম্॥
(ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধ।)

শ্রীমদ্ভাগবতে মহারাজ পৃথু, ভগবানের নবম অবতাররূপে বর্ণিত হইয়াছেন। বিভূতির ন্যূনাধিক্যানুসারে অবতার নানাবিধ তন্মধ্যে পৃথু "শক্ত্যাবেশ" অবতার নামে উক্ত হইয়াছেন। এই পৃথু হইতেই আমাদিগের অধিষ্ঠানভূতা ধরণীর "পৃথিবী" নাম হইয়াছে। পৃথুর পূর্ব্বে অবনীমণ্ডল অতিশয় বন্ধুর

তাৎপর্য্যার্থ। (৫৮) পাপের নাম কলি এবং দ্যূত-ক্রীড়াদি পাঁচটী বিষয় পাপের প্রধান আশ্রয়স্থান।

৫ম, বিষ্ণুর নাভিপদ্ম।—মহাবিষ্ণুর নাভিপদ্ম ও তাহাতে ব্রহ্মার উৎপত্তির কথা অস্মদ্দেশীয় অনেকেই অবগত আছেন এবং অনেকেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন

অর্থাৎ নতোন্নত থাকাহেতু উত্তমরূপে কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিত না। মহারাজ পৃথু, অবনীর উক্ত উচ্চনীচাবস্থা বিদূরিত করিয়া কৃষিকার্য্যের অভূতপূর্ব্ব উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। মহারাজ পৃথু যে, কেবল কৃষিকার্য্যের তাদৃশ উন্নতি করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন এরূপ নহে, পৃথিবী হইতে প্রচুর ধনরত্ন প্রাপ্তির উপায় উদ্ভাবন করিয়া ও প্রজাবর্গের যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন। ইহা বলা বাহুল্য যে, পৃথুকর্ত্তৃক স্বর্ণরৌপ্যাদি নানা ধাতু এবং মণিমাণিক্যাদি বিবিধ রত্নরাজির আকর আবিষ্কৃত হইয়াছিল। পৃথুর পূর্ব্ববর্ত্তী অন্য কোন নৃপতিদ্বারা জগতের এতাদৃশ উন্নতিসাধন হয় নাই বলিয়া আর্য্য ঋষিগণ পৃথুকে "আদিরাজ" নাম প্রদান করিয়াছিলেন।

(৫৮) পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী তৎকৃত টীকাতে বৃষের ভগ্নপাদের সুস্থতা বিধানকে তপস্যাদির প্রবর্ত্তনই ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা,—

"এবং কলিং নিগৃহ্য বৃষস্য পাদান্ প্রতিসন্দধে, তপ আদীনি প্রবর্ত্তিতবানিত্যর্থঃ।"

(ভাগবত ১ম স্কন্ধ, ১৭ অধ্যায়।)

যে, মহাবিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে বাস্তবিকই এক পদ্মের উৎপত্তি হয়, তাহাতেই ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিয়া চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন। পুরাণের কল্পনা-তিমিরের মধ্যে যে, সত্যের আলোক প্রাপ্ত হওয়া যায় তদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, স্থাবরজঙ্গমাত্মক অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মহাবিষ্ণু এবং তন্মধ্যবর্ত্তিনী বসুন্ধরাই এস্থলে তাঁহার নাভিপদ্ম (৫৯) মানবগণের বীজপুরুষ ব্রহ্মা এই পদ্মে জন্মগ্রহণ করিয়া পদ্মযোনি নামে অভিহিত হইয়াছেন।

অতঃপর যে, বিরাট বা বিশ্বরূপ কল্পনার বিষয় লিখিত হইবে তদ্দ্বারা বিশ্বরূপই যে, মহাবিষ্ণু ইহা বিলক্ষণ হৃদ্বোধ হইতে পারিবে। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধ অষ্টম অধ্যায়ে পৃথিবীই যে, মহাবিষ্ণুর নাভিপদ্ম এ বিষয়ের স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়, যেহেতু এই নাভিপদ্ম দ্বারা ব্রহ্মার ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক সৃষ্টি করার বিষয় স্পষ্ট উক্ত

---

(৫৯) সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে পৃথিবীই ব্রহ্মাণ্ডের অর্থাৎ সৌর-জগতের মধ্যবর্ত্তিনী, সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহ ও উপগ্রহ সকল ধরণীকে প্রদক্ষিণ করে। সূর্য্যসিদ্ধান্ত, বেদাঙ্গের মূলগ্রন্থ একারণ পুরাণে তদুক্ত মতই পরিগৃহীত হইয়াছে।

হইয়াছে (৬০) আমাদিগের অধিষ্ঠান-ভূতা পৃথিবীর পৃথক্ পৃথক্ তিন অংশই যে, উল্লিখিত তিন লোক, সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি জ্যোতিষশাস্ত্রে তাহার বিশদ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অবনীর দক্ষিণভাগের নাম ভূর্লোক, মধ্যভাগের নাম ভুবর্লোক এবং উত্তর ভাগের নাম স্বর্লোক। পূর্ব্বকালে ভূর্লোকবাসিরা অসুর, ভুবর্লোকবাসিরা মানুষ এবং স্বর্লোকবাসিরা সুর বা দেবতা নামে অভিহিত হইতেন। উত্তর ভাগের লোকেরা অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ বলিয়াই বোধ হয় "দেব" নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। "দেব" শব্দ, অধিকাংশ স্থলেই শ্রেষ্ঠ অর্থে ব্যবহৃত হয়, কুল্লুকভট্ট মনূক্ত দেবনদী ও দেবনির্ম্মিত দেশের টীকাতে দেবশব্দের "শ্রেষ্ঠ" অর্থই প্রতিপাদন করিয়াছেন (৬১) অতএব বোধ হয় পৃথিবীর উত্তরাংশবাসিগণও শ্রেষ্ঠার্থেই দেবনাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পরিশেষে বিশেষ বক্তব্য এই যে, অনেকেই "ব্রহ্মা" শব্দে কেবল বেদপ্রচারক লোকপিতামহ

---

(৬০) তদা পদ্মকোষং প্রবিশ্য তমেকমেব পদ্মং ত্রিধা লোকত্রয়রূপেন ব্যভাঙ্ক্ষীৎ বিবভাজ। ইত্যাদি।

(ভাগবত ৩য় স্কন্ধ, ১০ম অধ্যায়, ৮ম শ্লোক-টীকা)

(৬১) দেবনদী দেবনির্ম্মিত শব্দৌ নদী দেশ প্রাশস্ত্যার্থৌ।

(কুল্লুকভট্ট।)

ব্রহ্মাকেই উপলব্ধি করেন বাস্তবিক তাহা নহে, প্রকৃতি ও নক্ষত্রবিশেষও ব্রহ্মানামে অভিহিত হয়। প্রকৃতির নামান্তর যে, ব্রহ্মা ইহার প্রমাণ ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রহ্মা নামক নক্ষত্রের প্রমাণ সূর্য্যসিদ্ধান্তে প্রাপ্ত হওয়া যায় যথা ;—"সপ্তর্ষীণা-মগস্ত্যস্য ব্রহ্মাদীনাঞ্চ কল্পয়েৎ ইত্যাদি।" জ্যোতিঃ-শাস্ত্রে সপ্তর্ষি, ব্রহ্মা ও অগস্ত্য প্রভৃতি নক্ষত্র এবং বৃহস্পতি, শুক্র প্রভৃতি যে সকল গ্রহের নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তৎপক্ষে কোন কোন মনস্বী ব্যক্তির অভিমত এই যে, উল্লিখিত গ্রহ নক্ষত্র সকল তত্তন্নামা ব্যক্তিকর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হওয়াতেই আবিষ্কর্ত্তার নামে অনুনামিত হইয়াছে। অর্থাৎ প্রজাপতি-পতি ব্রহ্মা যাহাকে আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার নাম "ব্রহ্মা।" বশিষ্ঠাদি সপ্তর্ষি যাহাকে আবিষ্কার করিয়াছেন সেই সপ্ত নক্ষত্রের সমষ্টি "সপ্তর্ষি" (৬২) এবং মহর্ষি অগস্ত্য

(৬২) বঙ্গদেশে যে, "সাতভেয়ে" নামে সপ্ত নক্ষত্রসমষ্টি প্রসিদ্ধ আছে, অনেকে তাহাকেই সপ্তর্ষি বলিয়া জানেন; বাস্ত-বিক্ ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম। সাতভেয়ের নক্ষত্রগুলি পরস্পর অতি নিকটবর্ত্তিভাবে পিণ্ডাকারপ্রায় দৃষ্ট হয় এবং উহার আকার অতি ক্ষুদ্র। সপ্তর্ষিগণ অপেক্ষাকৃত বিরল, উজ্জ্বল এবং অসরল দীর্ঘাকারভাবে অবস্থিত, উত্তরাকাশে নিয়ত উত্তর ধ্রুবকে

যাহার আবিষ্কর্ত্তা সেই দক্ষিণাকাশস্থ নক্ষত্র "অগস্ত্য" নামে পরিচিত হইয়া থাকে। এইরূপ অন্যত্র ও জানিতে হইবে। অথবা প্রস্তাবিত গ্রহ নক্ষত্র সকলের নামেই অগস্ত্যাদি মহর্ষিগণের নামকরণ হইয়াছে। প্রজাপতি দক্ষের সপ্তবিংশতি কন্যা অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রগণের নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যদুকুলধুরন্ধর বলদেবের মাতার নাম রোহিণী ও পত্নীর নাম রেবতী ছিল। অদ্যাপি কেহ কেহ স্বীয় কন্যার নাম রোহিণী ও রেবতী রাখিয়া থাকেন।

ষষ্ঠ, বিরাট।—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে জগৎকে ব্রহ্মময় বলা যায়। এই-হেতু শাস্ত্রে প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ পরমেশ্বরের বিরাটমূর্ত্তিরূপে কল্পিত হইয়াছে. পরমেশ্বরের এই বিরাটরূপেরই নামান্তর মহাবিষ্ণু। এক এক ব্রহ্মাণ্ড এই মহাবিষ্ণুর এক এক রোমকূপস্বরূপ। ব্রহ্মাণ্ডেরও অন্ত নাই, রোমকূপেরও অন্ত নাই। অনন্ত

প্রদক্ষিণ করিতেছে। সপ্তর্ষি হইতে ধ্রুব পর্য্যন্ত যে স্থান ইহা আকাশের তৃতীয় ভাগ। ইহার নাম "বিষ্ণুর ত্রিপদ।" যথা;—"ঊর্দ্ধোত্তরমৃষিভ্যস্তু ধ্রুবো যত্র ব্যবস্থিতঃ। এতদ্ বিষ্ণুপদং দিব্যং তৃতীয়ং ব্যোম্নি ভাস্বরং॥

(বিষ্ণুপুরাণ দ্বিতীয় অংশ, অষ্টম অধ্যায়।)

বলিয়া বেদে ইনি "সহস্রশীর্ষা পুরুষ" নামে অভিহিত হইয়াছেন। "সহস্র" শব্দ স্থলবিশেষে অনন্ত শব্দের অপর পর্য্যায়রূপে ব্যবহৃত হয়। সমুদয় ব্যষ্টি স্থূল জগতের আকর্ষক এবং কারণ বলিয়া এই মহাবিষ্ণু সংকর্ষণ ও কারণ-তোয়শায়ী নামেও নির্দ্দেশিত হয়েন।

ব্রহ্মাণ্ড, ঈশ্বরের স্থূলরূপ এবং তদন্তর্গত চতুর্দ্দশ ভুবন অঙ্গ প্রত্যঙ্গস্বরূপ যথা ;—ভুর্লোক; পাদদ্বয়, ভুবর্লোক; নাভি, স্বর্লোক; হৃদয়, মহর্লোক; বক্ষ, জনলোক; গ্রীবা, তপোলোক; স্তনদ্বয়, এবং সত্যলোক; তাঁহার মস্তক। পরন্তু অতল; ঈশ্বরের কটিদেশ, বিতল; উরু, সুতল; জানু, তলাতল; জঙ্ঘা, মহাতল; গুল্‌ফ, রসাতল; পাদাগ্র, এবং পাতাল পদতল। কেবল এইমাত্রই নহে উক্ত চতুর্দ্দশ ভুবনস্থ সমুদয় পদার্থ অর্থাৎ নদনদী, বৃক্ষ, পর্ব্বত, দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও মনুষ্যাদি জগদীশ্বরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিরূপে কল্পিত হইয়াছে। অসংখ্য প্রায় এই সকল কল্পনার কিয়দংশমাত্র এস্থলে লিখিত হইতেছে। যথা;—নদীসকল বিশ্বরূপ ঈশ্বরের নাড়ী, বৃক্ষগণ; রোমাবলী, বায়ু; শ্বাসপ্রশ্বাস, কাল; গমন, প্রাণীদিগের জীবনযাত্রা; ক্রীড়া, মেঘ; কেশকলাপ,

সন্ধ্যারাগ; বস্ত্র। পরন্তু ব্রাহ্মণ ঈশ্বরের মুখ, ক্ষত্রিয়; বাহু, বৈশ্য; উরু, এবং শূদ্র; পাদদ্বয়রূপে কল্পিত হইয়াছে। পরিশেষে উক্ত হইয়াছে যে, পরব্রহ্মের এই যে, বিশালবপু, মুমুক্ষুগণ আদৌ ইহাতেই মনোনিবেশপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিবে, এতদ্ব্যতীত আর কিছু নাই।" (৬৩) এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে তবে জড় জগৎই কি ঈশ্বর? বাস্তবিক তাহা নহে। পূর্ব্বেই

---

(৬৩) ভূর্লোকঃ কল্পিতঃ পদ্ভ্যাং ভুবর্লোকোঽস্য নাভিতঃ।
হৃদা স্বর্লোক উরসা মহর্লোকো মহাত্মনঃ॥
গ্রীবায়াং জনলোকোঽস্য তপোলোকঃস্তনদ্বয়াৎ।
মূর্দ্ধাভিঃ সত্যলোকস্তু ব্রহ্মলোকঃ সনাতনঃ॥
তৎকট্যাং চাতলং ক্লিপ্তমূরুভ্যাং বিতলং বিভোঃ।
জানুভ্যাং সুতলং শুদ্ধং জঙ্ঘাভ্যাং তু তলাতলং।
মহাতলং তু গুল্‌ফাভ্যাং প্রপদাভ্যাং রসাতলং।
পাতালং পাদতলত ইতি লোকময়ঃ পুমান্॥
(ভাগবত দ্বিতীয় স্কন্ধ, ৫ অধ্যায়।)

পরন্তু,—নদ্যোঽস্য নাড্যোঽথ তনূরুহাণি,
মহীরুহাবিশ্বতনোর্নৃপেন্দ্র!
অনন্তবীর্য্য শ্বসিতং মাতরিশ্বা,
গতির্বয়ঃ কর্ম্মগুণঃ প্রবাহঃ।
ঈশস্য কেশান্ বিদুরাম্বুবাহান্
বাসস্তু সন্ধ্যা কুরুবর্য্য ভূম্নঃ।

উক্ত হইয়াছে যে, পরমেশ্বর জগতের বিবর্ত্ত কারণ অর্থাৎ তিনি অবিকৃত থাকিয়া আপনাতে জগদ্রূপ কার্য্যের উৎপাদন করিয়াছেন। তৈলের কারণস্বরূপ তিল যেরূপ স্বরূপের অন্যথা করিয়া তৈলরূপে পরিণত হয়, পরমেশ্বর সে প্রকার জগৎরূপে পরিণত হয়েন নাই, তিনি অবিকারী। উত্তপ্ত লৌহপিণ্ডের সহিত অভিন্ন অগ্নি যেরূপ—"অয়োদহতি" এই বাক্যের বাচ্য, এবং ভিন্নরূপে লক্ষ্য হয়, জগৎ

ব্রহ্মাননং ক্ষত্রভুজো মহাত্মা,
বিড়ুরুরঙ্ঘ্রি শ্রিত কৃষ্ণবর্ণঃ।
নন্ধার্য্যতেহস্মিন্ বপুষি স্থবিষ্ঠে,
মনঃ স্ববুদ্ধ্যা ন যতোহস্তি কিঞ্চিৎ।
(ভাগবত ২য় স্কন্ধ, ১ম অধ্যায়।)

শাস্ত্রের তাৎপর্য্যের প্রতি মনোযোগ না করিয়া যাঁহারা ব্রাহ্মণাদি চারি জাতিকে সত্য সত্যই পরব্রহ্মের মুখাদি চারি অঙ্গ হইতে সমুৎপন্ন বলিয়া বিশ্বাস করেন তাঁহারা উল্লিখিত শাস্ত্রবাক্যের প্রতি বিশেষ মনোনিবেশ করিবেন। উক্ত প্রমাণ এবং "পুরুষস্য মুখং ব্রহ্মক্ষত্রমেতস্য বাহবঃ" ইত্যাদি ভাগবতীয় প্রমাণে জাতি-চতুষ্টয়ের কল্পনা সুস্পষ্টই প্রতীত হয়। মেঘমালা যেরূপ ঈশ্বরের কেশকলাপ নহে এবং সন্ধ্যারাগ যেরূপ বাস্তবিক বস্ত্র নহে, চারি জাতিও সেইরূপ তাঁহার মুখাদি অঙ্গ বা তাহা হইতে সমুৎপন্ন নহে।

প্রপঞ্চের সহিত অবিবিক্ত তদুপহিত চৈতন্য সেই-রূপ—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই বাক্যের বাচ্য ও বিবিক্তরূপে লক্ষ্য হয়েন।

ব্রহ্মাণ্ডই অশরীরী পরমেশ্বরের শরীর; একারণ শাস্ত্রে জগদীশ্বরের বিশাল বপু জগৎ ব্যতীত প্রত্যক্ষ আর কিছু নাই এরূপ উক্ত হইয়াছে। যেপর্য্যন্ত দেহাভিমানাদি রহিত না হয়, সেপর্য্যন্ত বিরাট বা বিশ্বরূপ অবলম্বন না করিয়া মানব কোনমতেই পরব্রহ্মের চৈতন্যস্বরূপ অনুভব করিতে সমর্থ হয় না; একারণ মুমুক্ষুগণের ব্রহ্মানুভব নিমিত্ত আদৌ পরিদৃশ্যমান জগতের অবলম্বন করিতে হয়। ইহাই সাকারোপাসনার মূল। পরন্তু অদ্বৈতবাদই ইহার কারণ। বিশাল বিরাট ভাবের সমষ্টি ধারণা সহজ ব্যাপার নয় বলিয়া আর্য্যঋষিগণ জগতের বিভূতিমান্ পদার্থবিশেষকে ব্যষ্টিরূপে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মোপলব্ধি করিতে উপদেশ করিয়াছেন। যে কোন পদার্থ অধিকতর গুণ ও শক্তির আধার, মানবগণ স্বভাবতই তাহাতে অনুরক্ত হইয়া থাকে, এই কারণবশতই বৈদিক ঋষিগণকে সূর্য্যদেবের (৬৪) উপাসক এবং ব্রহ্মবিদ্যা গায়ত্রীকে

(৬৪) সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে যাহা বিভূতিমান্ অর্থাৎ জগতের হিতকর ও বিশেষ শক্তি ও গুণযুক্ত তাহাই দেবতানামে নির্দ্দিষ্ট

সবিতার স্তুতিবাদ মাত্র বলিয়া বোধ হয়। বলা বাহুল্য যে, সূর্য্যের ন্যায় বিভূতিমান্ পদার্থ জগতে দ্বিতীয় নাই, অতএব ঋষিগণ যে, ব্রহ্মোপলব্ধি নিমিত্ত ইহাকে অবলম্বন করিবেন ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এতন্নিমিত্ত বৈদিক ঋষি এবং তাদৃশ সাকারোপাসক-দিগকে যাহাঁরা জড়োপাসক বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন তাঁহাদিগের সেই সিদ্ধান্ত যে সুসিদ্ধান্ত নহে, গায়ত্রীর অর্থ পর্য্যালোচনা করিলেই ইহা সুস্পষ্ট প্রতীত হয়। প্রাচীন ঋষিগণ ও পরবর্ত্তী পণ্ডিত সকল গায়ত্রীর যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এস্থলে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত ও অনুবাদিত হইল এতদ্দ্বারা গায়ত্রী যে, সূর্য্যের স্তুতি-

---

হইয়াছে, যথা ;—সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ ইত্যাদি। এইরূপ মনুষ্যাদিও দেবনাম প্রাপ্ত হইয়াছে, যথা,—"নরদেব" "ভূদেব" ইত্যাদি, শাস্ত্রে দেবগণ, তেত্রিশকোটি সংখ্যাতে বিভক্ত। যথা ;—"ত্রৈলোক্যে তৎত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটি সংখ্যা ভবেদিহ" (শব্দকল্পদ্রুম-ধৃত পদ্মপুরাণীয় উত্তর খণ্ড) যাহারা শাস্ত্রার্থে অনভিজ্ঞ তাহারা মনে করে পুরাণশাস্ত্রে তেত্রিশ-কোটি ঈশ্বর মানিত হইয়াছেন ; বাস্তবিক ইহা বিষম ভ্রম। পৃথিবীতে কোন জাতিই আর্য্য-ঋষিদিগের ন্যায় পরমেশ্বরের একত্ব স্বীকার করিতে পারেন নাই, অদ্বৈতবাদ ও "একমেবাদ্বিতীয়ং" শ্রুতিই ইহার প্রমাণ।

বাদ নহে, কিন্তু সূর্য্যেরও প্রকাশক পরম জ্যোতি-স্বরূপ পরব্রহ্মের তত্ত্বজ্ঞানাত্মকধ্যান ইহা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যধৃত যোগী-যাজ্ঞবল্ক্যের গায়ত্রী ব্যাখ্যানের অর্থ যথা;—"সবিতাদেবের ভর্গস্বরূপ অন্তর্যামী বরণীয় ব্রহ্মকে জন্মমৃত্যু বিনাশার্থ জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যরূপে চিন্তা করি, যে অন্তর্যামী পরমেশ্বর আমাদিগের বুদ্ধি-

---

কোন শাস্ত্রেই পরমেশ্বর দেবতা নামে অভিহিত হয়েন নাই, কিন্তু "দেব-দেব" অর্থাৎ দেবতারও দেবতা এই নামে স্তুত ও প্রার্থিত হইয়াছেন। দেবগণের মধ্যে গণদেবতাই প্রসিদ্ধ। ইহারা আদিত্য, তুষিত, বিশ্ব, সাধ্য, আভাস্বর, মারুত, মহারাজিক, রুদ্র ও বসু এই নয় শ্রেণীতে বিভক্ত। আদিত্যগণ দ্বাদশ, তুষিতগণ ত্রিংশৎ, বিশ্বগণ দশ, সাধ্যগণ দ্বাদশ, আভাস্বরগণ চতুঃষষ্টি, বায়ুগণ ঊনপঞ্চাশ, মহারাজিকগণ দুইশত কুড়ি, রুদ্রগণ একাদশ এবং বসুগণ অষ্ট সংখ্যক। যথা;—আদিত্যাস্তুষিতা বিশ্ব সাধ্যা ভাস্বর মারুতাঃ মহারাজিক্ রুদ্রাশ্চ বসবোগণদেবতাঃ॥ আদিত্যা দ্বাদশ প্রোক্তা স্তুষিতাস্ত্রিংশদেবহি। বিশ্বেদেবা দশ প্রোক্তা সাধ্যা-দ্বাদশ কীর্ত্তিতাঃ। আভাস্বরাশ্চতুঃষষ্টি র্বাতাঃ পঞ্চাশদূনকাঃ। মহারাজিক নামানো দ্বে শতে বিংশতিস্তথা। রুদ্রা একাদশ প্রোক্তা বসবোষ্টৌ সমীরিতাঃ। (শব্দকল্পদ্রুমধৃত শব্দরত্নাবলী।)

বৃত্তিকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বিষয়ে প্রেরণ করেন।” (৬৫)।

মহাভাগবত জীব-গোস্বামীকৃত তত্ত্বসন্দর্ভ গ্রন্থে যে, অগ্নিপুরাণীয় গায়ত্রীব্যাখ্যান উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার সংক্ষেপার্থ যথা;—“নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ এক-মাত্র জ্যোতিস্বরূপ পরব্রহ্মকে মুক্তির নিমিত্ত ধ্যান করি, জগতের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কারণস্বরূপ সেই ব্যাপনশীল পরম জ্যোতিকে কেহ কেহ শিব, কেহ কেহ শক্তি, কেহ কেহ সবিতা, কেহ কেহ বা অগ্নি নামে নির্দ্দেশ করেন।” (৬৬) শ্রুতিতে পরমেশ্বর

---

(৬৫) দেবস্য সবিতুর্ব্বর্চ্চো ভর্গমন্তর্গতং বিভুং।
ব্রহ্মবাদিন এবাহুর্ব্বরেণ্যং চাস্য ধীমহি।
চিন্তয়াম বয়ং ভর্গং ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তীঃ পুনঃ পুনঃ।
(যোগী যাজ্ঞবল্ক্যকৃত গায়ত্রীব্যাখ্যা।)

(৬৬) নিত্যং শুদ্ধং বুদ্ধমেকং সত্যং ভর্গমধীশ্বরং।
অহং ব্রহ্মপরংজ্যোতির্ধ্যায়েমহি বিমুক্তয়ে।
তজ্জ্যোতি র্ভগবান্ বিষ্ণুর্জ্জগজ্জন্মাদি কারণং।
শিবং কেচিৎ পঠন্তিস্ম শক্তিরূপং পঠন্তিচ।
কেচিৎ সূর্য্যং কেচিদগ্নিং দৈবতান্যগ্নিহোত্রিণঃ।
অগ্ন্যাদিরূপো বিষ্ণুর্হি বেদাদৌ ব্রহ্ম গীয়তে।
তৎ পদং পরমং বিষ্ণো র্দেবস্য সবিতুঃ স্মৃতং।
(তত্ত্বসন্দর্ভধৃত অগ্নিপুরাণীয় বচনং।)

"ইন্দ্রাদি" শব্দেও উক্ত হইয়াছেন, যথা—"ইন্দ্রো-মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" ইত্যাদি।

পরন্তু ভাগবতের ক্রমসন্দর্ভনামক টীকাতে প্রাগুক্ত জীবগোস্বামী, গায়ত্রী সম্বন্ধে যে, স্বাভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাও এস্থলে লিখিত হইতেছে যথা;—"এই ভর্গের কেবল সূর্য্যমণ্ডল মাত্রেই যে, অধিষ্ঠানত্ব আছে এমত নহে, গায়ত্রীর "বরেণ্য" শব্দ এবং ভাগবতের "পর" শব্দ দ্বারা ইহার পারমৈশ্বর্য্যতা পর্য্যন্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। অগ্নিপুরাণেও উক্ত হইয়াছে "সত্যস্বরূপ শিবস্বরূপ বিষ্ণুর সেই পরম পদ সূর্য্যমণ্ডলে ধ্যানদ্বারা দৃষ্ট হয়।" (৬৭) পরন্তু শ্রুতিতে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, "য আদিত্যে তিষ্ঠন্ আদিত্যাদন্তরঃ" অর্থাৎ যিনি সূর্য্যে থাকিয়াও সূর্য্য হইতে পৃথক্ হয়েন। ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা প্রাচীন

---

(৬৭) গায়ত্র্যর্থেন সূর্য্যঃ স্তুতস্তন্ন, পরমাত্মদৃষ্টৈব নতু স্বাতন্ত্র্যেণ ইতি অদোষঃ। যথা, ভাগবতে সনকবাক্যং "ব্রূহি নঃ শ্রদ্ধধানানাং ব্যূহং সূর্য্যাত্মনো হরেরিতি।" নচাস্য ভর্গস্য সূর্য্যমণ্ডলমাত্রাধিষ্ঠানত্বং, মন্ত্রে বরেণ্য শব্দেন অত্রচ গ্রন্থে পর-শব্দেন পারমৈশ্বর্য্যপর্য্যন্ততা দর্শিতত্বাৎ। তদেবাগ্নিপুরাণে-প্যুক্তং।

ধ্যানেন পুরুষোয়ঞ্চ দ্রষ্টব্যঃ সূর্য্যমণ্ডলে।
সত্যং সদাশিবং ব্রহ্ম তদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদং॥

ঋষিগণ যে, জড়োপাসক ছিলেন না, ইহা সুস্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হইতেছে।

বিরাটমূর্ত্তি কল্পনা সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিত হইল ইহা দ্বারাই পরমেশ্বরের রূপ-কল্পনাসম্বন্ধে আর্য্য ঋষিগণের প্রকৃত অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে, নানাভাবে পরমেশ্বরের নানা নাম-রূপ কল্পিত হইয়াছে। কোন স্থলে সত্ত্বরজতমোগুণে ত্রিনয়না ও দশদিক্ দ্বারা দশভুজা মূর্ত্তি মানিত হইয়াছে, স্থলবিশেষে সত্ত্বগুণে শুক্লবর্ণ, রজোগুণে রক্তবর্ণ, তমোগুণে কৃষ্ণবর্ণ, চতুর্ব্বর্গ চারি হাত ও চারিবেদ শঙ্খচক্রগদাপদ্মরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। যজ্ঞবরাহ একটি বিশেষ কল্পিত মূর্ত্তি। যজ্ঞীয় কুশ ইহাঁর রোমাবলী, যুপ; দন্ত এবং চারি বেদ; চারি পদ ইত্যাদি। (৬৮) এইরূপ যত মূর্ত্তিই থাকুক আধ্যাত্মিকভাবে

---

(৬৮) বেদপাদো যূপদংষ্ট্রঃ ক্রতুহস্তশ্চিতীমুখঃ।
অগ্নিজিহ্বো দর্ভরোমা ব্রহ্মশির্ষো মহাতপাঃ॥
অহোরাত্রে ক্ষণধরো বেদাঙ্গ শ্রুতিভূষণঃ।
আজ্যনাসঃ শ্রুবতুণ্ডঃ সামঘোষস্বনো মহান্।
সত্য ধর্ম্মময়ঃ শ্রীমান্ ক্রমবিক্রম সৎকৃতঃ।
* * * * * * *
ভূত্বা যজ্ঞবরাহোঽসৌ দ্রাগধঃ প্রাবিশদ্গুরুঃ॥
(হরিবংশ ২২৪শ অধ্যায়।)

সেই সকল মূর্ত্তির অর্চ্চনা করিবার উপদেশ সর্ব্বত্রই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তদভাবে অভীষ্টসিদ্ধ হয় না। আধ্যাত্মিক ভাব-বর্জ্জিত তামস উপাসনা অর্থাৎ প্রত্যক্ষ কোন পরিমিত জড়পদার্থই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর এইরূপ জ্ঞান যে, নিতান্ত নিন্দিত গীতাদি শাস্ত্রে তাহার প্রমাণের অভাব নাই (৬৯) এইরূপ

---

(৬৯) যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকং।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতং ॥
(ভগবদ্ গীতা, ১৮শ অধ্যায়।)

শঙ্করভাষ্যং যথা;—যত্ত্বিতি যত্তু জ্ঞানং কৃৎস্নবৎ সমস্তবৎ সর্ব্ববিষয়মিব একস্মিন্ কার্য্যে দেহে বহির্ব্বা প্রতিমাদৌ সক্ত এতাবানেবাত্মা ঈশ্বরোবা নাতঃপরমস্তীতি। যথা নগ্ন-ক্ষপণ-কাদীনাং শরীরান্তর্বর্ত্তি দেহ—পরিমাণোজীব ঈশ্বরোবা পাষাণা-দারূচ্চাদি মাত্র ইত্যেবং একস্মিন্ কার্য্যসক্তমহৈতুকং হেতুবর্জ্জিত-মযৌক্তিকং নিঃপ্রমাণকমতত্ত্বার্থবৎ অযথাভূতার্থবৎ যথা ভূতোর্থস্তত্ত্বার্থঃ সোঽস্য জ্ঞেয়ভূতোস্তীতি তত্ত্বার্থবদতত্ত্বার্থবৎ অহৈতুকত্বাদেবাল্পঞ্চাল্প-বিষয়ত্বাদল্পফলত্বাৎ বা তত্তামসমুদাহৃতং। তামসানাংহি প্রাণিনাং অবিবেকিনামীদৃশং জ্ঞানং দৃশ্যতে।

অত্র স্বামী, একস্মিন্ কার্য্যেদেহে প্রতিমা দৌবা কৃত্স্নবৎ পরিপূর্ণবৎ সক্তং এতাবানেবাত্মা ঈশ্বরোবা ইত্যভিনিবেশযুক্তমহৈতুকং নিরুপপত্তিকং অতত্ত্বার্থবৎ পরমার্থাবলম্বনশূন্যং অতএবাল্পং তুচ্ছং। অল্পবিষয়ত্বাদল্পফলত্বাচ্চ যদেবম্ভূতং জ্ঞানং তত্তাম-সমুদাহৃতং।

উপাসনাই জড়োপাসনা। অধ্যাত্মতত্ত্ববিৎ আর্য্য-ঋষিগণ জড় ও চৈতন্যের বিষয় যে প্রকার জানিতেন জগতে সে প্রকার আর কে জানিত? যাহারা জড় ও চৈতন্যের পৃথক্ত্ব জানেনা বা মানেনা সুতরাং দেহকেই আত্মা বলিয়া বিশ্বাস করে, আর্য্যঋষিগণ তাহাদিগকে "দেহাত্মবাদী" বলিয়া নিতান্ত শোচ্য বোধ করিয়াছেন।

পৌরাণিক রূপক বর্ণন উপলক্ষে যে, বিরাট বা বিশ্বরূপের বিষয় লিখিত হইল ইহা কেবল পুরাণেরই কথা নহে বেদ-আদি সকল শাস্ত্রেই এ বিষয় লিখিত আছে (৭০) বিরাট ও বৈরাজপুরুষের কথা থাকাতেই ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৯০ সূক্ত "পুরুষসূক্ত" নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এই বিশ্বরূপই সমুদায় সাকার পদার্থের আশ্রয় ও সাকার উপাসনার মূলতত্ত্ব। গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন, বিশ্বাধার পরমেশ্বরের রূপ দর্শনাভিলাষী হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাকে এই বিশ্বরূপই প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ভগবদ্গীতার ১১শ, অধ্যায়ে ইহা বিশেষরূপে লিখিত আছে।

---

(৭০) তস্মাদ্ বিরাড়জায়ত বিরাজো অধিপূরুষঃ।
সজাতো অতিরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথোপুরঃ।
(ঋগ্বেদ পুরুষসূক্ত ও সামবেদ অরণ্যসংহিতা।)

সমুদয় বেদের মূলমন্ত্র যে, ব্রহ্মবিদ্যা গায়ত্রী, বিশ্বরূপ তাহার অন্যতম অংশ ইহা ব্যাহৃতি নামে বিখ্যাত, ভূর্ভুবঃস্ব এই ত্রিলোকরূপ বিশ্বই ব্যাহৃতি। যোগি-যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন ;—"পূর্ব্বে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক ভূর্ভুবস্ব এই ত্রিলোকরূপ যে বিশ্ব ইহা পরমেশ্বরের দেহরূপে ব্যাহৃত অর্থাৎ কথিত হইয়াছে, এইহেতু এই তিনকে ব্যাহৃতি বলা যায়।" (৭১) ব্যাহৃতিদ্বারা জগদীশ্বরের সোপাধিকত্ব এবং গায়ত্রী দ্বারা তাহাঁর নিরুপাধিকত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, ব্যাহৃতি কার্য্য ও গায়ত্রী কারণস্বরূপের উদ্বোধনকর্ত্রী। কার্য্যকারণের অভিন্নতাপ্রতিপাদন ও কার্য্যদ্বারা কারণস্বরূপ পরব্রহ্মের উপলব্ধি করাই গায়ত্রীর তাৎপর্য্যার্থ।

এই বিশ্বরূপ, বেদে বিশ্বতোমুখ, বিশ্বতশ্চক্ষু, বিশ্বতোবাহু এবং বিশ্বতপাদ, অর্থাৎ সর্ব্বত্রই ইহাঁর মস্তক, সর্ব্বত্রই চক্ষু, সর্ব্বত্রই হস্ত ও সর্ব্বত্রই পাদ, এইরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। এতদনুসারে পুরাণাদি শাস্ত্রে ইহাঁর বহুবিধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, বসন, ভূষণ ও অস্ত্রশস্ত্রাদি পর্য্যন্ত কল্পিত হই-

(৭১) ভূর্ভুবঃস্বস্তথা পূর্ব্বং স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।
ব্যাহৃতাজ্ঞানদেহেন তেন ব্যাহৃতয়ঃ স্মৃতাঃ॥
(যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ।)

য়াছে। (৭২) এই অতি-কল্পনারূপ আবরণে মূল-তত্ত্বটি এরূপ আবৃত হইয়াছে যে, ইহা সাধারণের প্রায় অগোচর হইয়া পড়িয়াছে (৭৩) সে যাহা হউক, বিশ্বরূপ ও তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বরূপ আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত সমুদায় নাম-রূপময় জগৎ একমাত্র পরব্রহ্মের সত্তাকে আশ্রয় করিয়াই প্রতীত হইতেছে। এই নাম-রূপময় জগৎ "সোঽকাময়ত বহুস্যাং" অর্থাৎ পরমেশ্বর, কামনা করিলেন আমি অনেক হই, এই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য। নানা পাত্রস্থ জলে একমাত্র

---

(৭২) বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো।
বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ॥ (পুরুষসূক্ত)
অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনং।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধং।
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনং।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখং॥
(ভগবদ্গীতা ১২শ, অধ্যায়)

(৭৩) আর্য্যসন্তান যাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না অনার্য্যগণ তাহা বুঝিতে পারিবে ইহা কোনরূপেই সম্ভাবিত নহে; সুতরাং তাহারা আর্য্যশাস্ত্রের মহত্ত্ব না জানিয়াই তদুক্তমতের প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকে।

সূর্য্যই যেরূপ বহুরূপে দৃষ্ট হয়, স্বীয় মায়াশক্তিতে একমাত্র পরব্রহ্মই সেইরূপ বহুবিধরূপে প্রতীত হইতেছেন (৭৪)

স্থূলশরীরসমষ্টিতে উপহিত চৈতন্যই বিরাট। ইনি সর্ব্বদেহাভিমানী ও বিবিধরূপে অর্থাৎ দেব, তির্য্যক্ ও মনুষ্যাদি নানা প্রকারে বিরাজমান বলিয়া বিরাট নামে অভিহিত হইয়াছেন। ইনি সমস্ত ব্যষ্টিশরীরোপহিত চৈতন্যের আশ্রয়। বৃক্ষের সমষ্টি বনস্থ আকাশের সহিত, বনের ব্যষ্টি বৃক্ষস্থ আকাশের যেরূপ ভেদ নাই উক্তোভয় চৈতন্যেও সেইরূপ ভেদ নাই।

---

(৭৪) ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরুরূপমীয়তে।
(সদানন্দকৃত বেদান্তসার।)

এস্থলে ইন্দ্র-শব্দে পরমেশ্বরকে জানিতে হইবে। আর যদি ইহাঁকে দেবরাজ ইন্দ্র বল তবে ইন্দ্রে ব্রহ্মের আরোপ করিতে হইবে, কেননা ইন্দ্রের স্বাতন্ত্র্য নাই। বামদেব, আপনার সহিত পরমাত্মার অভেদ জ্ঞানে আপনাকে জগৎকর্ত্তা ভাবিয়া বলিয়াছেন, "অহংমনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি" (রামমোহন রায়কৃত বেদান্তসারধৃত বামদেব শ্রুতিঃ।) অর্থাৎ "আমি মনু হইয়াছি, আমি সূর্য্য হইয়াছি" জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদজ্ঞানে তত্ত্বজ্ঞানীদিগের এরূপ বলিবার অধিকার আছে, "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য ইহার প্রমাণ।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, যে বিরাট পরব্রহ্মের স্থূল হইতেও স্থূলরূপ, সেই বিরাট আবার অনন্ত পরমেশ্বরের একাংশরূপে বেদে উক্ত হইয়াছেন (৭৫) বেদ, বিরাটকে অনন্ত পরব্রহ্মের দেহস্বরূপ বলিয়া ভীত হইয়াই যেন আবার সেই অনন্তের এক অংশ-মাত্র বলিয়াছেন। সমস্ত শাস্ত্রের আশ্রয় বেদ, যাঁহার অন্ত পান নাই, অল্পবুদ্ধি মানব আর তাঁহার কিরূপে অন্ত পাইবে? এই হেতু ভাগবতে উক্ত হইয়াছে যে, "যে ব্যক্তি অনন্তের অনন্তগুণের পরিমাণ করিতে চেষ্টা করে সে নিতান্ত নির্ব্বোধ, কেননা কোন প্রকারে কখনও পৃথিবীর ধূলীকণা সকলেরও পরিমাণ করা যাইতে পারে; কিন্তু অখিল শক্তির

(৭৫) পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।

(সামবেদ অরণ্যসিংহিতা ৪র্থ খণ্ড।)

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতোজগৎ॥

(ভগবদ্গীতা ১০ম অধ্যায়।)

ঘটাকাশাদি ঔপাধিকআকাশ যেরূপ মহাকাশের অংশ, মায়োপহিত চৈতন্যও সেইরূপ অপরিচ্ছিন্ন পরব্রহ্মের অংশরূপে মানিত হইয়াছেন, বাস্তবিক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর বিভাগ-যোগ্য নহেন। এস্থলে ব্রহ্মস্বরূপাপেক্ষা অল্পার্থেই অংশশব্দের ব্যবহার হইয়াছে।

আধার পরমেশ্বরের শক্তির কোন রূপেই পরিমাণ হইতে পারে না। (৭৬)

৭ম, ত্রিপাদ ভূমি। বামনদেব যে, ত্রিপাদ ভূমি যাচ্ঞা করিয়া দৈত্যরাজ বলীকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন, একথা অস্মদ্দেশীয় অনেকেই অবগত আছেন। পৌরাণিক রূপক বর্ণনার তাৎপর্য্য যাঁহারা জানেন না, তাঁহারা নিতান্তই বিশ্বাস করেন যে, দৈত্যাধিপতি বলী, বামনদেবকে ত্রিপাদ-ভূমি দান করিলে তিনি অদ্ভুত বিরাটমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তিন পদে স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল এই তিন লোক আক্রমণ করিয়াছিলেন। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয় যে, "ত্রীণিপদা বিচক্রমে বিষ্ণুঃ।" এই বেদবাক্যের অর্থ ইদানীং যেরূপ সাধারণের অবিদিত রহিয়াছে প্রাচীন কালেও সেইরূপ ছিল, কেবল ঋষিরা ইহার অর্থ জানিতেন। বামনদেব এই বেদমন্ত্ররূপ অস্ত্র দ্বারা বলীকে পরাভূত করিয়াছিলেন, স্বয়ং ত্রিপাদবিশিষ্ট হইয়া সত্য সত্যই তিন পদে তিন লোক আক্রমণ করেন নাই। পূর্ব্বেই

(৭৬) যোবা অনন্তস্য গুণাননন্তাননুক্রমিষ্যন্ সতুবাল বুদ্ধিঃ।
রজাংসি ভূমের্গণয়েৎ কথঞ্চিৎ কালেন নৈবাখিল শক্তিধাম্নঃ॥
(ভাগবত ১১শ স্কন্ধ, ৪র্থ অধ্যায়।)

উক্ত হইয়াছে যে, উত্তর ধ্রুব হইতে সপ্তর্ষি পর্য্যন্ত যেস্থান অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের যে তৃতীয় ভাগ ইহাই বিষ্ণুর তৃতীয়পাদ নামে শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সপ্তর্ষি হইতে দক্ষিণ ধ্রুব পর্য্যন্ত অবশিষ্ট আকাশ-ভাগকে বিষ্ণুর অপর দুই পাদ বলা যায়। এই-রূপে খগোলকে তিন ভাগে বিভক্ত করিবার কারণ জ্যোতিঃশাস্ত্রে বিশদরূপে উক্ত আছে, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ ইহার কারণ। সূর্য্য, (মতান্তরে পৃথিবী) বিষুবদ্বৃত্ত হইতে একবার উত্তর দিকে উত্তর ক্রান্তিবৃত্ত পর্য্যন্ত, আবার তথা হইতে এইরূপে দক্ষিণ-দিকে দক্ষিণ ক্রান্তিবৃত্ত পর্য্যন্ত নিয়ত গতাগতি করে, এতদ্দ্বারাই সুতরাং খগোল, তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ দক্ষিণ ধ্রুব হইতে দক্ষিণ ক্রান্তি পর্য্যন্ত প্রথম ভাগ, দক্ষিণ ক্রান্তি হইতে উত্তর ক্রান্তি পর্য্যন্ত দ্বিতীয় ভাগ, এবং উত্তর ক্রান্তি হইতে উত্তর ধ্রুব পর্য্যন্ত তৃতীয় ভাগ, এইরূপ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। খগোলানুসারেই ভূগোলও বিভক্ত হয়, অর্থাৎ আকাশস্থ বিষুবদ্বৃত্তের নিম্নস্থ যে পৃথিবীপৃষ্ঠ তাহাকেও বিষুবদ্বৃত্ত বলা যায়, এইরূপ ক্রান্তিবৃত্ত প্রভৃতিকেও জানিতে হইবে। অতএব ভূমণ্ডলও উক্তরূপ তিন ভাগে বিভক্ত এবং বিষ্ণুর

ত্রিপাদ নামে কথিত হয়। এই ত্রিপাদ ভূমিই কৌশলক্রমে বামনদেব, তাৎকালিক সার্ব্বভৌম দৈত্যরাজ বলীর নিকট যাজ্ঞা করিয়াছিলেন। বলীর পুরোহিত মহর্ষি ভার্গব, এই নিগূঢ় অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াই বলীকে বামনদেবের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে নিষেধ করেন, কিন্তু বলী বামনের গূঢ়াভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়াই রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। বলী, ভাবিয়াছিলেন, ত্রিপাদ মাত্র ভূমি দান করিলে আর কি বিপদ্গ্রস্ত হইবেন। তিনি জানেন না যে, স্বর্গ মর্ত্ত পাতালাত্মক সমগ্র পৃথিবীই ত্রিপাদ ভূমি।

ত্রিপাদ ভূমির যে তাৎপর্য্যার্থ লিখিত হইল, বেদই যে ইহার মূল, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, যথা ;—"ত্রীণিপদা বিচক্রমে বিষ্ণু র্গোপা অদাম্যঃ। অতো ধর্ম্মাণি ধারয়ন্" নিরুক্তকার যাস্কঋষি ও শাকপূনি প্রভৃতি এই ঋঙ্মন্ত্রের ব্যাখ্যাতে ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক এই তিনকেই বিষ্ণুর ত্রিপাদ বলিয়াছেন। অতএব অষ্টাদর্শ বিদ্যাতে উক্ত মতই অনুসৃত হইল। পরন্তু মতিমান্ ভাস্করাচার্য্য স্বপ্রণীত গোলাধ্যায় গ্রন্থে পৃথিবীর দক্ষিণ কেন্দ্র হইতে উত্তর কেন্দ্র পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে ভূর্ভুবস্বঃ এই তিন লোকের

অবস্থান স্বীকার করিয়াছেন। (৭৭) সুতরাং পৃথিবীও বিষ্ণুর ত্রিপাদ ; কিন্তু নিরুক্তের ভাষ্যকার দুর্গাচার্য্য, আদিত্যকে বিষ্ণু এবং তাহার উদয়, অস্ত ও মধ্যাহ্ন কাল সম্বন্ধীয় গতিকে ত্রিপাদ বিক্ষেপ বলেন। দুর্গাচার্য্যের মতানুসরণ করিলে পূর্ব্বপশ্চিমে ত্রিলোক বিভাগ স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু জ্যোতিষ ও পুরাণাদি শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া এমতের আদর করা যাইতে পারে না। এস্থলে এমত প্রশ্ন হইতে পারে যে, পুরাণাদি শাস্ত্রে উপর্য্যধ ভাবে ত্রিলোকের অবস্থান মানিত হইয়াছে, অতএব গোলাধ্যায়ের সহিত উক্ত মতের বিরোধ হইতেছে। ইহার উত্তর এই যে, পুরাণাদির সহিত এবিষয়ে গোলাধ্যায়ের অনুমাত্র বিরোধ নাই, সকল শাস্ত্রেই পৃথিবী সম্বন্ধে সুমেরু অর্থাৎ উত্তর কেন্দ্র, সর্ব্বোর্দ্ধ রূপে মানিত হইয়াছে। লৌকিক ব্যবহারে যাহা অধোর্দ্ধরূপে মানিত হয় বাস্তবিক উহা অধোর্দ্ধ নহে। যে ব্যক্তি পৃথিবীপৃষ্ঠের যে স্থানে অবস্থান করে সে, সেই স্থানের স্বীয় মস্তকোপরিস্থ আকাশকেই ঊর্দ্ধ

(৭৭) ভূর্লোকাখ্যো দক্ষিণে ব্যক্ষদেশাৎ।
তস্মাৎ সৌম্যোয়ং ভুবঃ স্বশ্চমেরুঃ॥ ইত্যাদি।
(ভাস্করাচার্য্যকৃত গোলাধ্যায়।)

বলিয়া মানে, এরূপে অনেক অধোর্দ্ধ হইয়া পড়ে। একারণ উত্তর ধ্রুবের নিম্নস্থ পৃথিবীর উত্তর কেন্দ্রই ঊর্দ্ধরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। পৃথিবীস্থ সমুদয় মনুষ্যের সম্বন্ধে এই উত্তর কেন্দ্রই ঊর্দ্ধ; এবং এই কেন্দ্রের উপরিস্থ উত্তর ধ্রুব, ঊর্দ্ধের এবং সৌর জগতের শেষ সীমা।

লিপি বাহুল্য ভয়ে রূপক বর্ণনার তাৎপর্য্যার্থ প্রকাশের এই স্থলেই উপসংহার করিতে বাধ্য হইতেছি। পুরাণাদি শাস্ত্রে যত রূপক বর্ণনা আছে তাহার সম্যক্ দূরে থাকুক কিয়দংশ মাত্রেই এক খানি বৃহৎ গ্রন্থ প্রস্তুত হইতে পারে। এমত দুরূহ বর্ণনাও আছে যাহা মাদৃশ ব্যক্তির বুদ্ধি-গম্য নহে। অতি বর্ণনাই ইহার কারণ, এই অতি বর্ণন নিমিত্তই সহসা পুরাণকে বেদ হইতে স্বতন্ত্রশাস্ত্র বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবিক পুরাণ, সর্ব্বত্রই বেদের অনুসরণ করিয়াছে। বেদের অনুসরণ করাতেই পুরাণ, বৈদিক শাস্ত্র মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ইদানীন্তন কেহ কেহ বলেন, "বেদে যে সকল দেবদেবীর নাম মাত্রও নাই সেই সকল দেবদেবীর গুণ-বর্ণনাতেই পুরাণের অধিকাংশ ব্যাপ্ত রহিয়াছে এবং পুরাণ অতিবর্ণন-দোষে দূষিত" ইহার উত্তর এই যে, বেদেও নানা

দেবদেবী এবং তাঁহাদের উপাসনার বিষয় লিখিত আছে (৭৮) তবে বেদঅপেক্ষা পুরাণে অধিক দেবদেবীর কথা আছে সত্য; কিন্তু পাঁচটী দেবতার কথার যে তাৎপর্য্য দশটীরও তাহাই। দেবোপাসনার তাৎপর্য্য বেদেও যেরূপ পুরাণেও সেইরূপই লিখিত আছে। পরন্তু অতি-বর্ণন যদি দোষের কারণ হয়, সে দোষ পুরাণের নহে, তাহা পৌরাণিক আর্য্য-সমাজের রুচির দোষ।

ইতিপূর্ব্বে যে, মহাপুরাণের দশবিধ লক্ষণের বিষয় লিখিত হইয়াছে তাহার একটীও বেদবহির্ভূত নহে। কোন কোনটী সাক্ষাৎ ও কোন কোনটী পরম্পরা সম্বন্ধে বেদে উক্ত আছে। সেই পরম্পরা সম্বন্ধ কি প্রকার, এস্থলে তাহার সংক্ষেপে উল্লেখ করা

---

(৭৮) শতরুদ্রী এবং কৈবল্য উপনিষদে শিবের, গোপাল-তাপনীয় শ্রুতিতে কৃষ্ণের, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্রহ্মা ও সূর্য্য প্রভৃতির এবং দেবীসূক্তে কালীকার মাহাত্ম্যাদি বর্ণিত আছে। এতদনুসারে ভাগবতাদি পুরাণে বিষ্ণু ও কৃষ্ণের, শিবপুরাণাদিতে শিবের, শাম্বপুরাণে সূর্য্যের, কালীপুরাণে কালীকার এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে রাধিকার মাহাত্ম্যাদি বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে। পরন্তু ঋগ্বেদ সংহিতা যে, ইন্দ্রাদি নানা দেবতার স্তুতিবাদে পূর্ণ ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

যাইতেছে যথা ;—পুরাণে যে, সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় রাজগণের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে, বেদে তাহার কিছু-মাত্র লিখিত নাই ; কিন্তু বেদে জ্ঞান ও বৈরাগ্য উৎপাদনের বিশেষ বিধান রহিয়াছে। এই জ্ঞান বৈরাগ্য যাহাতে সহজে উৎপন্ন হয় তদর্থই পুরাণে রাজগণের জীবনচরিত বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে অতএব পৌরাণিক রাজবংশ বর্ণনের সহিত বেদেরও যে পরম্পরা সম্বন্ধ রহিয়াছে ইহা সহজেই অনুভুত হয়। (৭৯)

বৈদিকশাস্ত্রমধ্যে পুরাণ তৃতীয় শ্রেণীর শাস্ত্র, অর্থাৎ বেদ প্রথম, স্মৃতি দ্বিতীয় এবং পুরাণ তৃতীয়। তৃতীয় হইলেও পুরাণ, স্মৃতি-শাস্ত্রাপেক্ষা উদারতা-গুণে শ্রেষ্ঠ। এই শাস্ত্রে চতুর্বর্ণেরই অধিকার আছে। স্ত্রী, শূদ্র এবং দ্বিজবন্ধুগণের বেদ ও স্মৃতিতে

---

(৭৯) জ্ঞান বৈরাগ্য সমুৎপাদনের নিমিত্তই যে, পুরাণে মহৎ ব্যক্তিগণের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে ভাগবতে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা,—

"যথা ইমাস্তে কথিতা মহীয়সাং
বিতায় লোকেষু যশঃ পরে যুষাং।
বিজ্ঞানবৈরাগ্যবিবক্ষয়া বিভো
র্বচোবিভূতির্নতু পারমার্থ্যং॥"

অধিকার নাই (৮০) ইতিহাস এবং পুরাণই ইহাদের জ্ঞানলাভের উপায়। বেদের মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণভাগ অপেক্ষা জ্ঞানদাতৃত্ব বিষয়ে পুরাণের অধিকতর উপযোগিতা দৃষ্ট হয়, কেননা বেদের উক্ত দুই ভাগ প্রায় যজ্ঞাদি কর্ম্মের বিধানেই পূর্ণ।

কালসহকারে যৎকালে সাম্প্রদায়িকতার বিশেষ প্রাদুর্ভাব হয়, তৎকালে শাক্ত-বৈষ্ণবাদি সাম্প্রদায়িক পণ্ডিতগণ স্বস্ব মতপরিপোষক নূতন শ্লোক রচনা করিয়া ঋষিপ্রণীত পুরাণ শাস্ত্রের স্থানে স্থানে সন্নিবেশ করিয়াছেন; এবম্বিধ শ্লোককে প্রক্ষিপ্ত বলা যায়। প্রক্ষিপ্ত শ্লোকদ্বারা যে পুরাণের কত অনিষ্ট করা হইয়াছে জিগীষু পণ্ডিতগণ ইহা বুঝিতে

---

(৮০) ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিবর্ণের মধ্যে যাহারা স্বধর্ম্মের বিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন তাহাদিগকেই "দ্বিজবন্ধু" বলা যায়, পতিত বলিয়াই ইহারা স্ত্রীশূদ্রের ন্যায় বেদাধ্যয়নে অনধিকারী হয়। বাস্তবিক বেদবিরুদ্ধ ব্যবহারই বেদে অনধিকারের মুখ্য কারণ। বেদবাদী ব্রাহ্মণের ঔরষে ব্রাহ্মণকন্যাতে জন্মগ্রহণ করিয়াও যখন দ্বিজবন্ধুত্ব নিমিত্ত বেদাধিকারবর্জ্জিত হইতে হয় তখন জাতিত্ব এবিষয়ে মুখ্য কারণ হইতে পারে না। ধর্ম্মনিরত জিতেন্দ্রিয় স্ত্রীশূদ্রকে যে, বেদের অধিকার প্রদত্ত হয় নাই ইহা জাতীয় পক্ষপাতদুষিত এক প্রকার গৌণ কারণ।

পারেন নাই। তাঁহাদিগের প্রক্ষিপ্ত আধুনিক বচন আধুনিক সমাজে প্রাচীনতম পুরাণেরও আধুনিকত্ব প্রতিপাদন এবং মহর্ষি বেদব্যাসকে অসম্বদ্ধ প্রলাপ-কারীরূপে পরিচিত করিতেছে। কেবল এইমাত্রই নহে, পরধর্ম্মবিদ্বেষী কতিপয় পণ্ডিত-নামধারী ব্যক্তি, সম্প্রদায়-বিদ্বেষমূলক কতিপয় পুরাণেরও রচনা করিয়াছেন, এই সকল পুরাণ তত্তৎ প্রণেতা-গণের অভীষ্ট-দেবতার মাহাত্ম্য ও দেবতান্তরের নিন্দাবাদে কলঙ্কিত হইয়াছে। সম্প্রদায়-বিদ্বেষ যে, কিরূপ ভীষণ ব্যাপার তাহা সহৃদয় সমাজে অপরিজ্ঞাত নহে। কেবল লেখনীরূপ অস্ত্রদ্বারাই সম্প্রদায়-বিবাদের পর্য্যবসান হয় নাই এনিমিত্ত প্রকৃত অস্ত্রও পরিচালিত হইয়াছে; অতএব ইহা কেবল ধর্ম্মপথের অন্তরায় নহে, বহু অনর্থের হেতু-ভূত। (৮১) হা জগদীশ! জগতে কি এই মহান্

(৮১) কেবল ভারতবর্ষ নহে ইউরোপ খণ্ডেও রোমান্ কাথলিক ও প্রোটেষ্ট্যাণ্ট এই দুই খ্রীষ্টান্ সম্প্রদায়ে এক সময়ে সম্প্রদায়-বিদ্বেষমূলক তুমুল সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে। এজিদ ও হোসেনকে লইয়া মোসলমানদিগের মধ্যে কারবলা নামক স্থানে যে, ভীষণ যুদ্ধ হয়, সম্প্রদায়-বিদ্বেষই তাহার মূল। আজিও মুসলমান জাতি, সিয়া ও সুন্নি এই দুই প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত আছে। এতদ্ব্যতীত ইহাদের ধর্ম্মান্তর বিদ্বেষের কথা স্মরণ করিলে শরীর কণ্টকিত হয়।

অনর্থের তিরোধান হইবে না? যাহা মানবের পরমাশ্রয় সেই ধর্ম্মব্যাজে মানব সমাজে ভীষণ-কাণ্ডের অভিনয় হইতেছে। জ্ঞানী ব্যক্তি নহে কিন্তু ধার্ম্মিকাভিমানী গোঁড়াদিগের দ্বারাই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষরূপ দারুণ অনল প্রজ্জ্বলিত হইয়া থাকে; সুতরাং ইহা যে, তোমার মঙ্গলময় ইচ্ছার ব্যাপার নহে ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। কত মহাত্মা এই ভীষণ অনলে দন্দহ্যমান হইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। দয়াময়! এই ভীষণ অনল হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।

মানবগণের প্রকৃতিভেদই সম্প্রদায়ভেদের কারণ, এই নিমিত্ত পৃথিবীতে একমাত্র পরমেশ্বরকে লইয়া নানা ধর্ম্মভেদ দৃষ্ট হয়; কিন্তু ধর্ম্মভেদ থাকিলেও জ্ঞানীগণ, সম্প্রদায়-বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হয়েন না। শ্রীমদ্রূপ গোস্বামীর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে সম্প্রদায়-বিদ্বেষ পরিত্যাগের আবশ্যকতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শাস্ত্রপ্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, যথা,—

"হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন॥"

অর্থাৎ সকল দেবতার ঈশ্বর হরিকেই সর্ব্বদা আরাধনা করিবে; কিন্তু ব্রহ্মাদি অন্য দেবতাগণকে

কখনও অবজ্ঞা করিবে না। পরন্তু পুষ্পদন্তকৃত মহিম্ন-স্তোত্রে লিখিত আছে ;—

"ত্রয়ী সাঙ্খ্যোযোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতিচ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃনামেকো গম্যস্তমসি পয়সামর্ণব ইব ॥"

অর্থাৎ বেদত্রয়, সাঙ্খ্য, যোগ, পাশুপত এবং বৈষ্ণব মত, এই সকল ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত (অবশ্যই কোনটী অপেক্ষাকৃত কিছু ভাল, কোনটী অপেক্ষাকৃত কিছু মন্দ) হইলেও যাহার যে মত তিনি তাহাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেন। রুচির বৈচিত্র্যহেতু এইরূপ নানা পথগামী মানবগণ, ঋজুকুটিলগামিনী নদী সকলের সমুদ্রপ্রাপ্তির ন্যায় একমাত্র পরমেশ্বরকেই প্রাপ্ত হয়।

কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ শতাব্দি পূর্ব্বে যে মহাত্মা বেদান্ত শাস্ত্রোক্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম বঙ্গদেশে প্রচার করেন সেই মহানুভব রামমোহন রায়, সম্প্রদায়-বিদ্বেষ পরিত্যাগ ও ভ্রাতৃভাব সম্বর্দ্ধনের নিমিত্ত সধর্ম্মাবলম্বী জনগণের সম্বন্ধে যে, "সবিনয় প্রার্থনা" পত্র প্রকাশ করিয়াছেন উপাদেয় বোধে তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে ;—

যাঁহারা এই বেদ-বাক্যে বিশ্বাস রাখেন যে, "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম," "নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুংশক্যো ন চক্ষুষা। অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥" অর্থাৎ "ব্রহ্ম, কেবল একই দ্বিতীয়-রহিত হয়েন," "সেই পরমাত্মাকে বাক্যের দ্বারা ও মনের দ্বারা অথবা চক্ষু দ্বারা জানা যায় না; তত্রাপি জগতের মূল ও আশ্রয় অস্তিরূপ তেঁহ হয়েন, এই প্রকারে তাঁহাকে জানিবেক; অতএব অস্তিরূপ যে ব্যক্তি জানিতে না পারে তাহার জ্ঞান-গোচর তেঁহ কিরূপে হইবেন?" এবং এই বাক্যানু-সারে আচরণে যত্ন করেন "যথৈবাত্মা পরস্তদ্বৎ দ্রষ্টব্যঃ শুভমিচ্ছতা। সুখদুঃখানি তুল্যানি যথাত্মনি তথা পরে।" অর্থাৎ "কল্যাণেচ্ছু ব্যক্তি, যেমন আপনাকে সেইরূপ পরকেও দেখিবেন, সুখ ও দুঃখ যেমন আপনাতে হয় সেইরূপ পরেতেও হয় এমত জানিবেন।" তাঁহাদের কর্ত্তব্য এই যে, স্বদেশীয়দের মধ্যে যে ব্যক্তিতে এই এই নিষ্ঠা ও আচরণ দেখেন তাঁহাদের সহিত অতিশয় প্রীতি করেন, যদ্যপিও তাঁহারা ঐ সকল শ্রুতির সাক্ষাৎ অধ্যয়ন না করিয়া তাহার তাৎপর্য্যার্থের দ্বারা পরমেশ্বরেতে তৎপর হইয়া থাকেন। দশনামা সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেকে

এবং গুরু নানকের সম্প্রদায়, ও দাদুপন্থী, ও কবির-পন্থী এবং সন্তমতাবলম্বী প্রভৃতি, এই ধর্ম্মাক্রান্ত হয়েন; তাঁহাদের সহিত ভ্রাতৃভাবে আচরণ করা আমাদের কর্ত্তব্য হয়। ভাষা বাক্যই কেবল তাঁহাদের অনেকের উপদেশের দ্বার এবং ভাষা, উপাসনার উপায় হইয়াছে। অতএব তাঁহাদের পরমার্থ-সাধনে সন্দেহ আছে এমত আশঙ্কা করা উচিত নহে; যেহেতু যাজ্ঞবল্ক্য, বেদগানে অসমর্থদের প্রতি কহিয়াছেন যে,—

"ঋগ্‌গাথা পণিকা দক্ষবিহিতা ব্রহ্মগীতিকা।
গেয়মেতৎ তদভ্যাসাৎ পর ব্রহ্মাধিগচ্ছতি।
বীণাবাদনতত্ত্বজ্ঞঃ শ্রুতিজাতিবিশারদঃ।
তালজ্ঞশ্চাপ্রয়াসেন মোক্ষমার্গং নিয়চ্ছতি॥"

অর্থাৎ "ঋক্‌সংজ্ঞক গান ও গাথাসংজ্ঞক গান ও পণিকা এবং দক্ষবিহিত গান ব্রহ্মবিষয়ক এই চারি প্রকার গান অনুষ্ঠেয় হয়; মোক্ষ সাধন যে, এই সকল গান, ইহার অভ্যাস করিলে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। বীণা বাদনে নিপুণ ও সপ্ত স্বরের বাইশ প্রকার শ্রুতি ও আঠার প্রকার জাতি ইহাতে প্রবীণ এবং তালজ্ঞ ইহাঁরা অনায়াসে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়েন।" স্মার্ত্ত-ধৃত শিবধর্ম্মের বচন, যথা—

" সংস্কৃতৈঃ প্রকৃতৈর্ব্বাক্যৈ র্যঃ শিষ্য মনুরূপতঃ।
দেশভাষাদ্যুপায়ৈশ্চ বোধয়েৎ স গুরুঃ স্মৃতঃ॥

অর্থাৎ "শিষ্যের বোধগম্যানুসারে সংস্কৃত কিম্বা প্রাকৃত বাক্যের দ্বারা অথবা দেশভাষাদি উপায়ের দ্বারা যিনি উপদেশ করেন তাঁহাকে গুরু কহা যায়।"

বিদেশীয়দের অন্তঃপাতি ইউরোপীয়, তাঁহাদের মধ্যে যাহারা পরমেশ্বরকে সর্ব্বথা এক জানেন ও মনের শুদ্ধভাবে কেবল তাঁহারি উপাসনা করেন এবং দয়ার বিস্তীর্ণতাকে পরমার্থ সাধন জানেন তাঁহাদিগ্যেও উপাস্যের ঐক্যানুরোধে অতিশয় প্রিয়পাত্র জ্ঞান করা কর্ত্তব্য হয়। তাঁহারা যিশু-খ্রীষ্টকে পরমেশ্বরের প্রেরিত ও আপনাদের আচার্য্য কহেন, ইহাতে পরমার্থ বিষয়ে আত্মীয়তা কিরূপে হয় এমত আশঙ্কা উচিত নহে; যেহেতু উপাস্যের ঐক্য ও অনুষ্টানের ঐক্য উপাসকদের আত্মীয়তার কারণ হইয়া থাকে।

আর ইউরোপীয়দের মধ্যে যাঁহারা য়িশুখ্রীষ্টকে পরমেশ্বর জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রতিমূর্ত্তিকে মনে কল্পনা করেন এবং পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর, ও ধর্ম্মাত্মা ঈশ্বর; কিন্তু এই তিনে এক ঈশ্বর হয়েন ইহাই স্থির করিয়াছেন; তাঁহাদের প্রতিও বিরোধি ভাব

কর্ত্তব্য নহে, বরঞ্চ যেরূপ আপনাদের মধ্যে যাঁহারা যাঁহারা বাহ্যে প্রতিমা নির্ম্মাণ না করিয়া মনেতে রামাদি অবতারকে পরমেশ্বর জানিয়া তাঁহাদের ধ্যান ধারণা করেন এবং ঐ নানা অবতারের ঐক্যতা দর্শনে তাঁহাদের যেরূপে অবিরোধি ভাব রাখি, সেইরূপ ঐ ইউরোপীয়দের প্রতিও কর্ত্তব্য হয়।

আর যে সকল ইউরোপীয় য়িশুখ্রীষ্টকে পরমেশ্বর জানিয়া তাঁহাদের নানা প্রকার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন তাঁহাদের প্রতিও দ্বেষভাব কর্ত্তব্য হয় না, বরঞ্চ আমাদের মধ্যে যাঁহারা রামাদি অবতারকে পরমেশ্বর জ্ঞানে তাঁহাদের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন তাঁহাদের সহিত যেরূপ আচরণ করিয়া থাকি, সেইরূপ ঐ ইউরোপীয়দের সহিত করাতে হানি নাই। যেহেতু এ দুই ইউরোপীয় সম্প্রদায় এবং ঐ দুই প্রকার স্বদেশীয় ইহাঁদের উপাসনার মূলে ঐক্য আছে যদ্যপি বর্ণের প্রভেদ দ্বারা পরস্পর ভিন্ন উপলব্ধ হয়েন। কিন্তু ঐ দ্বিতীয় তৃতীয় প্রকার ইউরোপীয়েরা যখন আপন মতে লইতে ও অদ্বৈতবাদ হইতে বিমুখ করিতে আমাদের প্রতি যত্ন করেন তখনও তাঁহাদিগকে দ্বেষভাব না করিয়া বরঞ্চ তাঁহাদের স্বীয় দোষ জানিবার অজ্ঞানতা নিমিত্ত কেবল করুণা করা

উচিত হয়, যেহেতু ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ হয় যে, ধন ও অধিকার হইলে আপনাতে অন্য কোন ত্রুটি আছে এমত অনুভব মনুষ্যের প্রায় হয় না ইতি।" (৮২)

---

(৮২) রামমোহন রায় মহাশয় কর্ত্তৃক বেদান্ত শাস্ত্রোক্ত নিরাকার ব্রহ্মোপাসনাই যে, ব্রাহ্মধর্ম্মনামে প্রচারিত হইয়াছে উক্ত মহাত্মাকৃত গ্রন্থাবলীর প্রায় সর্ব্বত্রই সুস্পষ্টরূপে ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরন্তু এই মহাত্মা যে, বেদবেদান্ত শাস্ত্র ও তদুক্ত অদ্বৈতবাদের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন তাঁহার প্রার্থনাপত্রে একথা সম্পূর্ণ প্রমাণিত হয়; সুতরাং নির্ব্বাণ-মুক্তি অর্থাৎ পরমাত্মাতে জীবাত্মার সংযোগ লাভ যে, ইঁহার অভিমত ছিল এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই; কিন্তু ইদানীন্তন ব্রাহ্মগণের অনেকেই উক্ত মতের অনুমোদন করেন না। ইঁহারা দ্বৈতবাদে বিশ্বাস করেন, কেবল ইহাই নহে, কেহ কেহ আবার ব্রাহ্মধর্ম্মকে আর্য্যধর্ম্ম বলিতেও ইচ্ছা করেন না। এই-রূপে ব্রাহ্মধর্ম্মে মতভেদ প্রবেশ করায় কালসহকারে ইহা হইতে বহু সম্প্রদায়ের উৎপত্তি অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, সাম্প্রদায়িকতা ব্রাহ্মধর্ম্মের ও মহাত্মা রাম-মোহন রায়ের মতের সম্পূর্ণ বিপরীত।

তন্ত্রশাস্ত্র।

তন্ত্র নামে যে বিস্তীর্ণ শাস্ত্র (৮৩) এতদ্দেশে প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত ও সমাদৃত আছে ইহা আগম, তন্ত্র, যামল ও ডামর এই চারি ভাগে বিভক্ত। (৮৪) এই শাস্ত্র শিব-প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ। তন্ত্র শাস্ত্রের কত গ্রন্থ আছে, তাহার নির্ণয় করা এক প্রকার অসাধ্য বলিতে হইবে, পুরাণের যেরূপ কতকগুলি উপপুরাণ আছে তন্ত্র শাস্ত্রেরও সেইরূপ বহু উপ-তন্ত্র থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সমস্ত উপতন্ত্র বশিষ্ঠাদি নানা মুনিকর্ত্তৃক প্রণীত। (৮৫) তন্ত্র-

(৮৩) সমুদায় শাস্ত্রের এক সাধারণ নাম তন্ত্র; কিন্তু তন্ত্র বলিতে সচরাচর শক্তিপ্রধান শাস্ত্রকেই বুঝায়।

(৮৪) কল্পশ্চতুর্ব্বিধঃ প্রোক্তঃ আগমো ডামরস্তথা।
যামলশ্চ তথা তন্ত্রং তেষাং ভেদাঃ পৃথক্ পৃথক্॥
(বারাহী তন্ত্র।)

(৮৫) বশিষ্ঠঃ কপিলশ্চৈব নারদোগর্গ এবচ।
পুলস্ত্যো ভার্গবঃ সিদ্ধো যাজ্ঞবল্ক্যো ভৃগুস্তথা॥
শুক্রো বৃহস্পতিশ্চৈব অনোচ মুনিসত্তমাঃ।
এভিঃ প্রণীতান্যন্যানি উপতন্ত্রানি যানিচ।
ন সংখ্যাতানি তান্যত্র ধর্ম্মবিদ্ভির্মহাত্মভিঃ॥
(বারাহী তন্ত্র।)

শাস্ত্রে নিম্নলিখিত বিষয় সকল লিখিত আছে যথা ;—সৃষ্টি, প্রতিসৃষ্টি, মন্ত্র-নির্ণয়, দেবসংস্থান, তীর্থবর্ণন, আশ্রমধর্ম্ম, ব্রাহ্মণসংস্থান, ভূতসংস্থান, দেবগণের উৎপত্তি, জ্যোতিস্তত্ব, পুরাবৃত্ত, কোষের বিষয়, ব্রতনির্ণয়, শৌচাশৌচ, নরকবর্ণন, হরচক্রের আখ্যান, স্ত্রীপুরুষের শুভাশুভ লক্ষণ, রাজধর্ম্ম, দানধর্ম্ম, যুগধর্ম্ম, ব্যবহার এবং আধ্যাত্মিক তত্ত্ব। (৮৬) তন্ত্রশাস্ত্রে যে সকল বিষয় লিখিত আছে তাহা তন্ত্রলক্ষণে সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে। মানবের জ্ঞাতব্য নানা বিষয়, এই সুবিস্তীর্ণ শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে।

---

(৬৮) সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ মন্ত্রনির্ণয় এবচ।
দেবতানাঞ্চ সংস্থানং তীর্থানাঞ্চৈব বর্ণনং ॥
তথৈবাশ্রমধর্ম্মশ্চ বিপ্রসংস্থানমেবচ।
সংস্থানঞ্চৈব ভূতানাং যন্ত্রাণাঞ্চৈব নির্ণয়ঃ ॥
উৎপত্তির্ব্বিবুধানাঞ্চ তরূণাং কল্পসংগীতং।
সংস্থানং জ্যোতিষাঞ্চৈব পুরাণাখ্যাণমেবচ ॥
কোষস্য কথনঞ্চৈব ব্রতানাং পরিভাষনং।
শৌচাশৌচস্য ব্যাখ্যানং নরকানাঞ্চ বর্ননং ॥
হরচক্রস্য চাখ্যানং স্ত্রীপুংসোশ্চৈব লক্ষণং ।
রাজধর্ম্মো দানধর্ম্মো যুগধর্ম্ম স্তথৈবচ ॥
ব্যবহারঃ কথ্যতেচ তথাচাধ্যাত্মবর্ণনং।
ইত্যাদি লক্ষণৈর্যুক্তং তন্ত্রমিত্যভিধীয়তে ॥
(বারাহী তন্ত্র।)

তন্ত্রশাস্ত্র, যদিও বৈদিক শাস্ত্রের ন্যায় বিস্তৃত না হউক তথাপি এই শাস্ত্রের বিভিন্ন প্রকারের এত গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে যে, তাহার নির্ণয় করা যায় না। অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত আয়ুর্ব্বেদ ও গরুড়-পুরাণে যেরূপ নানা রোগের ঔষধ ও মন্ত্র লিখিত আছে তন্ত্রশাস্ত্রেও সেইরূপ মন্ত্রৌষধির বিষয় বিশেষ-রূপে লিখিত হইয়াছে।

তন্ত্রে বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, সৌরাচার, দক্ষিণা-চার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার, এবং কৌলাচার এই সাত প্রকার উপাসনাপ্রণালী ও সেই সকলের উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতার বিষয় লিখিত আছে (৮৭) লিপিবাহুল্যভয়ে এই সকল আচারের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ লিখিত হইল না। ফলতঃ প্রকারভেদে শক্তির উপাসনা করাই সমুদায় আচারের উদ্দেশ্য। এত-ভিন্ন মহানির্ব্বাণাদি তন্ত্রে নিরাকার পরব্রহ্মের উপা-সনার বিষয়ও বিশেষরূপে লিখিত আছে। উল্লি-

---

(৮৭) সর্ব্বেভ্যশ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং মহৎ।
বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবং শৈবাদ্দক্ষিণমুত্তমং॥
দক্ষিণাদুত্তমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্তমং।
সিদ্ধান্তাদুত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরং নহি॥
(কুলার্ণব তন্ত্র ৫ম খণ্ড।)

খিত সাত প্রকার আচারের যে সকল আচারে মদ্য মাংসাদির ব্যবহার হয় না, সামান্যতঃ সেই সকলের নাম পশ্বাচার আর যে সকলেমদ্য মাংসাদির নিতান্ত প্রয়োজন, সেই সকল বীরাচার নামে অভিহিত হইয়া থাকে সুতরাং শাক্তগণ, পশু ও বীর এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। পশু শব্দে এস্থলে চতুষ্পদ জন্তু নহে, পশু শব্দের তান্ত্রিক অর্থ জীব। জীবের পালনকারী অর্থেই শিব, পশুপতি নামে অভিহিত হয়েন। পরন্তু বীর শব্দেও এস্থলে বলবীর্য্যশালী পুরুষকে বুঝায় না, জীবন্মুক্ত অর্থে বীর শব্দ ব্যবহৃত হয়। উল্লিখিত উভয় সম্প্রদায় সচরাচর দক্ষিণাচারী ও বামাচারী নামেও পরিচিত হইয়া থাকেন। দক্ষিণাচার ও বামাচার এই দুইটি শব্দের তাৎপর্য্যার্থ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা যে, যথাযথ প্রযুক্ত হইয়াছে ইহা স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হয়, দক্ষিণ শব্দের অর্থ অনুকুল এবং বাম শব্দের অর্থ প্রতিকুল; অতএব তন্ত্রের যে আচার বেদের অনুকূল তাহা দক্ষিণাচার এবং যে আচার প্রতিকুল তাহাই যে বামাচার নামে উক্ত হইয়াছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, অর্থাৎ মদ্যের সহ-ভোজ্যদ্রব্যান্তর এবং মৈথুন এই পাঁচ বিষয়ের নাম পঞ্চমকার,

পঞ্চমকারই বামাচারের প্রধান সাধন সামগ্রী। (৮৮) ইহা যে, নিতান্ত বেদবিরুদ্ধ একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। গৃহীপক্ষে বৈধ মৈথুন ও বৈধ মাংস বেদবিরুদ্ধ নহে; কিন্তু তন্ত্রে যেভাবে মৈথুনাদির বিধান আছে তাহা যে, কেবল বেদবিরুদ্ধ এমত নহে, অনেকাংশে স্বভাবেরও বিপরীত। এ বিষয়ে প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা সাধারণ্যে একটী গোপ্যধর্ম্মের রহস্যোদ্ভেদ করিলে সম্প্রদায়বিশেষের মনঃপীড়ার কারণ হইতে পারে বলিয়া তদ্বিষয়ে বিরতিই সঙ্গত বোধ হইল। বস্তুতঃ তন্ত্রশাস্ত্র, বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রের যে অপেক্ষা করে না, উক্ত শাস্ত্রেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তন্ত্রশাস্ত্র, বেদ পুরাণাদিকে গণিকা এবং আপনাকে কুলবধূস্বরূপা বলিয়াছেন, (৮৯) তন্ত্রোক্ত বামাচার স্বতঃ কুপথে ধাবমান প্রবল ইন্দ্রিয়-

---

(৮৮) মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রাং মৈথুনমেবচ।
মকারং পঞ্চ দেবেশি শীঘ্র সিদ্ধিপ্রদায়কং॥
বিনা পঞ্চ মকারেণ তথা যোন্যর্চ্চনং বিনা।
চণ্ডীকা ন প্রসন্না স্যাৎ কল্প কোটি জপাদপি॥
(বৃহৎ যোনীতন্ত্র, ৩য় পটল।)

(৮৯) বেদশাস্ত্রপুরাণানি সামান্য গণিকা ইব।
ইয়ন্তু শাম্ভবী বিদ্যা গুপ্তা কুলবধূরিব॥
(কুলার্ণব তন্ত্র।)

গণের অত্যধিক সহায়তা করিয়াও কিরূপে মানুষকে ঈশ্বরপরায়ণ করিতে সমর্থ হয় বুঝিতে পারা যায় না। হয়তো সদৃশ-চিকিৎসার ন্যায় নিতান্ত বিষয়াসক্ত ব্যক্তিকে অতিমাত্র ভোগ-সুখ-ব্যাজে বিষয়বিরক্ত করাই বামাচারের উদ্দেশ্য হইতে পারে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সচরাচর সে উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত ফলই প্রায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। বৈদিক গ্রন্থকর্ত্তা-দিগের মধ্যেও কেহ কেহ অতিমাত্র ভোগের দ্বারা ভোগস্পৃহার নিবৃত্তি স্বীকার করিয়াছেন, মহারাজ যযাতি ইহার প্রমাণ; কিন্তু অন্য শাস্ত্রকর্ত্তার মত উক্ত মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইনি বলেন, ঘৃতাহুতি দ্বারা যেপ্রকার প্রজ্জ্বলিত অগ্নি নির্ব্বাপিত হয় না, কামোপভোগ দ্বারাও সেই প্রকার কাম-নিবৃত্তি হইতে পারেনা বরং আরও বর্দ্ধিত হয়। (৯০)

তন্ত্রশাস্ত্র প্রচারের প্রকৃত সময় নির্ণয় করা সহজ ব্যাপার নহে। পুরাণাদিতে আগমোক্ত মার্গের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় অতএব তন্ত্রশাস্ত্রকে প্রচলিত পুরাণাপেক্ষা কোনমতেই আধুনিক বলা

(৯০) ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥
(ভাগবত।)

যাইতে পারে না, কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রের সমুদায় গ্রন্থই যে, যুগপৎ প্রচারিত হয় নাই ক্রমশঃ প্রণীত হইয়াছে তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। তন্ত্র-শাস্ত্রের এমত আধুনিক গ্রন্থও দৃষ্ট হয় যাহার প্রচারকাল ন্যূনাধিক একশত বৎসরের অধিক হইবে না। কেহ কেহ অনুমান করেন নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সময় তাঁহার আদেশক্রমে কতিপয় তন্ত্রগ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে, "তন্ত্র রত্নাকর" নামে এক গ্রন্থ আছে তাহাতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক ভগবান্ চৈতন্যদেবের সম্বন্ধে অনেক বিদ্বেষপূর্ণ নিন্দাবাদ দৃষ্ট হয়। জনশ্রুতি এই, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র চৈতন্যদেবের ভয়ানক বিদ্বেষী ছিলেন, তাঁহার যত্নে ও উৎসাহে উক্ত গ্রন্থ প্রণীত হওয়া অসম্ভব নহে। (৯১) "মেরুতন্ত্র" নামক পুস্তকে ইংরেজ

(৯১) তন্ত্ররত্নাকরগ্রন্থকার, ভীষণ অসূয়াপরবশ হইয়া পবিত্রচরিত্র ভগবান্ চৈতন্যদেব ও তাঁহার অনুগত ভক্তগণ সম্বন্ধে যে, উন্মাদপ্রলাপ করিয়াছেন সেই কুৎসিত বাক্য উদ্ধৃত করিয়া অষ্টাদশ বিদ্যাকে অপবিত্র করিতে ইচ্ছা করি না। যাহার প্রয়োজন হয় উক্ত তন্ত্র, ২য়, কল্প তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এবং মহানুভব রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীতে অনুসন্ধান করিবেন।

জাতিও তাঁহাদিগের রাজধানী লণ্ডন নগরের বিষয় লিখিত আছে, এতদ্দ্বারা গ্রন্থের আধুনিকত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে, এরূপ আরও অনেক গ্রন্থ আছে যাহা নানা কারণে অত্যন্ত আধুনিকত্বের পরিচায়ক হয়।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, তন্ত্র শাস্ত্রোক্ত নিরাকার ব্রহ্মোপাসনাপ্রণালী অতিশয় উদারভাবপূর্ণ। এই উপাসনাতে দেশ কাল পাত্রের কোন বিশেষ নিয়ম নাই। সকল স্থানে সকল সময়ে সকল জাতীয় স্ত্রী-পুরুষ এই উপাসনার অধিকারী। চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করাই এ উপাসনার প্রধানাঙ্গ। এ উপাসনাতে দক্ষিণাচার ও বামাচারের কোন বাহ্য উপকরণেরই প্রয়োজন হয় না। ইহা সাম্প্রদায়িক ভাব-বর্জ্জিত সর্ব্বথা এক অসম্প্রদায়িক ধর্ম্ম। পরব্রহ্মের স্তোত্রপাঠ ও ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক তাঁহার শ্রবণ-মনন করা এ উপাসনার নিত্য কর্ম্ম, (৯২) পরন্তু বেদান্ত শাস্ত্রোক্ত

---

(৯২) পূর্ব্বাম্না যে নবশত ষড়শীতি প্রকীর্ত্তিতা।
ফিরঙ্গভাষয়া তন্ত্রা স্তেষাং সংসাধনাদ্ভুবি॥
অধীপা মণ্ডলানাঞ্চ সংগ্রামেষ্বপরাজিতাঃ।
ইংরেজী নবষট্ পঞ্চ লণ্ড্রজাশ্চাপি ভাবিনঃ॥
(শব্দকল্পদ্রুমধৃত মেরুতন্ত্র, ৩য় পটল।)

ব্রহ্মোপাসনার সহিত তন্ত্রোক্ত ব্রহ্মোপাসনার সর্ব্বাংশে ঐক্য না থাকিলেও মূলে সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। (৯৩)

---

(৯৩) মহাত্মা রামমোহন রায় মহাশয় বেদান্ত শাস্ত্রের যেরূপ আদর করিতেন তন্ত্রশাস্ত্রের এই অংশেরও সেইরূপ আদর করিয়াছেন। ইনি নিজে যে, ব্রহ্মোপাসনাপদ্ধতি লিখিয়াছেন তাহাতে নির্ব্বাণ-তন্ত্রোক্ত—"নমস্তেসতেতে" ইত্যাদি পঞ্চরত্ন নামক স্তোত্রটি সংগৃহীত হইয়াছে। আধুনিক ব্রহ্মোপাসনা পুস্তকে এই স্তোত্র কিয়দংশে রূপান্তরিত দৃষ্ট হয়।

গোস্বামি-শাস্ত্র।

প্রায় চারিশত বৎসর হইল ভগবান্ চৈতন্যদেব, যে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার করেন, (৯৪) পূজ্যপাদ রূপ, সনাতন, রঘুনাথ দাস, ভট্ট রঘুনাথ, গোপাল ভট্ট ও শ্রীজীব এই ছয় গোস্বামী (৯৫) এবং অপর

---

(৯৪) শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য পৃথিবীতে অবতরি।
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি॥
চৌদ্দ শত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দ শত পঞ্চান্নে হইলা অন্তর্ধান॥
(চৈতন্যচরিতামৃত।)

(৯৫) শাস্ত্রকার্ত্তা ছয় গোস্বামীর মধ্যে রঘুনাথ দাস, বঙ্গীয় কায়স্থ কুলোদ্ভব। চৈতন্যচরিতামৃত অনুসারে জানা যায়, রঘুনাথ দাস, যৌবনকালে অতুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া ভগবান্ চৈতন্যদেবের শরণাপন্ন হন, সংস্কৃত-শাস্ত্রে ইহাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। রূপগোস্বামী প্রভৃতি অপর পাঁচ জন, ব্রাহ্মণ ছিলেন। সম্প্রতি অনেকেই রূপ ও সনাতন গোস্বামীকে ম্লেচ্ছ-জাতি বলিয়া অনুমান করেন, বাস্তবিক এ অনুমান সত্য নহে। গৌড়াধিপতি যবনরাজের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন বলিয়াই সাধারণের উক্তরূপ সংস্কার জন্মিয়া থাকিবে। রূপ ও সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র মহাত্মা জীব গোস্বামী, "লঘুতোষণী" নামক ভাগ-

কতিপয় মহাত্মা কর্ত্তৃক সেই ধর্ম্মসম্বন্ধে সেই সময়ে ও তাহার পরে অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণীত

বতের টীকার শেষে আপনাদিগের যে, বংশবৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন তাহাতে সুস্পষ্ট লিখিত আছে যে, ইহাঁরা কর্ণাটদেশীয় ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ এবং একটী প্রাচীন রাজবংশসম্ভূত। এস্থলে সাধারণের অবগতি নিমিত্ত জীবগোস্বামী, সংস্কৃতভাষাতে যে, স্বকীয় বংশবৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন তাহার অনুবাদ প্রকাশ করা যাইতেছে।

"ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীসর্ব্বজ্ঞ নামক কোন যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ, কর্ণাটদেশের রাজা ছিলেন। কেবল রাজা নন; ধার্ম্মিকতা এবং জ্ঞানবত্তা নিমিত্ত দেশের বিস্তর লোক ইহাঁর শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। অনিরুদ্ধ নামে ইহাঁর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, অনেক রাজাকে বশীভূত করিয়া ইনি সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইয়াছিলেন। এই অনিরুদ্ধদেবের রূপেশ্বর ও হরিহর নামে দুইটী পুত্র সমুদ্ভূত হয়েন। অনিরুদ্ধ দেব, তীর্থযাত্রাকালে নিজ রাজ্য দুই অংশে বিভক্ত করিয়া দুই পুত্রকে প্রদান করিয়া যান। কিয়ৎকাল পরে কনিষ্ঠ হরিহর দেব, জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বরকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বয়ং সমস্ত কর্ণাট রাজ্যের অধীশ্বর হয়েন। রূপেশ্বরদেব, ভ্রাতৃকর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া পত্নীর সহিত আটটী মাত্র তুরঙ্গ লইয়া পৌলস্ত্যদেশে প্রিয়মিত্র শেখরেশ্বর রাজার রাজ্যে বাস করিতে থাকেন। এই স্থানে ইহাঁর এক পুত্র জাত হয়, যাঁহার নাম পদ্মনাভ। এই পদ্মনাভ, বেদ-বেদাঙ্গ ও সমুদায় উপ-

হইয়াছে, এই সমস্ত গ্রন্থ "গোস্বামি-শাস্ত্র" নামে প্রসিদ্ধ। নিরুপাধিক ভগবদ্ভক্তিলাভই উক্ত শাস্ত্রের প্রয়োজন। এই শাস্ত্রে শ্রুতি. স্মৃতি পুরাণাদি নানা

নিষৎ অধ্যয়ন করিয়া অতি বিখ্যাত হইয়াছিলেন। জগন্নাথ-দেবের প্রতি ইহাঁর অবিচলিত ভক্তি ছিল। কিয়ৎকাল পরে এই মহাত্মা, গঙ্গাবাসকরণমানসে শেখরেশ্বর রাজ্য (বোধ হয় উৎকল দেশ) পরিত্যাগপূর্ব্বক গঙ্গাতীরবর্ত্তী নবহট্ট নামক স্থানে বাস করেন। ক্রমে ইহাঁর আঠারটী কন্যা এবং পাঁচটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। পুত্রগণের মধ্যে প্রথম পুরুষোত্তম, দ্বিতীয় জগন্নাথ, তৃতীয় নারায়ণ, চতুর্থ মুরারি এবং পঞ্চম মুকুন্দ। এই মুকুন্দের পুত্র কুমারদেব, কোন অশান্তি প্রযুক্ত পূর্ব্বনিবাস পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গদেশবাসী হয়েন। এই কুমারদেবের পরম ভাগবত তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন; যাঁহাদিগের জন্মনিমিত্ত পিতৃকুল, ইহলোক ও পরলোকে পবিত্রীকৃত হইয়াছে। সেই তিন পুত্রের জ্যেষ্ঠ সনাতন, মধ্যম শ্রীরূপ এবং কনিষ্ঠ, বল্লভ নামে অভিহিত হয়েন। ইহাঁদিগের মধ্যে প্রথমতঃ সনাতন ও রূপ ভগবান্ চৈতন্যদেবের কৃপাপাত্র হইয়া ঐশ্বর্য্য ও রাজ্যপদ পরিত্যাগপূর্ব্বক মথুরাতীর্থ গমন এবং তত্রত্য লুপ্ত-তীর্থ সকল ব্যক্ত করেন। আমার পিতা বল্লভ-দেব, গঙ্গাতীরে থাকিয়া কিছুকাল ভগবান্ রামচন্দ্রের ভজন পরিশেষে শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া জ্যেষ্ঠদ্বয়ের সহিত মিলিত হয়েন। শ্রীবৃন্দাবনবাসকালে জ্যেষ্ঠতাত সনাতন ও শ্রীরূপ, অনেকগুলি

শাস্ত্র অবলম্বনপূর্ব্বক ভগবদ্ভক্তি প্রতিপাদক নানা বিষয় লিখিত হইয়াছে। অনুষ্ঠানপদ্ধতিবিষয়ক গোপালভট্ট গোস্বামীর "হরিভক্তি বিলাস" ভক্তি-মীমাংসাসম্বন্ধে রূপগোস্বামীর "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" সনাতন গোস্বামীর "ভগবতামৃত" এবং বিবিধ বিচার

গ্রন্থ প্রচার করেন, তন্মধ্যে রূপকৃত হংসদূত, উদ্ধব সন্দেশ, ছন্দোষ্টাদশ, উৎকলিকাবল্লী, গোবিন্দ-বিরুদাবলী, প্রেমেন্দু-সাগর, বিদগ্ধ মাধব, ললিত মাধব, দানকেলি ভাণিকা, রসামৃত-সিন্ধু, উজ্জ্বল-নিলমণী, মথুরামহিমা, পদ্যাবলী, নাটক চন্দ্রিকা ও সংক্ষিপ্তভাগবতামৃতগ্রন্থ অতি বিখ্যাত। আর সনাতনকর্ত্তৃক বৃহৎ ভাগবতামৃত, হরিভক্তিবিলাস * তট্টীকা দিগ্‌দর্শিনী, লীলাস্তব টীপ্পনী, বৈষ্ণব তোষণী প্রভৃতি গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে। ইত্যাদি।"

---

* হরিভক্তিবিলাস পুস্তক, সনাতন গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রস্তত বলিয়া উক্ত হইয়াছে; কিন্তু আমরা সচরাচর প্রচলিত যে হরিভক্তিবিলাসগ্রন্থ দেখিতে পাই তাহা গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রণীত। এই পুস্তকে লিখিত আছে যথা;—

"ভক্তের্বিলা সাংশ্চিনুতে প্রবোধা, নন্দস্য শিষ্যো ভগবৎ প্রিয়স্য।
গোপালভট্টো রঘুনাথদাসং, সন্তোষয়ন্ রূপসনাতনৌচ॥"

এতদ্দ্বারা বোধ হয় যে, হরিভক্তিবিলাসগ্রন্থ ও ভাগবতামৃতের ন্যায় বৃহৎ ও লঘুভেদে দুই প্রকারে প্রস্তুত হইয়াছে এবং সনাতন গোস্বামীর হরিভক্তিবিলাসগ্রন্থ হয়তো বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অথবা সনাতন ও গোপালভট্ট গোস্বামী উভয়ে মিলিত হইয়া একমাত্র হরিভক্তিবিলাস প্রস্তুত করিয়াছেন।

বিষয়ক জীব গোস্বামীর অতি বিস্তীর্ণ "ষট্‌সন্দর্ভ" নামক গ্রন্থাবলী অত্যন্ত প্রামাণিক ও প্রয়োজনীয়। এই সমস্ত গ্রন্থে পাণ্ডিত্যের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত গোস্বামিশাস্ত্রের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ আরও বিস্তর গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে রূপ গোস্বামি-কৃত গ্রন্থের সংখ্যাই অধিক। রূপগোস্বামী, ছোট বড় এক লক্ষ গ্রন্থের প্রণেতা বলিয়া বিখ্যাত (৯৬) গোস্বামি-কৃত নূতনবিধ ব্যাকরণ ও গদ্যপদ্যময় নানাবিধ সাহিত্যও আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহাঁ-দিগের কোন প্রকার গ্রন্থই হরিনাম ও হরিভক্তি-

(৯৬) সংস্কৃতভাষাতে একটি মাত্র শ্লোককেও গ্রন্থ বলা যায়। পুরাণাদি প্রসিদ্ধ শাস্ত্রে শ্লোকসংখ্যার স্থলে "গ্রন্থ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। গোস্বামি শাস্ত্রের প্রায় সর্ব্বত্রই এই রীতির প্রচলন দৃষ্ট হয়, অতএব শ্রীমদ্রূপ গোস্বামীর লক্ষগ্রন্থের অর্থ লক্ষ সংখ্যক পুস্তক নহে, এস্থলে লক্ষ সংখ্যক শ্লোক বুঝিতে হইবে। মহা-মহোপাধ্যায় ভাস্করাচার্য্যপ্রভৃতিও এই প্রাচীন রীতির অবলম্বন করিয়াছেন। এইরূপ সংস্কৃত শাস্ত্রের স্থলবিশেষে বৎসর-সংখ্যা-স্থলে দিনসংখ্যা পরিগৃহীত হইয়াছে। বাল্মীকি রামায়ণের লঙ্কা-কাণ্ডে মহানুভব রামানুজস্বামী, এ বিষয় স্পষ্টই লিখিয়াছেন। যে স্থলে দশসহস্র বৎসরের কথা লিখিত আছে সে স্থলে দশ-সহস্র দিন গণনা করিতে হইবে; কিন্তু সর্ব্বত্র এ নিয়ম রক্ষিত হয় নাই।

বিহীন নহে। রূপগোস্বামি-কৃত হরিনামামৃত নামক ব্যাকরণ এমত কৌশলে বিরচিত যে, উহার সন্ধি, শব্দ, কৃত্ ও তদ্ধিত সকলই হরিনামবিমিশ্র। কবি কর্ণপুর কৃত "আনন্দ বৃন্দাবনচম্পু" ও রূপ গোস্বামি-কৃত "গোপাল চম্পু ও বিদগ্ধ মাধব" প্রভৃতি গ্রন্থ সাহিত্যবিষয়ে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। এতদ্ব্যতীত "কর্ণামৃত" ও "গীত গোবিন্দ" (জয়-দেব) প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ সকল ও গোস্বামি-শাস্ত্রমধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। বৈষ্ণব ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বঙ্গভাষাতেও অনেকগুলি পুস্তক রচিত হই-য়াছে, তন্মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ-কৃত "চৈতন্য-চরিতামৃত" সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের সমুদয় তত্ত্ব অতি কৌশলে সন্নিবেশিত হইয়াছে; কিন্তু এই পুস্তকের বাঙ্গলা পয়ারের স্থলবিশেষের তাৎপর্য্য এমত অস্ফুট যে, তাহা সাধারণের বুঝা দূরে থাকুক কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের মধ্যেও অনেকে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। এইহেতু বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম হইতে সহজ, বাউল, নেড়া, প্রভৃতি নানা উপধর্ম্ম সকলের উৎপত্তি হইয়াছে। বৃন্দাবন দাসকৃত "চৈতন্য ভাগবত" ও লোচন দাসকৃত "চৈতন্য মঙ্গল" নামক গ্রন্থে চৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদ-

গণের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। এই সকল গ্রন্থকারদিগের দ্বারা আমাদিগের মাতৃ-ভাষার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। কৃষ্ণলীলাবিষয়ক গীতিকাব্য, বাঙ্গালা সাহিত্যভাণ্ডারের এক অপূর্ব্ব রত্ন। গীতি-কাব্যকারদিগের মধ্যে অপেক্ষাকৃত পূর্ব্ববর্ত্তি বিদ্যা-পতি ও চণ্ডিদাস এবং পরবর্ত্তি রাধামোহন ও গোবিন্দ দাস প্রধান। গোবিন্দদাসের পদাবলী যেমন রসভাবপূর্ণ তেমনই বিশুদ্ধ ছন্দোবন্ধে বিরচিত। অর্থবোধ হউক বা নাই হউক বিশুদ্ধরূপে পাঠ করিলেই হৃদয়ে আনন্দের উদয় হয়। ইহা বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইলেও কাব্য-শাস্ত্রানভিজ্ঞদিগের সম্যক্ বুদ্ধিগম্য নহে। গীতিকাব্যে তাৎকালিক বাঙ্গালা ভাষার সহিত মৈথিলী ভাষার বিশেষ সাহচর্য্য দৃষ্ট হয়, এতদ্দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার অনেকটা শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।

ভগবদ্‌ভক্তি প্রতিপাদনই গোস্বামি-শাস্ত্রের প্রয়োজন, বৈধি ও রাগানুগাভেদে এই ভগবদ্ভক্তি দ্বিবিধ। শ্রুতি, স্মৃতি ও পুঁরাণাদি শাস্ত্র-বিধি অনুসারে ভগবদ্‌ভক্তির অনুষ্ঠানকে বৈধি এবং দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারি লৌকিক ভাবের কোন এক অভীষ্ট ভাবানুসারে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি

প্রাণ-মনঃ সমর্পণকে রাগানুগা ভক্তি বলা যায়। রাগানুগা ভক্তি, শাস্ত্রের বিধি নিষেধের অপেক্ষা করে না। কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত বৈষ্ণবগণের আর কোন বিষয়ের কামনা করা নিষিদ্ধ।

সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি ও নির্ব্বাণ এই পাঁচ প্রকার মুক্তির মধ্যে, অধিকাংশ শাস্ত্র-মতেই, নির্ব্বাণ মুক্তির শ্রেষ্ঠতা স্বীকৃত হইয়াছে; কিন্তু এই মুক্তিতে দেহের অভাব হেতু ভগবৎ-সেবানন্দের সম্ভাবনা থাকে না বলিয়া বৈষ্ণব শাস্ত্রে নির্ব্বাণ মুক্তি আদৃত হয় নাই। (৯৭) দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারি ভাবের কোন একটী ভাব অবলম্বন করিয়া কায়মনোবাক্যে ভাবানুরূপ কৃষ্ণসেবা করাই বৈষ্ণবশাস্ত্রে পরম পুরুষার্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

বৈষ্ণবশাস্ত্রে পশুঘাত ও মৎস্য-মাংসাদি ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। হিংসাবর্জ্জন পক্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। এ ধর্ম্মে

---

(৯৭) নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিৎ।
মৎপাদসেবাভিরতা মদীহাঃ।
যেহন্যোন্যতো ভাগবতাঃ প্রসজ্য।
সভাজয়ন্তে মম পৌরুষানি॥
(ভাগবত ৩য় স্কন্ধ, ২৫শ অধ্যায়।)

জাতিবিচার মানিত হয় নাই, সকল জাতায় স্ত্রী-পুরুষ বৈষ্ণবধর্ম্মে অধিকারী। (৯৮) ভগবান্ চৈতন্য-দেবের একজন প্রধানভক্ত ও পার্শ্বদ, যবনজাতীয় ছিলেন, ইহাঁর নাম হরিদাস। মহাত্মা হরিদাসের অসাধারণ ক্ষমতা এবং মহিমার বিষয় চৈতন্যচরিতা-মৃত প্রভৃতি পুস্তকে লিখিত আছে। ইনি, শান্তি-পুরের নিকটবর্ত্তী প্রসিদ্ধ ফুলিয়া গ্রামের গঙ্গাতীরে

---

(৯৮) ধন-কুলাদির অভিমান হইতেও জাত্যভিমান, মানব-সমাজের অধিকতর অনিষ্টকর; এ কারণ বৈষ্ণবশাস্ত্রে জাতি-ভেদ মানিত হয় নাই; কিন্তু ভগবান্ চৈতন্যদেব ও তাঁহার অনুগামী বৈষ্ণবাচার্য্যগণ, নির্ব্বিশেষে সকল জাতির সহিত ভোজ্যান্নতা করিয়াছেন এমত কোন প্রমাণ নাই বরং ইহার বিপরীত প্রমাণই প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেবল বৈষ্ণব বলিয়া নহে আর্য্য ধর্ম্মাবলম্বী সদাচারসম্পন্ন সাধুগণ, সর্ব্বথা জাত্যভি-মান ত্যাগী হইলেও যে, তাদৃশ ভোজ্যান্নতা করেন নাই তাহার বিশেষ কারণ আছে। এই কারণের বিকৃতিবশতই কালসহকারে ভারতবর্ষে নামা জাতির উৎপত্তি ও জাতি-ভেদের যতদূর বাড়াবাড়ি হইতে পারে তাহা হইয়াছে। নিষিদ্ধান্ন পরিত্যাগের বিধানই ইহার কারণ। গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রে যে সকল বস্তু রজ ও তমোগুণের উত্তেজক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ যে বস্তু ভোজন করিলে কাম ক্রোধাদির উত্তে-

অনেক দিন তপস্যা করেন। এতদ্ব্যতীত কয়েক ব্যক্তি যবন জাতীয় পাঠানকে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব করিবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাঁরা পাঠান বৈষ্ণব বলিয়া পশ্চিম প্রদেশে প্রসিদ্ধ।

জন হয় তাহাকেই নিষিদ্ধান্ন বলা যায়। এই নিষিদ্ধান্ন বা অপবিত্রান্ন সাধকগণের সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। যে কোন জাতীয়ই হউক না কেন নিষিদ্ধান্ন ভোজীর সংস্রবে পাছে কোন প্রকার নিষিদ্ধান্নে লোভ জন্মায় এ কারণ তাদৃশ ব্যক্তির সহিত ভোজ্যান্নতা নিষেধিত হইয়াছে। বৈষ্ণব-শাস্ত্রে নিষিদ্ধান্ন-ভোজি ব্রাহ্মণাপেক্ষা নীচজাতীয় বৈষ্ণবান্নের যে, পবিত্রতা মানিত হইয়াছে সহজেই তাহার কারণ উপলব্ধি হইতেছে। এস্থলে বিষ্ণুপরায়ণ জিতেন্দ্রিয় সাধু ব্যক্তিই বৈষ্ণব শব্দের বাচ্য হইয়াছেন, কেবলমাত্র সাম্প্রদায়িক চিহ্নধারী কপট বৈষ্ণব নহে।

বৈষ্ণবস্মৃতি হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে বৈষ্ণবগণের ভক্ষ্যাভক্ষ্য বস্তুর বিষয় বিস্তারিতরূপে লিখিত আছে। লিপিবাহুল্যভয়ে তাহা উদ্ধৃত না করিয়া গীতাশাস্ত্রোক্ত রজ ও তমোগুণ-বর্দ্ধক বস্তুবিষয়ক সংক্ষিপ্ত প্রমাণ প্রদর্শন করা যাইতেছে যথা,—

কট্বম্ল লবণাত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণরুক্ষ বিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥
যাত-যাম গতরসং পূতিপর্য্যুসিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ং॥
(ভগবদ্গীতা ১৭শ অধ্যায়।)

গোস্বামি-শাস্ত্রে সখ্যাদি ভাবে ঈশ্বরোপাসনার যে বিধান লিখিত আছে ইহা নূতন নহে। প্রাচীন বৈদিক-ঋষিগণও পরমেশ্বরকে পিতা, মাতা, সখা ইত্যাদি লৌকিক ভাবে উপাসনা করিতেন। যথা;— "ত্বংহি নঃ পিতা বসো ত্বংহি নো মাতা" অর্থাৎ হে বসু! তুমি আমাদিগের পিতা তুমি আমাদিগের মাতা। "সখা পিতা পিতৃতমঃ পিতৃনাং" অর্থাৎ ঈশ্বর আমাদিগের সখা, পিতা ও পিতারও পিতা ইত্যাদি।

অর্থাৎ অতিকটু, অতি অম্ল, অতি ক্ষার, অতি উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ এবং বিদাহি দ্রব্য, রাজসপ্রিয় এবং অতিশয় শীতল, বিরস, পচা বা দুর্গন্ধবিশিষ্ট, পর্য্যুসিত, উচ্ছিষ্ট এবং অমেধ্য (মদ্য, মাংস ও মৎস্য প্রভৃতি) তামসপ্রকৃতিক লোকের প্রিয় হয়। অপরিষ্কৃত পাত্রস্থ অপরিষ্কৃত অন্ন ব্যঞ্জনাদি এবং যাহা দেখিতেই ঘৃণার উদ্রেক হয় এরূপ বস্তুকেও অমেধ্য বলা যায়। এস্থলে সামান্যতঃ মদ্যমাংস মাত্রই অমেধ্য মধ্যে পরিগণিত হওয়াতে শাস্ত্রের স্থলবিশেষের মদ্যমাংসবিশেষের পবিত্রতা প্রতিপাদন করিয়া কোন মদ্যমাংসপ্রিয় ব্যক্তি, প্রতিবাদ করিতে পারেন; অতএব বলা উচিত যে, প্রবৃত্তিপরায়ণ সংসারাসক্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে শাস্ত্রে মদ্যমাংসবিশেষের বিধান আছে সত্য; কিন্তু নিবৃত্তিধর্ম্মপরায়ণ সাধু ব্যক্তির সম্বন্ধে উহা সর্ব্বথা নিষিদ্ধ। মনু বলিয়াছেন,—

"ন মাংসভক্ষণে দোষঃ ন মদ্যে নচ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥

অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, লৌকিক কোন এক ভাবানুসারে ঈশ্বরারাধনা করা আর্য্যসমাজের প্রাচীন রীতি (৯৯)। বৈদিক ঋষিরাও প্রকারান্তরে ভাবানুরূপ উপাসনা করিতেন তবে কথা এই যে, ভগবান্ চৈতন্য-দেব একটী নূতন ভাবের আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহা "মধুর" নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহার প্রকৃত অর্থ পতি-পত্নীভাব (১০০) বিসদৃশ মনে করিয়া কেহ

(৯৯) কেবল আর্য্যসমাজ নহে অনার্য্যসমাজেও এই লৌকিক রীতি দেখা যায়। মহাত্মা যিশুখ্রীষ্ট, পরমেশ্বরকে পিতা এবং মুসলমান ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদ, সখা বলিতেন। এ কারণ যিশুখ্রীষ্টের এক নাম "পরমেশ্বরের পুত্র" এবং মহম্মদের নাম "দোস্ত খোদা" অর্থাৎ ঈশ্বরের সখা।

(১০০) ভাবেন কেনচিৎ প্রেষ্ঠ শ্রীমূর্ত্তে রঙ্ঘ্রিসেবনে।
স্যাদিচ্ছেষাং স্বভাবেন স্বরসে নৈব তদ্বিধিঃ॥
(রসামৃতসিন্ধু।)

ভাব সমুদায়ে পাঁচ প্রকার যথা,—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচ ভাবের মধ্যে চৈতন্যানুগামী বৈষ্ণবগণ, মধুরভাবেরই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন। এই ভাবের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকারে ইহাঁরা এই যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, আকাশাদি অপর চারি ভূতের গুণ, যেরূপ পৃথিবীতে, শান্তাদি অপর চারি ভাবের গুণও সেইরূপ মধুরভাবে অন্তর্ভাবিত আছে। যথা;—

পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
এক দুই গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়য়॥

কেহ এই ভাবের প্রতি সহসা অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে পারেন; কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে ইহাতে অবজ্ঞার কোন কারণ অনুভূত হয় না। পরমেশ্বরে যদি পিতা মাতা ও সখাদিভাব সঙ্গত ও সিদ্ধ হয় তবে পত্নীভাব কেন না হইবে? সমুদয় লৌকিক ভাবই পরমেশ্বরে গাঢ় স্নেহানুবন্ধনের এক মানসিক উপায়রূপে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া এই ভাবের প্রতি কেহ কেহ আবার অশ্লীলতা দোষেরও আরোপ করিয়া থাকেন, অনভিজ্ঞতাই ইহার কারণ। যাহা সৃষ্টিশক্তির নৈসর্গিক ব্যাপার তাহা যদি অশ্লীল হয় তবে প্রাণীমাত্রকে এই অশ্লীলতা-দোষে দূষিত বলিতে হইবে। স্ত্রীভাব মনের অধিকতর আসক্তির হেতুভূত বলিয়া ভগবান্ চৈতন্যদেব, এই ভাবের ভাবুক হইয়াছিলেন। ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ নূতন উদ্ভাবিত মত নহে, বাস্তবিক ইহা পৌরাণিক মতানুসারে তৎ-

---

গুণাধিক্যে মাধুর্য্যাধিক্য বাড়ে সর্ব্বরসে।
শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে॥
আকাশাদির গুণ যেন পরপর ভূতে।
এক দুই গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
(চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ।)

কর্ত্তৃক বিশেষরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। সাকার-উপাসকদিগের মধ্যে দাস্য ভাবেরই সমধিক প্রচলন দেখা যায়, মধুরভাব কেবল চৈতন্যমতাবলম্বী বৈষ্ণবগণের মধ্যেই বিশেষ প্রচলিত দৃষ্ট হয়। যদি বল, মধুরভাব স্ত্রীজাতির পক্ষেই স্বাভাবিক ও সঙ্গত হইতে পারে পুরুষের পক্ষে নিতান্ত বিসদৃশ হয়। গোস্বামিশাস্ত্রে ইহার এই উত্তর প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, জীবাত্মার স্বরূপতঃ স্ত্রীপুংভেদ নাই, বাল্য, যুবত্ব ও বৃদ্ধত্বাদি অবস্থাভেদও নাই, এসকল কেবল দেহেরই ধর্ম্ম; অতএব স্ত্রীপুরুষ উভয়েই ভাবানুরূপ মানস উপাসনাতে তুল্যাধিকারী। পরিশেষে দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে, ইদানীং অনেকেই ভগবান্ চৈতন্যদেবের প্রচারিত এই মধুর ভাবের সদ্ব্যবহার করেন না। ইহা এক্ষণে প্রায় ধর্ম্মের আবরণে আবৃত ব্যভিচাররূপে পরিণত হইয়াছে। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মধুরভাবানুসারে উপাসনা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে, দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ জনগণ, ইহার সম্পূর্ণ অনধিকারী। পাছে ঈদৃশ জনগণ এই ভাবের অপব্যবহার করিয়া স্বয়ং পাপপঙ্কে পতিত হয় এবং বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্মে কলঙ্ক আরোপ করে এই ভয়ে শাস্ত্রকর্ত্তৃগণ, বিশেষরূপে সাবধান

হইতে উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীমদ্‌ভাগবত, শ্রীরূপ গোস্বামিকৃত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি গ্রন্থে এবিষয় বিশেষরূপে লিখিত আছে। (১০১) যে সকল ব্যক্তি বৈষ্ণব-শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত নহেন তাঁহারাই নামধারী কপট বৈষ্ণবগণের ব্যভিচারাদি দোষ দেখিয়া উহাকে বৈষ্ণব-শাস্ত্রের অনুমোদিত বলিয়া বিশ্বাস করেন। কোন এক ধর্ম্মমতের প্রকৃত তত্ত্বে অভিজ্ঞ না হইয়া তদবলম্বী কতকগুলি ধার্ম্মিক নামধারী ব্যক্তির কুৎসিত ব্যবহার দেখিয়াই তাহাকে ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত বলিয়া বিশ্বাস করা নিতান্ত অনভিজ্ঞের কার্য্য। যিনি বঙ্গদেশীয় প্রচলিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, সেই চৈতন্যদেব, বৈষ্ণবগণের ব্যভিচার দূরে থাকুক পরস্ত্রীর মুখাবলোকন করা পর্য্যন্ত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিরুদ্ধ

(১০১) বর্ত্তিতব্যং শমিচ্ছদ্ভি র্ভক্তবন্নতু কৃষ্ণবৎ।
ইত্যেবং ভক্তিশাস্ত্রানাং তাৎপর্য্যস্য বিনির্ণয়ঃ॥
রামাদিবৎ বর্ত্তিতব্যং ন কচিদ্রাবণাদিবৎ।
ইত্যেষ মুক্তিধর্ম্মাদিপরাণাং নয়ঈর্য্যতে॥
(উজ্জ্বল নীলমণি।)

নৈতৎ সমাচরেদ্‌যাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্‌ যথা রুদ্রাব্ধিজং বিষং॥
(ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ।)

কার্য্য মনে করিতেন (১০২) চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থানুসারে জানা যায়, ছোট হরিদাস নামে কোন এক ত্যাগী বৈষ্ণব, কোন এক ধর্ম্মপরায়ণা রমণীর নিকটে তণ্ডুল ভিক্ষা করাতে চৈতন্যদেব, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কেবল বৈষ্ণবধর্ম্ম বলিয়া নহে, পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, সমুদয় ধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যেই উত্তম, মধ্যম, অধম ত্রিবিধ লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহা অস্বাভাবিক নহে, সহস্র চেষ্টা করিয়াও কেহ এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার অন্যথা করিতে পারেন না। সমুদয় মনুষ্য তুল্যপ্রকৃতিক নয় বলিয়া এইরূপ ঘটনা সচরাচর প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে। পৃথিবীতে যখন কোন এক নূতন ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তিত হয় তখন প্রথম প্রথম অবশ্যই তাহাতে অল্প লোক প্রবেশ করেন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে প্রায়ই সচ্চরিত্র থাকিতে পারেন। অতঃপর দেখা দেখি যতই অধিক লোক সেই ধর্ম্ম

---

(১০২) নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িনামথযোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোপ্যসাধু॥
(চৈতন্যদেব-বাক্যং।)

অবলম্বন করিতে থাকে ততই তন্মধ্যে অসচ্চারিত্র কপট লোকের বাহুল্য দৃষ্ট হয় এ নিমিত্ত ধর্ম্মনীতির প্রতি দোষারোপ করা নিতান্ত অনুচিত।

গোস্বামিশাস্ত্রে বিধিনিষেধাত্মক চৌষট্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গ নির্দ্দিষ্ট আছে, তন্মধ্যে বিধ্যাত্মক অঙ্গগুলি অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ ভেদে দ্বিবিধ। সাধুসঙ্গ, নাম সংকীর্ত্তন, শাস্ত্র অধ্যয়ন, শ্রীমূর্ত্তি সেবা, বৃন্দাবনবাস, শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ এই সমস্তকে অন্তরঙ্গ অঙ্গ বলা যায়, এতন্মধ্যে স্মরণ ও কীর্ত্তন সর্ব্বপ্রধান, ব্রতোপবাস ও বাহ্য পূজাদিকে (১০৩) বহিরঙ্গ অঙ্গ বলা

---

(১০৩) উপাবৃত্তস্য পাপেভ্যো যস্ত বাসো গুণৈঃ সহ।
উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বভোগবিবর্জ্জিতঃ ॥
(হরিভক্তিবিলাস।)

অর্থাৎ পাপকার্য্য হইতে বিরত হইয়া সৎকার্য্যের সহিত যে বাস এবং যাহা পার্থিব সুখবর্জ্জিত, তাহাকেই উপবাস বলা যায়। উপবাস দিবসে ভোগ-সুখ বর্জ্জন করিয়া কেবল ভগবচ্চিন্তা ও ভগবদ্‌গুণকীর্ত্তনাদি দ্বারা সময়াতিপাত করাই উপবাসের অর্থ ও প্রধান উদ্দেশ্য। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইদানীং প্রায় এ উদ্দেশ্যের বিপরীত ব্যবহারই দৃষ্ট হয়। এখন ভোগবর্জ্জনের মধ্যে কেবল আহারমাত্র ত্যাগ ও ভগবচ্চিন্তা ও ভগবদ্‌গুণানুবাদের পরিবর্ত্তে অক্ষ-ক্রীড়াদি বা গ্রাম্য-বার্ত্তা দ্বারা সময়াতিবাহিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বা উপবাস দিবসকে চব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় ভোজনের প্রকৃত অবসর মনে করিয়া অন্নকল্প-

যায়। অন্তরঙ্গ অঙ্গে যাহাদিগের সম্যক্ অধিকার জন্মে নাই এমত কোমল শ্রদ্ধাবান্ ভক্তদিগেরই বহিরঙ্গ অঙ্গের অনুষ্ঠান প্রাথমিক কর্ত্তব্য। একান্ত ভক্তগণের স্মরণ কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন কৃত্যে প্রায় রুচি হয় না এবং মানসী সেবাই তাঁহাদিগের পরম ধন। (১০৪)

ব্যাজে মিষ্টান্ন পক্কান্ন দ্বারা উদর পূর্ণ করিয়া ভোগবর্জ্জনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। সে যাহা হউক যে উপবাস, সময়বিশেষে সাধারণ ভক্তগণের হরিস্মরণ ও বিষয়ভোগ বর্জ্জন অভ্যাসের নিমিত্ত বিধিবোধিত হইয়াছে সেই উপবাসের প্রকৃত ফল, ভুবনপাবন একান্ত ভক্তগণ প্রতিক্ষণেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; সুতরাং ইহাঁদিগের উপবাস ব্রতাদিতে যে প্রবৃত্তি তাহা কেবল লোকশিক্ষার্থ। ভগবৎপরায়ণ সাধুগণের যে স্বৈরাচার, তাহাই সদাচার এবং ইহাঁদিগের যে স্বাভাবিক কথা তাহাই হরিগুণানুবাদ। উপবাস ব্রতাদিতে ইহাঁদিগের নিজের কোন প্রয়োজন নাই। যথা,—

ইন্দ্রিয়ার্থেষ্বসক্তানাং সদৈব বিমলা মতিঃ।
পরিতোষয়তে বিষ্ণুং নোপবাসো জিতাত্মনঃ॥ ইত্যাদি।
(হরিভক্তিবিলাসধৃত বিষ্ণুরহস্য।)

(১০৪) এবমেকান্তিনাং প্রায়ঃ স্মরণং কীর্ত্তনং প্রভোঃ।
কুর্ব্বতাং পরমপ্রীত্যা কৃত্যমন্যন্ন রোচতে॥
(হরিভক্তিবিলাস একান্তিকৃত্য।

বৈষ্ণবগণ; প্রবর্ত্ত, সাধক ও সিদ্ধ ভেদে ত্রিবিধ। যাঁহারা ভজনোন্মুখ তাঁহারা প্রবর্ত্ত, যাঁহারা সাধনাঙ্গের নির্দ্দোষভাবে অনুষ্ঠান করেন তাঁহারা সাধক এবং যাঁহারা প্রেমভক্তি লাভ করেন তাঁহাদিগকে সিদ্ধ বলা যায়। সিদ্ধ অর্থাৎ জীবন্মুক্ত ভক্তগণ ভাবানুসারে কখন রোদন, কখন হাস্য, কখন নৃত্য, কখন গান এবং কখন মূকের ন্যায় তূষ্ণীংভাব অবলম্বন করেন ইত্যাদি অলৌকিক ভাব সকলই তাঁহাদিগের পরিচায়ক হয়। (১০৫)

বৈষ্ণবশাস্ত্রে ছয় প্রকার শরণাগতি লিখিত আছে। অকপট বৈষ্ণবমাত্রই এই ছয় প্রকারে ভগবদাশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন, যথা;— আনুকূল্য অর্থাৎ ভক্ত্যঙ্গ বা ভগবৎপ্রিয়কার্য্যের সংকল্প, প্রাতিকূল্য অর্থাৎ নিষিদ্ধ কার্য্য একেবারে ত্যাগ, ভগবান্ অবশ্যই রক্ষা করিবেন বলিয়া বিশ্বাস, এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ,

---

(১০৫) ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচি
দ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং।
ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ॥
(ভাগবত, একাদশ স্কন্ধ।)

আত্মরক্ষার ভারার্পণ এবং কার্পণ্য অর্থাৎ দৈন্যোক্তি শরণাগত ভক্তগণ "ভগবন্ আমি তোমারই" বাক্য মনের দ্বারা ইহাই বলিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। (১০৬)

চৌষট্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গ মধ্যেই বৈষ্ণবগণের সমুদায় কর্ত্তব্য নিহিত আছে, এতদ্ব্যতীত আর কোন কর্ত্তব্য নাই। এই চৌষট্টি প্রকার অঙ্গ মধ্যে সাধারণ বৈষ্ণবগণ-সম্বন্ধে বহু শাস্ত্রের অল্প অল্প অভ্যাস এবং ব্যাখ্যাবাদ করা নিষেধ আছে। (১০৭) স্বধর্ম্ম-শাস্ত্র যথোপযুক্তরূপে অধ্যয়ন না করিয়া অন্য শাস্ত্রের একটু আধটু দেখিলে বা শুনিলে ধর্ম্ম-বিশ্বাসের লাঘব হইবার সম্ভব নাই ঐরূপ নিষেধের কারণ, নতুবা সাধারণতঃ বহু শাস্ত্র অধ্যয়নের নিষেধক নহে। তাহা হইলে রূপ-সনাতন প্রভৃতি বৈষ্ণবা-

---

(১০৬) আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনং।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্ববরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥
তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্।
তৎস্থানমাশ্রিত স্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ॥
(হরিভক্তিবিলাসধৃতবৈষ্ণবতন্ত্র।)

(১০৭) বহুশাস্ত্রকলাভ্যাসো ব্যাখ্যাবাদবিবর্জ্জনং॥
(রসামৃতসিন্ধু।)

চার্য্যগণ, জড়দর্শনবেত্তা বলিয়া বিখ্যাত হইতে পারিতেন না, এবং নানা শাস্ত্র হইতে গোস্বামিশাস্ত্রও সংগৃহীত হইত না। অতএব অল্পজ্ঞতা সম্বন্ধেই উক্ত নিষেধ-বাক্যের উপযোগিতা জানিতে হইবে। নীতিশাস্ত্রে অল্পজ্ঞতাপেক্ষা অজ্ঞতার শ্রেষ্ঠত্ব মানিত হইয়াছে। (১০৮) বাস্তবিক অজ্ঞতা, মানুষকে সহজে ধর্ম্ম ও সমাজ শাসনের আয়ত্তীভূত করে, অল্পজ্ঞতা উহার সম্পূর্ণ বিপরীত। অল্পজ্ঞ ব্যক্তি, জ্ঞানীর ন্যায় আত্মশাসনে সমর্থ নহে; অথচ জ্ঞানাভিমান বশতঃ অভিজ্ঞদিগের অনুবর্ত্তনও করে না; সুতরাং নিজের ও সমাজের অধিকাংশ অনর্থ, অজ্ঞাপেক্ষা অল্পজ্ঞদিগের দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

নিষেধাত্মক ভক্ত্যঙ্গ সকলের মধ্যে গোস্বামি শাস্ত্রের একটী অতি উদার মত দৃষ্ট হয়। অন্য ধর্ম্ম বা অন্য দেবতার নিন্দা ও অবজ্ঞা করা সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। যথা;—"অন্যদেবানবজ্ঞাচ" ভাগবতাদি পুরাণ-শাস্ত্রের শাসনানুসারেই গোস্বামি শাস্ত্রে যে,

---

(১০৮) অজ্ঞঃ সুখমারাধ্যঃ সুখতরমারাধ্যতেহবিশেষজ্ঞঃ।
জ্ঞানলবদুর্ব্বিদগ্ধং নরং ব্রহ্মাপি ন রঞ্জয়তি॥
(নীতিবাক্য।)

দেবতান্তর নিন্দা নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১০৯)

চৈতন্য-সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবগণ, গৃহী ও বৈরাগী-ভেদে দ্বিবিধ। যাঁহারা ভেকগ্রহণ অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক কৌপীনাদি বিশেষ চিহ্ন ধারণ করেন তাঁহাদিগকেই বৈরাগী বলা যায়। ভেকগ্রহণ-রীতির দ্বারা একটি পৃথক্ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। যে কোন জাতীয় ব্যক্তি ভেকগ্রহণ করেন তিনিই এই জাতিভুক্ত হয়েন। ভেকগ্রহণ-রীতি শাস্ত্রসম্মত নহে। ভগবান্ চৈতন্যদেব সংসার-আশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন এতদ্দৃষ্টেই বোধ হয়, ভেকগ্রহণ-রীতি প্রচলিত হইয়াছে; কিন্তু ব্রাহ্মণেতর জাতির সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের অধিকার নাই। পরন্তু সন্ন্যাসের সহিত ভেকের বিস্তর প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

ভগবদ্-ভজনে বিশেষ মনোযোগ বিধানের নিমিত্ত যিনি ভেক গ্রহণ করিয়া উদাসীন-পদবী অবলম্বন করেন, শাস্ত্রানুমোদিত না হইলেও তাদৃশ ব্যক্তির

(১০৯) মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতিনথ।
নারায়ণ-কলাঃ শান্তা ভজন্ত্যহন স্থয়রঃ॥
(ভাগবত, ১ম স্কন্ধ।)

ভেক গ্রহণ দূষণীয় নহে; কিন্তু যে ব্যক্তি, কারণান্তর বশতঃ বৈরাগী-জাতিভুক্ত হইয়া ঐ জাতিতে পুনরায় বিবাহ ও সন্তানোৎপাদনাদি দ্বারা অধিকতররূপে সংসারে আসক্ত হয় তাহাকে নিতান্তই শোচ্য বলিতে হইবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ এইরূপ বৈরাগীই এদেশে অধিক। ইহারা "সংযোগী" নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইহাদিগের আচার ব্যবহার প্রায়ই শাস্ত্র ও সদাচার-বিরুদ্ধ। একারণ বিশুদ্ধ বৈষ্ণব সমাজে ইহাদিগের আদর নাই।

সংহিতা।

ব্রহ্মসংহিতা প্রভৃতি কয়েক খানি সংহিতা গ্রন্থ আছে, ইহা বৈষ্ণবশাস্ত্রবিশেষ। এই সংহিতা-গুলি ব্রহ্মা, শিব, প্রহ্লাদ, গৌতম ও সনৎকুমার-কর্ত্তৃক পৃথক্‌রূপে প্রণীত এবং তত্তৎনামে অর্থাৎ ব্রহ্ম-সংহিতাদি নামে প্রসিদ্ধ। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাকে পঞ্চরাত্রের ন্যায় একটি পৃথক্ শাস্ত্র না বলিয়া বৈষ্ণব শাস্ত্রের একটি অঙ্গ বলা যাইতে পারে। পুরাণে ব্রহ্মসংহিতা প্রভৃতির নাম দৃষ্ট হয় (১১০)। গোস্বামিশাস্ত্রের অনেক পুস্তকে ব্রহ্ম-সংহিতা প্রভৃতির প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে ইতি।

দ্বিতীয় খণ্ড সম্পূর্ণ।

---

(১১০) পঞ্চমী সংহিতানাঞ্চ কৃষ্ণভক্তিসমন্বিতা।
ব্রহ্মণস্থ শিবস্থাপি প্রহ্লাদস্থ তথৈবচ।
গৌতমস্থ কুমারস্থ সংহিতা পরিকীর্ত্তিতা॥
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত জন্মখণ্ড, ১৩২ অধ্যায়।)

Printed by I. C. Bose & Co., Stanhope Press, Calcutta.

From the "Indian Mirror," Friday,

July 27th, 1883 A. D.

ASHTADASH-VIDYA.

In the work before us, the writer has given in Bengali succinct accounts of the eighteen principal component parts of the Vedas, Vedangas, Upavedas, Purans, Nyaya, Mimansa and Dharma Shastras, which, taken away as a whole, come under the designation of the eighteen Vidyas. The principles of the component parts have been meagerly enunciated in the text, and some of them would be utterly unintelligible but for the notes and extracts given at the foot.

We thank the writer for what he has presented to his readers, and hope that in the second part he will attempt at more elaboration.

অষ্টাদশ-বিদ্যা শ্রীগোবিন্দমোহন রায় বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত—১ম, খণ্ড।

এই পুস্তকসম্বন্ধে বলা যায় যে, ইহা একটী বিশেষ অভাব মোচন করিবেক। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকে এখন অল্প পরিশ্রমে জ্ঞাতব্য বিষয় সকল শিখিতে চায়। পূর্ব্বের ন্যায় বিষয়বিশেষের অনুরোধে চিরজীবন অতিবাহিত করিতে প্রস্তুত নহে। মূল-সংস্কৃত বেদবেদাঙ্গাদির আলোচনা এখন আর তেমন সুলভ নহে। অথচ আর্য্যজাতির হৃদয়গাম্ভীর্য্য এবং চিন্তাশীলতার পরিমাণ করিতে গেলে সে সকলের আলোচনা বড় প্রয়োজনীয়। উপস্থিত সঙ্কলন অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবে, আমাদের এইরূপ ধারণা।

প্রতিনিধি ১২৯০, ১৮ই শ্রাবণ।

শ্রীযুক্ত গোবিন্দমোহন রায় বিদ্যাবিনোদবারিধি, বেদ-বেদাঙ্গাদি সংস্কৃত অষ্টাদশ বিদ্যার স্থূলমর্ম্ম বঙ্গভাষায় প্রচার করিবার অভিপ্রায়ে "অষ্টাদশ বিদ্যা" নাম দিয়া একখানি গ্রন্থ প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। উহার প্রথম খণ্ড আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। বিষয়গুলি যেরূপ বিশাল, আমাদিগের বিবেচনায় আরও কিঞ্চিৎ বিস্তৃত করিয়া বর্ণন করিলে ভাল হইত। অষ্টাদশ বিদ্যা, আমাদিগের দেশের সম্পত্তি; কিন্তু অনেকেই উহার স্বরূপ ও গুণ জানেন না, এগুলি দেশের লোককে জানাইয়া দেওয়া অতিশয় আবশ্যক। অতএব বিদ্যাবিনোদ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

সোমপ্রকাশ, ১২৮৯, ২০ চৈত্র।

অষ্টাদশ-বিদ্যা অর্থাৎ বেদবেদাঙ্গাদি শাস্ত্রের স্থূল মর্ম্ম। শ্রীগোবিন্দমোহন রায় বিদ্যাবিনোদবারিধি-সংকলিত ও প্রকাশিত। বিদ্যাবিনোদের সংস্কৃত সাহিত্যে ভূয়োদর্শন আছে। আজি কয় বৎসর হইল, তিনি যে মৃণ্ময়ী নামে ভূগোল গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাহাতেই তাঁহার ভূয়োদর্শন পরিশ্রম এবং গবেষণার পরিচয় আমরা পাই, এবং মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলাম, যে বাঙ্গলা ভাষায় সে শ্রেণীর গ্রন্থ সেরূপ আর নাই। উপস্থিত গ্রন্থেও সঙ্কলনকর্ত্তার গবেষণার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়, তবে দুই এক স্থলে এক আধটু অসাবধানতাও লক্ষিত হইতেছে।

সাধারণী, ১২৯০ সাল ১৪ ই জ্যৈষ্ঠ। ২০ ভাগ ৭ম সংখ্যা।

এই পুস্তক (অষ্টাদশ-বিদ্যা) পাঠে যে, সাধারণের অনেক অজ্ঞাত বিষয়ে জ্ঞানলাভ হয় বলা বাহুল্য। গ্রন্থকার এই পুস্তক প্রকাশ দ্বারা দেশের যে বিশেষ উপকার করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বিষয় এই যে, ইউরোপীয় শিক্ষা আমাদের দেশে কি এক বিষ-বীজ আনিয়া দিয়াছে যে, দেশীয় দ্রব্যের নামেতেই আর রুচি নাই। ফলতঃ যাহাদের স্বদেশের প্রতি, মাতৃভাষার প্রতি, এবং স্বদেশের গৌরবের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি আছে, তাঁহাদের এই পুস্তক একবার পাঠ-করা কর্ত্তব্য।

মুর্শীদাবাদ পত্রিকা, ১২৯০ সাল, ৩০শে আষাঢ়।